বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস সংকলন

বিষয়ভিত্তিক
আয়াত ও হাদিস সংকলন
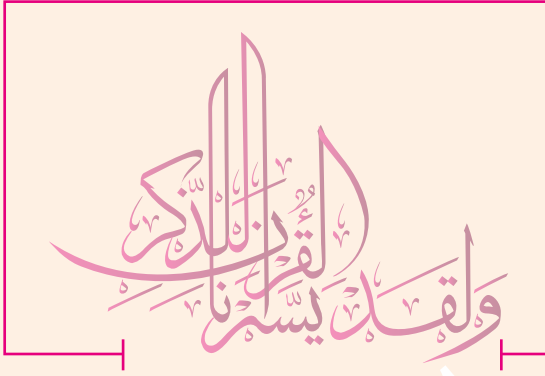
আইসিএস পাবলিকেশন

■ **প্রকাশনায়**

আইসিএস পাবলিকেশন

■ **প্রকাশকাল**

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১১
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০২০

■ **প্রচ্ছদ ও অলংকরণ**

আশিক খন্দকার

মূল্য : ২১০ (দুইশত দশ) টাকা মাত্র

Bishoybhittik Ayat & Hadith Shonkolon,
Published by ICS Publication, Price 210 Tk Only.

www.icsbook.info

সম্পাদনা

ড. মুফতি মুহাম্মদ আবু ইউসুফ খান
অধ্যক্ষ, তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা।

ড. সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আবু নোমান
অধ্যক্ষ, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

সংকলন

মাওলানা মহিউদ্দিন মাসুম
ইমাম ও খতিব, বাইতুল মামুর মসজিদ, ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া।

মাওলানা রফিকুল ইসলাম মিয়াজী
খতিব, বারিধারা শাহী জামে মসজিদ, ঢাকা।

মাওলানা আবুল হাসেম মোল্লা
খতিব, গোপীবাগ রেলওয়ে ব্যারাক জামে মসজিদ, ঢাকা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আমাদের কথা

অসীম দয়ালু ও পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে আমাদেরকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, দিয়েছেন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা। জীবনের প্রতিটিক্ষণ তাঁর প্রশংসায় অতিবাহিত করলেও মহিমা বর্ণনা শেষ হওয়ার নয়। আর তিনি মানুষের জীবনবিধান হিসেবে প্রেরণ করেছেন 'ইসলাম'। ইসলাম মানুষের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় পথ। যে অহির মাধ্যমে মানুষের জীবনবিধানকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে তা হলো– মহাগ্রন্থ আল কুরআন। এ কালাম এক চিরন্তন মুজিজা। কারও সাধ্য নাই এ কালামের সাথে চ্যালেঞ্জ করার।

আর এ কুরআনের বাস্তব চিত্রই হচ্ছে মুহাম্মাদ (সা.)-এর গোটা জিন্দেগি। সুতরাং রাসূল (সা.) প্রদত্ত আল কুরআনের ব্যাখ্যাই হচ্ছে দ্বীন ইসলামের মূল ভিত্তি। এ ব্যাখ্যার নাম হলো হাদিস বা সুন্নাহ। তাই হাদিস বা সুন্নাহকে বাদ দিয়ে ইসলামকে কল্পনাই করা যায় না। এই কারণে কুরআনের পরেই হাদিসের মর্যাদা। হাদিসের জ্ঞান ছাড়া যেমন কুরআনের নির্ভুল ও সঠিক তাৎপর্য লাভ করা যায় না, তেমনি ইসলামী জীবনবিধানও সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন–

> '(হে নবি) আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান? বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।'
> (সূরা জুমার-৩৯ : ৯)

নবি (সা.) বলেন–

> ‘জেনে রেখো, আমাকে আল কুরআন দেওয়া হয়েছে আর সেই সাথে দেওয়া হয়েছে অনুরূপ আরেকটি জিনিস (আবু দাউদ)।’

জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক কুরআনের কর্মীদের জন্য অপরিহার্য। আর তাদের যাবতীয় উপায়-উপাদান স্পষ্টভাবে কুরআন ও হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কারণে বক্তব্য-বিবৃতি ও দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উদ্ধৃতি প্রদান কুরআনের কর্মীর অন্যতম পূর্বশর্ত। কিন্তু নির্দিষ্ট বিষয়ের আয়াত ও হাদিস সরাসরি উক্ত দু'টি উৎস থেকে গ্রহণ করা অনেক কষ্টসাধ্য। এই অসুবিধা নিরসনকল্পে আইসিএস পাবলিকেশন থেকে ‘বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস সংকলন’ প্রকাশ করা হয়। চাহিদার আলোকে সংকলনটি পরিবর্ধন ও পরিমার্জন এবং সমৃদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই বর্ধিত কলেবরে ‘বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস সংকলন’ এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। এতে কুরআনের আয়াত ও হাদিসসমূহের মূল ভাষা আরবি ও তার পাশাপাশি বাংলা অনুবাদের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। ফলে বিষয়গুলো হৃদয়ঙ্গম করা সহজতর হবে। আর সংকলনটি যারা কুরআন ও হাদিস নিয়ে রিসার্চ করতে চান, তাদের জন্যও বেশ সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি।

বইটি সুন্দরভাবে প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের জন্য আন্তরিক দুআ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল কর্ম তৎপরতা তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে কবুল করুন। আমিন।।

সূচিপত্র

উলুমুল কুরআন

আল কুরআনের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ

আল কুরআন (اَلْقُرْاٰنُ) শব্দটি আরবি, যা قَرْأٌ কিংবা قَرْنٌ শব্দ থেকে উৎপন্ন। قَرْأٌ (পড়া) শব্দ থেকে এলে قُرْاٰنُ শব্দের অর্থ হয় অধিক পঠিত। আর قَرْنٌ (মিলিত থাকা) শব্দ থেকে এলে قُرْاٰنُ শব্দের অর্থ হয়; পরিপূর্ণভাবে মিলিত ও সংযুক্ত। যেহেতু কুরআন মাজিদ সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ এবং এর আয়াত অর্থ ও বিষয়বস্তুর মাঝে পরিপূর্ণ মিল রয়েছে, তাই এর নাম اَلْقُرْاٰنُ।

পারিভাষিক অর্থ

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়াতের দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে যে কিতাব নাজিল হয়েছে তার সমষ্টি আল কুরআন।

اَلْمَنَارِ গ্রন্থকার বলেন–

هُوَ الْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ ﷺ الْمَكْتُوْبُ فِيْ الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ وَهُوَ اِسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعًا.

কুরআন হচ্ছে সে গ্রন্থ যা রাসূল (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ যাকে মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর কুরআন হচ্ছে শব্দ ও অর্থ উভয়টির নাম।

মহান আল্লাহর বাণী

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ

"এটা মানুষের জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং আল্লাহভীরুদের জন্য পথপ্রদর্শক ও উপদেশ।" (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৩৮)

আল কুরআনের কয়েকটি নাম

১। اَلْهُدٰى (আল হুদা) পদপ্রদর্শক : هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

২। اَلْكِتَابُ (আল কিতাব) গ্রন্থ : هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ

৩। اَلْفُرْقَانُ (আল ফুরকান) পার্থক্যকারী : تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ

৪। اَلنُّوْرُ (আন নূর) আলো : قَدْ جَآئَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ

৫। اَلذِّكْرُ (আজ জিকর) উপদেশ : وَإِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ

৬। كِتَابٌ مُّبِيْنٌ (কিতাবুম মুবিন) সুস্পষ্ট কিতাব : حٰمٓ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ

৭। اَلْكَلَامُ (আল কালাম) কথাবার্তা : حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ

৮। اَلْحِكْمَةُ (আল হিকমাহ) প্রজ্ঞা : وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

৯। اَلْبَيَانُ (আল বায়ান) বর্ণনা : هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ

১০। بُشْرٰى (বুশরা) সুসংবাদ : هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

১১। حَبْلِ اللّٰهِ (হাবলিল্লাহ) আল্লাহর রজ্জু : وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا

১২। اَلْحَقَّ (আল হাক্কু) সত্য : فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ

১৩। اَلْمَوْعِظَةُ (আল মাওইযাহ) উপদেশ : قَدْ جَآئَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

১৪। اَلْوَحْيُ (আল অহি) প্রত্যাদেশ : اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

১৫। اَلشِّفَاءُ (আশ শিফা) উপশমকারী : وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ

আয়াতের প্রকারভেদ

ক. কুরআন মাজিদের দৃষ্টিতে আয়াতসমূহ দুই প্রকার :

১. মুহকামাত (সুস্পষ্ট) ২. মুতাশাবিহাত (অস্পষ্ট)

هُوَ الَّذِىٓ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ

'তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, যার আছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ। সেগুলোই কিতাবের মূল; অন্যগুলো অস্পষ্ট।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ৭)

খ. হাদিসের দৃষ্টিতে আয়াতসমূহ পাঁচ প্রকার : ১. হালাল ২. হারাম ৩. মুহকাম ৪. মুতাশাবিহ ৫. আমছাল

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلٰى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَمُحْكَمٍ وَمُتَشَابِهٍ وَأَمْثَالٍ فَأَحِلُّوْا الْحَلَالَ وَحَرِّمُوْا الْحَرَامَ وَاعْمَلُوْا بِالْمُحْكَمِ وَآمِنُوْا بِالْمُتَشَابِهِ وَاعْتَبِرُوْا بِالْاَمْثَالِ

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কুরআন পাঁচটি বিষয়সহ নাজিল হয়েছে। হালাল, হারাম, মুহকাম, মুতাশাবিহ, ও আমছাল (উপদেশপূর্ণ ঘটনা)। সুতরাং তোমরা হালালকে হালাল জানবে, হারামকে হারাম মনে করবে। মুহকামের উপর আমল করবে, মুতাশাবিহার প্রতি ঈমান পোষণ করবে। আর আমছাল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। (মিশতাতুল মাসাবিহ : ১৮২, হাদিসটির সনদ দুর্বল)

সূরাসমূহের প্রকারভেদ

সূরাসমূহকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে : ১. মাক্কি সূরা ও ২. মাদানি সূরা।

মাক্কি সূরা : যে সমস্ত সূরা রাসূল (সা.)-এর মাক্কি জীবনে অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে নাজিল হয়েছে, সেগুলোকে মাক্কি সূরা বলা হয়। মাক্কি সূরা ৮৬টি।

মাদানি সূরা : যে সমস্ত সূরা রাসূল (সা.)-এর মাদানি জীবনে অর্থাৎ হিজরতের পরে নাজিল হয়েছে, সেগুলোকে মাদানি সূরা বলা হয়। মাদানি সূরা ২৮টি।

মাক্কি সূরার বৈশিষ্ট্য

১. সাধারণত সূরা ও আয়াতগুলো ছোটো ছোটো ও ছন্দময়।
২. তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতসংক্রান্ত আলোচনা।
৩. অধিকাংশ ক্ষেত্রে يَا اَيُّهَا النَّاسُ (হে মানবজাতি) বলে সম্বোধন।
৪. মাক্কি সূরা ব্যক্তিগঠনে হিদায়াতপূর্ণ।
৫. আল কুরআন সত্যতার প্রমাণ ও ঈমান আকিদার আলোচনা।
৬. মানুষের ঘুমন্ত বিবেক ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে চিন্তাশক্তিকে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
৭. ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়ার শুরুতে س ও سوف শব্দের ব্যবহার বেশি।

মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য

১. সাধারণত সূরা ও আয়াতগুলো বড়ো ও গদ্যময়।
২. অধিকাংশ ক্ষেত্রে يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হে ঈমানদারগণ) বলে সম্বোধন।
৩. সামাজিক বিধিবিধান, ফৌজদারি আইন, উত্তরাধিকারী আইন, বিয়ে তালাক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা।
৪. যুদ্ধ, সন্ধি, গনিমত, জিজিয়া ইত্যাদির বিবরণ।
৫. ইবাদত, আহকামে শরিয়ত ও হালাল-হারামের বর্ণনা।
৬. মুনাফিক ও কাফিরদের সাথে আচরণসংক্রান্ত আলোচনা।
৭. জাকাত ও ওশরের নিয়ম-কানুন আলোচনা।

কুরআন অধ্যয়নে সমস্যা

১. অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থের মতো মনে করা।
২. একই বিষয়ের বারবার উল্লেখ।
৩. কোনো বিষয়সূচি না থাকা।
৪. নাজিলের প্রেক্ষাপট না জানা।
৫. নাসিখ-মানসুখ না জানা।
৬. আরবি ভাষা না জানা।
৭. রাসূল (সা.)-এর বিপ্লবী জীবন সম্পর্কে ধারণা না থাকা।

সমাধানের উপায়

১. অধ্যয়নের সময় নিরপেক্ষ মনমগজ নিয়ে বসা।
২. আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট ও রাসূল (সা.)-এর আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থা ও পর্যায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা।
৩. নাসেখ-মানসুখ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
৪. আরবি ভাষা শেখার চেষ্টা করা।
৫. কুরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হওয়া।
৬. ঘরে বসে কুরআন বোঝার চেয়ে কুরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হওয়া।

অহি নাজিলের পদ্ধতি

কুরআন ও হাদিসের আলোকে অহি নাযিলের ৭টি পদ্ধতি জানা যায়-

১. সত্য স্বপ্নযোগে (বুখারি : ইফা-৩)

أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ

২. ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় (বুখারি : ইফা-২)

أَحْيَانًا يَأْتِيْنِيْ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ

৩. জিবরাইল (আ.)-এর নিজস্ব আকৃতিতে। (বুখারি : ইফা-৩)

فَجَآءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَأْ.

৪. জিবরাইল (আ.) কর্তৃক মানুষের আকৃতিতে। (বুখারি : ইফা-২)

وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا

৫. ইসরাফিল (আ.)-এর মাধ্যমে। (কুসতালানি : মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ-১২৮)

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُكِّلَ بِهِ إِسْرَافِيْلُ فَكَانَ يَتَرَاءَي لَهُ ثَلَاثَ سِنِيْنَ.

৬. অন্তকরণে ঢেলে দেওয়া/ইলহামের মাধ্যমে। (সূরা শুরা-৪২ : ৫১)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ

৭. পর্দার অন্তরাল থেকে। (সহিহুল জামি': ২০৮৫)

إِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِيْ رُوْعِيْ.

আল-কুরআন সংকলনের ইতিহাস

তিন যুগে বিভিন্নভাবে আল কুরআন সংকলিত হয়েছে–

রাসূল (সা.)-এর যুগ : এ যুগে দু'ভাবে হয়েছে–

১. মুখস্থ করার মাধ্যমে : হাফিজে কুরআনগণের মধ্যে প্রধানত ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সালেম ইবনে মা'কাল, মুয়ায ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, জায়িদ বিন সাবিত, আবু জায়িদ, আবু দারদা (রা.) প্রমুখ।

২. লেখার মাধ্যমে : কাতেবে অহিগণের মধ্যে প্রধানত ছিলেন আলি ইবনে আবু তালিব, মুয়াজ ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, জায়িদ বিন সাবিত ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখ। তারা পাথর, খেজুরের ডাল, চামড়া ইত্যাদির ওপর আল-কুরআনের আয়াতসমূহ লিখে সংরক্ষণ করতেন।

হজরত আবু বকর (রা.)-এর যুগ

ভণ্ডনবি মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধে অসংখ্য হাফেজে কুরআন শাহাদাতবরণ করেন। এতে আল কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কায় হজরত ওমর (রা.)-এর পরামর্শক্রমে খলিফা আবু বকর (রা.) হজরত জায়েদ বিন সাবিতের নেতৃত্বে আল কুরআন সংকলন বোর্ড গঠন করেন। এ বোর্ডের সদস্যগণ কঠোর সাধনা করে আল-কুরআনের লিখিত বিভিন্ন অংশকে হাফেজে কুরআনের সাথে সমন্বয় করে একত্র করেন। যার নাম রাখা হয় মুসহাফে সিদ্দিকি। হজরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পর এ কপিটি হজরত ওমরের কাছে এবং তাঁর ইন্তিকালের পর হজরত হাফসা (রা.) একে সংরক্ষণে রাখেন।

হজরত উসমান (রা.)-এর যুগ

হজরত ওমর (রা.) ও উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটায় আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা আল কুরআন মাজিদকে তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ করতে থাকেন। এতে আল কুরআন বিকৃতির আশঙ্কায় হজরত উসমান (রা.) আল-কুরআনের বিকৃত অংশগুলো সংগ্রহ করে পুড়িয়ে দেন এবং মুসহাফে সিদ্দিকি-এর অনুরূপ সাতটি কপি করে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দেন। আজ পর্যন্ত আল কুরআন মাজিদ সে অবয়বেই বিদ্যমান। এর মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন হয়নি। কেননা আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

> ‘নিশ্চয়ই আমি এ উপদেশবাণী নাজিল করেছি, আমিই এর সংরক্ষণ করব।’ (সূরা হিজর-১৫ : ৯)

কয়েকটি প্রসিদ্ধ তাফসির গ্রন্থের নাম

১. তাফসির ইবনে আব্বাস-আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)

২. তাফসিরুল কুরআনিল আজিম (তাফসিরে ইবনে কাসির) ইমাদুদ্দিন

ইসমাঈল ইবনে আমর ইবনে কাসির (রহ.)।
৩. ফাতহুল কাদির-ইমাম শাওকানী (রহ.)।
৪. তাফসিরে কাশশাফ-জারুল্লাহ যামাখশারি (রহ.)।
৫. মাফাতিহুল গাইব-ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি (রহ.)।
৬. তাফসিরে জালালাইন-জালালুদ্দিন মহল্লি ও জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ.)।
৭. আনওয়ারুত তানজিল ওয়া আসরারুত তাবিল- নাসিরুদ্দিন বায়যাবী (রহ.)।
৮. তাফহীমুল কুরআন- সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (রহ.)।
৯. ফি জিলালিল কুরআন- সাইয়েদ কুতুব শহিদ (রহ.)।
১০. আল জামে লি আহকামিল কুরআন- ইমাম কুরতুবি (রহ.)।
১১. মায়ারেফুল কুরআন- মুফতি মোহাম্মদ শফি (রহ.)।
১২. জামেউল বায়ান ফি তাফসিরিল কুরআন- ইবনে জারির তাবারি (রহ.)।
১৩. The Message- Muhammad Asad

প্রথম অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা

সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত–

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ .....مَا لَمْ يَعْلَمْ

* পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে প্রথম নাজিল হয় সূরা ফাতিহা–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ............ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা

এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়–

১. সূরা বাকারা : ২৭৮ (সুদসংক্রান্ত আয়াত)

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰى

২. সূরা বাকারা : ২৮২ (ঋণসংক্রান্ত আয়াত)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلٰى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

৩. সূরা বাকারা : ২৮১ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ

৪. সূরা নিসা : ১৭৬ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

৫. সর্বশেষ নাজিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরা : সূরা নাসর।

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ.................إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

দারসুল কুরআনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ

১. বিশুদ্ধ তিলাওয়াত।

২. সরল অনুবাদ।

৩. সূরার নামকরণ।

৪. নাজিলের সময়কাল।

৫. শানে নুজুল/অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট।

৬. নির্বাচিত অংশের বিষয়বস্তু।

৭. ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাফসির।

৮. বর্তমান যুগে আয়াতের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন।

৯. আয়াতের শিক্ষা।

১০. প্রশ্নোত্তর।

সিজদার আয়াতসমূহ

নং	পারা	সূরার নাম	আয়াত	রুকু
১	৯	আল আরাফ	২০৬	২৪
২	১৩	আর রাদ	১৫	২
৩	১৪	আন নাহল	৪৯-৫০	৭
৪	১৫	বনি ইসরাইল	১০৭-১০৯	১২
৫	১৬	মারইয়াম	৫৮	৪
৬	১৭	আল হজ	১৮	২
৭	১৯	আল ফুরকান	৬০	৫
৮	১৯	আন নামল	২৫-২৬	২
৯	২১	আস সিজদাহ	১৫	২
১০	২৩	আস সোয়াদ	২৪-২৫	২
১১	২৪	হা-মিম সিজদাহ	৩৭-৩৮	৫
১২	২৭	আন নাজম	৬২	৩
১৩	৩০	আল ইনশিকাক	২১	১
১৪	৩০	আল আলাক	১৯	১

ইমাম আবু হানিফার মতে সিজদার আয়াত ১৪টি

ইমাম শাফেয়ির মতে সিজদার আয়াত ১৫টি, অপরটি হচ্ছে–

১৫. পারা : ১৭, সূরা হজ, আয়াত : ৭৭, রুকু : ১০

এক নজরে আল কুরআন

১. সূরা -১১৪।

২. মাক্কি সূরা- ৮৬, মতান্তরে ৮৯।

৩. মাদানি সূরা- ২৮, মতান্তরে ২৫।

৪. আয়াত সংখ্যা- ৬৬৬৬, মতান্তরে ৬২৩৬।

৫. রুকু ৫৫৪, মতান্তর ৫৬১।

৬. সিজদার আয়াত ১৪টি মতান্তরে ১৫টি ।

৭. পারা ৩০।

৮. আল কুরআনের আলোচ্য বিষয় মানুষ (সূরা আহজাব : ৭২)।

৯. প্রথম নাজিলের সময় : হিজরি পূর্ব ১৩ সনে, ৬১০ ঈসায়ি।

১০. নাজিলের শেষ সময় : হিজরি ১১ সনে, ৬৩২ ঈসায়ি।

১১. পূর্ণাঙ্গ আল কুরআন সর্বপ্রথম গ্রন্থবদ্ধ হয় হিজরি ১২ সনে (৬৩৩ ঈসায়ি), হজরত আবু বকর (রা.)-এর পৃষ্ঠপোষকতায়।

১২. আল কুরআনে হরকত সংযোজন করেন– হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, হিজরি ৭৫ সালে (৬৯৪ ঈসায়ি)।

১৩. মনজিল সংখ্যা -৭টি।

১৪. আল কুরআনে (আল্লাহ) শব্দটি ২৫৮৪/২৬৯৯ বার এসেছে।

১৫. আল কুরআনে (মুহাম্মাদ) শব্দটি ৪ বার এসেছে।

১৬. আল কুরআনে (লা ইলাহা ...) শব্দটি ২ বার এসেছে।

১৭. সূরা আত তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ নেই।

১৮. সূরা আত তওবার অপর নাম ‘আল-বারাআত’।

১৯. সূরা আন নামলে দুইবার বিসমিল্লাহ উল্লেখ আছে।

২০. সূরা মুহাম্মাদ-এর অপর নাম সূরা “কিতাল”।

২১. সূরা আল মু’মিন-এর অপর নাম সূরা “গাফির”।

২২. সূরা হামিম সিজদাহ-এর অপর নাম সূরা “ফুসসিলাত”।

২৩. সাহাবাগণের (রা.) মধ্যে হজরত জায়িদ বিন হারিসা (রা.)-এর নাম কুরআনে এসেছে। (সূরা আহজাব-৩৩ : ৩৭)

২৪. আল কুরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন (আংশিক) মাওলানা আমীর উদ্দীন বসুনিয়া।

২৫. আল কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন মৌলভী নঈম উদ্দীন ১৮৩৬ সালে।

২৬. আল কুরআনে ২৫ জন নবি-রাসূলের নাম উল্লেখ আছে।

বিষয়বস্তুর আলোকে আয়াত সংখ্যা

১. আদেশ সংক্রান্ত আয়াত : ১০০০টি

২. নিষেধ সংক্রান্ত আয়াত : ১০০০টি

৩. সুসংবাদ সংক্রান্ত আয়াত : ১০০০টি

৪. সতর্কবাণী সংক্রান্ত আয়াত : ১০০০টি

৫. উদাহরণ সম্বলিত আয়াত : ১০০০টি

৬. ঘটনাবলি সম্বলিত আয়াত : ১০০০টি

৭. হালাল-হারাম সংক্রান্ত আয়াত : ৫০০টি

৮. তাসবিহ সংক্রান্ত আয়াত : ১০০টি

৯. বিবিধ প্রসঙ্গের আয়াত : ৬৬টি

সূরা ফাতিহার কয়েকটি নাম

১. উম্মুল কুরআন (أُمُّ الْقُرْآنِ) (আল কুরআনের জননী)

২. উম্মুল কিতাব (أُمُّ الْكِتَابِ) (কিতাবের জননী)

৩. ফাতেহাতুল কিতাব (فَاتِحَةُ الْكِتَابِ) (কিতাবের ভূমিকা)

৪. সূরাতুল হামদ (سُوْرَةُ الْحَمْدِ) (প্রশংসার সূরা)

৫. সূরাতুশ শুকর (سُوْرَةُ الشُّكْرِ) (কৃতজ্ঞতার সূরা)

৬. সূরাতুশ শিফা (سُوْرَةُ الشِّفَاءِ) (আরোগ্য লাভের সূরা)

৭. সূরাতুদ দুআ (سُوْرَةُ الدُّعَاءِ) (প্রার্থনার সূরা)

৮. সূরাতুল মোনাজাত (سُوْرَةُ الْمُنَاجَاةِ) (মুক্তির দুআ)

৯. সূরাতুস সালাত (سُوْرَةُ الصَّلَاةِ) (নামাজের সূরা)

১০. সূরাতুস সুয়াল (سُوْرَةُ السُّؤَالِ) (চাওয়া/প্রার্থনার সূরা)

১১. সূরাতুল কানজ (سُوْرَةُ الْكَنْزِ) (সম্পদের সূরা)

১২. আস্‌সাবউল মাছানি (اَلسَّبْعُ الْمَثَانِيْ) (অভিনব সাতটি আয়াত)

১৩. সূরাতুশ শাফিয়া (اَلسُّوْرَةُ الشَّافِيَةِ) (সুস্থতার সূরা)

১৪. সূরাতুল কাফিয়া (اَلسُّوْرَةُ الْكَافِيَةِ) (যথেষ্ট/যথার্থ সূরা)

১৫. সূরাতুল ওয়াফিয়া (اَلسُّوْرَةُ الْوَافِيَةِ) (পরিপূর্ণ সূরা)

উলুমুল হাদিস

হাদিস কী?

হাদিস আরবি শব্দ। অর্থ নতুন কথা বা কাজ। পরিভাষায়, মহানবি (সা.)-এর কথা, কাজ, অনুমোদন ও মৌন সম্মতিই হাদিস। হাদিসের অপর নাম খবর। হাদিস শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস এবং দলিল। মানবজীবন পরিচালনার জন্য কুরআনের পরেই হাদিসের স্থান। হাদিসও এক ধরনের অহি। দুই প্রকার অহির মাঝে হাদিসের অবস্থান দ্বিতীয় অর্থাৎ অহিয়ে গায়রে মাতলু।

হাদিস হচ্ছে কুরআনুল কারিমের ব্যাখ্যা।

কুরআনের বাণী

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

‘তোমরা তা গ্রহণ কর যা রাসূল (সা.) নিয়ে এসেছেন এবং তা থেকে বিরত থাক, যা তিনি নিষেধ করেছেন।’ (সূরা আল হাশর-৫৯ : ৭)

হাদিস মূলত অহি, কুরআনের বাণী

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

‘তিনি (রাসূল) অহি ব্যতীত কোন কথাই বলেন না।’ (সূরা আন নজম-৫৩ : ৩-৪)

কুরআনের বাণী

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا.

‘অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ করাও– যদি তোমরা

আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখো। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।' (সূরা নিসা-৪ : ৫৯)

রাসূল (সা.)-এর বাণী

وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

'আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তা ধরে রাখবে ততদিন বিপথগামী হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব, অপরটি তাঁর নবির সুন্নাত (কর্মপদ্ধতি, কর্মকৌশল)।' (মুয়াত্তা মালেক- বা. হা. : ২/৮৯৯)

সনদের দিক থেকে হাদিস তিন প্রকার

১. **মারফু** (مَرْفُوْعٌ) : যে হাদিসের বর্ণনা সূত্র রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত পোঁছেছে।

২. **মাওকুফ** (مَوْقُوْفٌ) : যে হাদিসের বর্ণনা সূত্র সাহাবি পর্যন্ত পোঁছেছে।

৩. **মাকতু** (مَقْطُوْعٌ) : যে হাদিসের বর্ণনা সূত্র তাবেয়ি পর্যন্ত পোঁছেছে।

মতনের দিক থেকে হাদিস তিন প্রকার

১. **কাওলি** (قَوْلِيٌّ) : রাসূল (সা.)-এর কথা সংবলিত হাদিসকে কাওলি হাদিস বলে। আদেশ, নিষেধ অথবা অন্যান্য যত প্রকার মৌখিক বর্ণনা তাকে 'কাওলি' বলে।

২. **ফেলি** (فِعْلِيٌّ) : রাসূল (সা.)-এর বাস্তব জীবনের কর্মমূলক হাদিসকে ফেলি হাদিস বলে। কাজ-কর্ম, আচার-ব্যবহার, ওঠা-বসা, লেনদেন সম্পর্কীয় কথাগুলোকে ফেলি হাদিস বলে।

৩. **তাকরিরি** (تَقْرِيْرِيٌّ) : সাহাবিগণের যেসব কথা ও কাজের প্রতি রাসূল (সা.) সমর্থন প্রদান করেছেন তাকে তাকরিরি হাদিস বলে।

বর্ণনাকারী তথা রাবিদের সংখ্যা অনুযায়ী হাদিস চার প্রকার

১. **মুতাওয়াতির** (مُتَوَاتِرٌ) : ওই হাদিস, প্রত্যেক যুগে যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বেশি যে, যাদের মিথ্যাচারে মতৈক্য হওয়া স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব।

২. **মাশহুর** (مَشْهُوْرٌ) : যে হাদিসের বর্ণনাকারী কোনো যুগেই বর্ণনাকারীর সংখ্যা তিনের কম ছিল না।

৩. **আজিজ** (عَزِيْزٌ) : যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোনো যুগেই দুই এর কম ছিল না।

৪. **গরিব** (غَرِيْبٌ) : যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোনো কোনো যুগে একজনে পৌঁছেছে।

(শেষোক্ত তিন প্রকার হাদিসকে একসাথে 'খবরে আহাদ' বলে)।

রাবি বাদ পড়ার দিক থেকে হাদিস দুই প্রকার

১. **মুত্তাসিল** (اَلْمُتَّصِلُ) : শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে হাদিসের রাবি সংখ্যা অক্ষুণ্ন রয়েছে, কখনো কোনো রাবি উহ্য থাকে না, এরূপ হাদিসকে মুত্তাসিল হাদিস বলে ।

২. **মুনকাতি** (اَلْمُنْقَطِعُ) : যে হাদিসের বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন না থেকে মাঝখান থেকে উহ্য রয়েছে এরূপ হাদিসকে মুনকাতি হাদিস বলে।

মুনকাতি হাদিস তিন প্রকার

১. **মুয়াল্লাক (مُعَلَّقٌ)** : যে হাদিসের সনদের প্রথম থেকে কোনো বর্ণনাকারী উহ্য হয়ে যায় কিংবা গোটা সনদ উহ্য থাকে।

২. **মু'দাল (مُعْضَلٌ)** : যে হাদিসে ধারাবাহিকভাবে দুই বা তদোর্ধ্ব বর্ণনাকারী উহ্য থাকে।

৩. **মুরসাল (مُرْسَلٌ)** : যে হাদিসের বর্ণনা সূত্রে তাবেয়ি এবং রাসূল (সা.)-এর মাঝখানে সাহাবি রাবির নাম উহ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ সনদের শেষাংশের রাবির নাম বাদ পড়ে যায়।

রাবির গুণ অনুযায়ী হাদিস তিন প্রকার

১. **সহিহ (صَحِيْحٌ)** : যে হাদিস মুত্তাসিল সনদ (অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা সূত্র), রাবি, বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ স্মরণ শক্তিসম্পন্ন এবং হাদিসটি শাজ ও মুয়াল্লাল নয়।

২. **হাসান (حَسَـنٌ)** : স্বচ্ছ স্মরণশক্তি ব্যতীত সহিহ হাদিসের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই যার মধ্যে বিদ্যমান।

৩. **জঈফ (ضَـعِيْفٌ)** : যে হাদিস উপরোক্ত সকল কিংবা কোনো কোনোটার উল্লেখযোগ্য ত্রুটি থাকে তাকে জঈফ হাদিস বলে।

বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা অনুযায়ী রাবি ৪ প্রকার

১. **মুকসিরিন** (مُكْثِرِيْنَ) : যাদের বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ১০০০-এর উপরে।

২. **মুতাওয়াসসিতিন** (مُتَوَسِّطِيْنَ) : যাদের বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৫০০-এর উপরে ১০০০-এর নিচে।

৩. **মুকিল্লিন** (مُقِلِّيْنَ): যাদের বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৪০-এর উপরে ৫০০-এর নিচে।

৪. **আকাল্লিন** (أَقَلِّيْنَ) : যারা ৪০-এর কম হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইলমে হাদিসের কিছু পরিভাষা

সনদ (سَنَدٌ) : হাদিস বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে 'সনদ' বলে।

মতন (مَتَنٌ) : হাদিসের মূল বক্তব্যকে 'মতন' বলে।

সুনান (سُنَنٌ) : যে হাদিসগ্রন্থ ফিকহের তারতিব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

মুসনাদ (مُسْنَدٌ) : যে হাদিসগ্রন্থ সাহাবিদের তারতিব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

সহিহাইন (صَحِيْحَيْنِ) : বুখারি ও মুসলিম হাদিস গ্রন্থদ্বয়কে একত্রে বলা হয় সহিহাইন।

মুত্তাফাকুন আলাইহি (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : একই রাবি কর্তৃক বর্ণিত একই হাদিস বুখারি ও মুসলিম শরিফে যা বর্ণনা করা হয়েছে।

যে হাদিস বুখারি ও মুসলিম শরিফে রয়েছে তাকে বলা হয় মুত্তাফাকুন আলাইহি।

হাফেজ (حَافِظٌ): সনদ ও মতনসহ ১ লক্ষ হাদিস মুখস্থকারী ।

হুজ্জাত (حُجَّةٌ) : সনদ ও মতনসহ তিন লক্ষ হাদিস মুখস্থকারী।

হাকেম(حَاكِمٌ): সনদ ও মতনসহ সমস্ত হাদিস মুখস্থকারী।

রেওয়ায়াত (رِوَايَةٌ) : হাদিস বর্ণনার পদ্ধতিকে 'রেওয়ায়াত' বলে।

দেরায়াত (دِرَايَةٌ) : হাদিস বাছাইয়ের পদ্ধতিকে 'দেরায়াত' বলে।

রিজাল (رِجَالٌ) : হাদিস বর্ণনাকারীর সমষ্টিকে 'রিজাল' বলে ।

জামে (اَلْجَامِعُ) : যে গ্রন্থে হাদিসসমূহকে বিষয়বস্তু অনুসারে সাজানো হয়েছে

এবং তার মধ্যে নিম্নোক্ত আটটি অধ্যায়ও রয়েছে যেমন-

ছিয়ার, তাফসির, আকাঈদ, ফিতান, আদাব, আশরাত, আহকাম, মানাকিব।

সুনানে আরবায়া (اَلسُّنَنُ الْأَرْبَعَةُ) : আবু দাউদ, নাসায়ি, তিরমিজি এবং ইবনে মাজাহ এ চারখানা গ্রন্থকে এক সাথে সুনানে আরবায়া বলা হয়।

সিহাহ সিত্তাহ (اَلصِّحَاحُ السِّتَّةُ) : ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ– বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসায়ি, ইবনে মাজাহ।

হাদিসে কুদসি (اَلْحَدِيْثُ الْقُدْسِيُّ) : যে হাদিসের ভাব আল্লাহর আর ভাষা রাসূল (সা.)-এর তাই হাদিসে কুদসি।

রাবি (اَلرَّاوِيْ) : হাদিসের বর্ণনাকারীকে 'রাবি' বলে।

আছার (اَلْأَثَرُ) : সাহাবায়ে কেরামের কথা ও কাজকে আছার বলে ।

শায়খ (اَلشَّيْخُ) : হাদিসের শিক্ষককে শায়খ বলে।

মুহাদ্দিস (اَلْمُحَدِّثُ) : সনদ মতনসহ হাদিস চর্চা ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি।

রিসালাহ (اَلرِّسَالَةُ) : মাত্র একটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই যে হাদিসগ্রন্থ রচিত হয়েছে তাকে রিসালাহ বলে। ইবনে খোযাইমা রচিত আল্লাহর একত্ববাদ বিষয়ক গ্রন্থ।

ফকিহ (اَلْفَقِيْهُ) : যারা হাদিসের আইনগত দিক পর্যালোচনা করেছেন তাদেরকে 'ফকিহ' বলে।

- পুরুষদের মধ্যে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনা করেন হজরত আবু হুরায়রা (রা.) ৫৩৭৪টি।
- মহিলাদের মধ্যে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনা করেন হজরত আয়েশা (রা.) ২২১০টি।

- সর্বপ্রথম হাদিস সংকলনকারীর নাম : ইবনে শিহাব জুহরি।

বুখারি শরিফের পূর্ণ নাম

اَلْجَامِعُ الْمُسْنَدُ الصَّحِيْحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ اُمُوْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَسُنَنِهِ وَاَيَّامِهِ

হাদিসে কুদসি ও আল কুরআনের মধ্যে পার্থক্য

১. হাদিসে কুদসির ভাব আল্লাহর আর ভাষা রাসূল (সা.)-এর, পক্ষান্তরে আল কুরআনের ভাব, ভাষা দুটিই আল্লাহ তাআলার।

২. আল কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন আল্লাহ, যা তিনি ঘোষণা করেছেন, কিন্তু হাদিসে কুদসির ক্ষেত্রে তা বলা হয়নি।

৩. নামাজে আল কুরআন তেলাওয়াত করা বাধ্যতামূলক, কিন্তু নামাজে হাদিসে কুদসি পড়ার সুযোগ নেই।

৪. আল কুরআন তেলাওয়াতে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকি কিন্তু হাদিসে কুদসির ব্যাপারে এমন কোনো ঘোষণা নেই।

হাদিসে কুদসি ও হাদিসে নববির মধ্যে পার্থক্য

১. যে হাদিসের ভাব আল্লাহর, ভাষা রাসূল (সা.)-এর তাকে বলা হয় হাদিসে কুদসি। আর যে হাদিসের ভাব ও ভাষা দুটোই রাসূল (সা.)-এর তাকে বলা হয় হাদিসে নববি।

২. যে হাদিসে আল্লাহ বলেছেন/আল্লাহ নির্দেশ করেছেন ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে তাকে বলা হয় হাদিসে কুদসি।

৩. পক্ষান্তরে রাসূল (সা.)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিই হাদিসে নববি।

আশারায়ে মুবাশশারাহ : একসাথে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবি

১. হজরত আবু বকর ইবনু আবি কুহাফা (রা.)

২. হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)

৩. হজরত উসমান ইবনু আফফান (রা.)

৪. হজরত আলি ইবনু আবি তালিব (রা.)

৫. হজরত তালহা বিন ওবায়দিল্লাহ (রা.)
৬. হজরত জুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.)
৭. হজরত আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রা.)
৮. হজরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.)
৯. হজরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)
১০. হজরত সাঈদ ইবনু জায়িদ (রা.)

অধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবিগণ

১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) : ৫৩৭৪টি
২. হজরত আয়েশা (রা.) : ২২১০টি
৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) : ১৬৬০টি
৪. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) : ১৬৩০টি
৫. হজরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রা.) : ১৫৪০টি
৬. হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) : ১২৮৬টি
৭. হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) : ১১৭০টি

উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ

১. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (রহ.)
২. শাহ আবদুল আজিজ দেহলভি (রহ.)
৩. হোসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.)
৪. মুফতি আমিমুল ইহসান (রহ.)
৫. আল্লামা আজিজুল হক (রহ.)

বিষয়ভিত্তিক
আয়াত ও হাদিস

১. তাওহিদ : اَلتَّوْحِيْدُ

اَلتَّوْحِيْدُ অর্থ একত্ববাদ। জীবনের সবকিছু আল্লাহর নামে উৎসর্গ করাই তাওহিদের মূলমন্ত্র।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۟ؕ

'আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৮)

قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى اِلَيَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

'(হে নবি!) আপনি বলুন, আমি তো তোমাদের মতোই মানুষ। তবে আমার প্রতি এই মর্মে অহি করা হয় যে, নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক একক সত্তা।' (সূরা কাহাফ-১৮ : ১১০)

আল কুরআন

وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۟

১. 'তোমাদের ইলাহ একই ইলাহ। ওই রহমান ও রাহিম ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।' (সূরা বাকারা-২ : ১৬৩)

وَ هُوَ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُوْلٰى وَ الْاٰخِرَةِ ۫ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۟

২. 'তিনিই এক আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। দুনিয়া ও আখিরাতের সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। শাসন কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।' (সূরা কাসাস-২৮ : ৭০)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۟ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۟ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ۬ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۟ۙ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۟

৩. '(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন। তিনিই আল্লাহ, (যিনি) একক (অদ্বিতীয়) আল্লাহ সবার কাছ থেকে অভাবমুক্ত (আর আল্লাহর কাছে সবাই অভাবী)। তাঁর কোনো সন্তান নেই, তিনিও কারও সন্তান নন। কেউই তাঁর সাথে তুলনার যোগ্য নয়।' (সূরা ইখলাস)

لَوۡ کَانَ فِیۡهِمَاۤ اٰلِهَۃٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبۡحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الۡعَرۡشِ عَمَّا یَصِفُوۡنَ ○

৪. 'যদি আসমান ও যমিনে আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত, সুতরাং তারা যা বলে, আরশের রব আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।' (সূরা আম্বিয়া-২১ : ২২)

وَ هُوَ الَّذِیۡ فِی السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّ فِی الۡاَرۡضِ اِلٰهٌ ؕ وَ هُوَ الۡحَکِیۡمُ الۡعَلِیۡمُ ○

৫. 'আর তিনিই আসমানে ইলাহ এবং তিনিই যমিনে ইলাহ; আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।' (সূরা জুখরুফ-৪৩ : ৮৪)

هُوَ الۡحَیُّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادۡعُوۡهُ مُخۡلِصِیۡنَ لَهُ الدِّیۡنَ ؕ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ○

৬. 'তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা দ্বীনকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করে তাঁকে ডাকো। সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি সৃষ্টিকুলের রব।' (সূরা মুমিন-৪০ : ৬৫)

قُلۡ مَنۡ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلۡ اَفَاتَّخَذۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖۤ اَوۡلِیَآءَ لَا یَمۡلِکُوۡنَ لِاَنۡفُسِهِمۡ نَفۡعًا وَّ لَا ضَرًّا ؕ قُلۡ هَلۡ یَسۡتَوِی الۡاَعۡمٰی وَ الۡبَصِیۡرُ ۬ۙ اَمۡ هَلۡ تَسۡتَوِی الظُّلُمٰتُ وَ النُّوۡرُ ۬ۚ اَمۡ جَعَلُوۡا لِلّٰهِ شُرَکَآءَ خَلَقُوۡا کَخَلۡقِهٖ فَتَشَابَهَ الۡخَلۡقُ عَلَیۡهِمۡ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ کُلِّ شَیۡءٍ وَّ هُوَ الۡوَاحِدُ الۡقَهَّارُ ○

৭. 'বলো, 'আসমানসমূহ ও জমিনের রব কে'? বলো, 'আল্লাহ'। তুমি বলো, 'তোমরা কি তাঁকে ছাড়া এমন কিছুকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছ, যারা তাদের নিজদের কোনো উপকার অথবা অপকারের মালিক না? বলো, অন্ধ ও দৃষ্টিমান ব্যক্তি কি সমান হতে পারে? নাকি অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে? নাকি তারা আল্লাহর জন্য এমন কতগুলো শরিক নির্ধারণ করেছে, যেগুলো তার সৃষ্টির তুল্য কিছু সৃষ্টি করেছে, ফলে তাদের নিকট সৃষ্টির

বিষয়টি একরকম মনে হয়েছে? বলো, আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক, পরাক্রমশালী।' (সূরা রা'দ-১৩ : ১৬)

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ۬ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ○

৮. 'আল্লাহ ওই চিরজীবী ও চিরস্থায়ী সত্তা, তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তিনি ঘুমান না, এমনকি তাঁর ঘুমের ভাবও হয় না। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর দরবারে সুপারিশ করতে পারে? যা কিছু বান্দাদের সামনে আছে তাও তিনি জানেন, আর যা তাদের অগোচরে আছে তাও তিনি জানেন। যা কিছু তাঁর জ্ঞানের মধ্যে আছে তা থেকে কিছুই তাদের আয়ত্তে আসতে পারে না। অবশ্য কোনো বিষয়ের জ্ঞান যদি তিনি নিজেই কাউকে দিতে চান তাহলে আলাদা কথা। তাঁর শাসন আসমান ও জমিন জুড়ে আছে এবং এসবের দেখাশোনার কাজ তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না। তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠতম।' (সূরা বাকারা-২ : ২৫৫)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ○ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ○ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ○

৯. 'তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি জানেন। তিনিই রাহমান ও রাহিম। তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তিনিই বাদশাহ, অতি পবিত্র, স্বয়ং শান্তি, নিরাপত্তাদাতা, রক্ষক, সবার ওপর বিজয়ী, নিজ হুকুম জারি করায় শক্তিমান এবং অহঙ্কারের অধিকারী। মানুষ তাঁর সাথে যে শিরক করছে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টির পর পরিকল্পনাকারী, তা

বাস্তবায়নকারী ও সে অনুযায়ী রূপদাতা। সব ভালো নাম তাঁরই। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর তাসবিহ করছে। তিনি মহাশক্তিশালী ও সুকৌশলী।' (সূরা হাশর-৫৯ : ২২-২৪)

تَبٰرَكَ الَّذِیْ بِیَدِهِ الْمُلْكُ ٝ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرُ ۙ۝ الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ ۙ۝

১০. 'বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।' (সূরা মুলক-৬৭ : ১-২)

وَ عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَ یَعْلَمُ مَا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ؕ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا یَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فِیْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَ لَا رَطْبٍ وَّ لَا یَابِسٍ اِلَّا فِیْ كِتٰبٍ مُّبِیْنٍ ۝

১১. 'আর তাঁর কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না এবং তিনি অবগত রয়েছেন স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে। আর কোনো পাতা ঝরে না, কিন্তু তিনি তা জানেন এবং জমিনের অন্ধকারে কোনো দানা পড়ে না, না কোন ভেজা এবং না কোনো শুষ্ক কিছু; কিন্তু রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।' (সূরা আনআম-৬ : ৫৯)

وَ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَ یَوْمَ یَقُوْلُ كُنْ فَیَكُوْنُ ؕ قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَ لَهُ الْمُلْكُ یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ ؕ وَ هُوَ الْحَكِیْمُ الْخَبِیْرُ ۝

১২. 'আর তিনিই, আসমানসমূহ ও জমিন যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। আর যেদিন তিনি বলবেন, 'হও' তখন হয়ে যাবে। তাঁর কথাই যথার্থ। আর তাঁর জন্যই রয়েছে সেদিনের রাজত্ব, যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। তিনি গায়েব ও উপস্থিত বিষয়ে পরিজ্ঞাত এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, অধিক অবহিত।' (সূরা আনআম-৬ : ৭৩)

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوٰى ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ ۝

১৩. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী। তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বেরকারী। তিনিই আল্লাহ, সুতরাং (সৎপথ থেকে) কোথায় তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে?' (সূরা আনআম-৬ : ৯৫)

আল হাদিস

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذَ هُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ اِسْتَيْقَظَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ عَلٰى رَغْمِ أَنْفِ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ فَخَرَجَ أَبُوْ ذَرٍّ وَهُوَ يَقُوْلُ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِيْ ذَرٍّ (الْبُخَارِي : بَابُ الثِّيَابِ الْبِيْضِ)

১. হজরত আবু জর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি একদিন নবি (সা.)-এর নিকট আসলাম তখন তিনি ঘুমন্ত ছিলেন এবং তাঁর ওপর সাদা কাপড় ছিল, অতঃপর আমি আবার তাঁর কাছে আসলাম তখনও তিনি ঘুমন্ত ছিলেন। অতঃপর আবার আসলাম এতক্ষণে তিনি জাগ্রত হয়েছেন, অতঃপর আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। অতঃপর তিনি বলেছেন, যে বান্দাই বলবে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই আর এটার ওপরই মৃত্যুবরণ করবে তাহলে নিশ্চিত সে জান্নাতে যাবে। আমি বললাম, যদি সে জিনা করে, চুরি করে, রাসূল (সা.) বলেছেন, হ্যাঁ যদিও সে জিনা করে চুরি করে এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। অতঃপর রাসূল (সা.) চতুর্থবার বলেছেন, আবু জরের নাক ধুলায় মলিন হোক। অতঃপর আবু জর (রা.) এ কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন যদি আবু জরের নাক ধুলায় মলিন হয়ে যায়।' (বুখারি, বাবুস সিয়াবিল বিদি : ইফা-৫৪১০; মুসলিম : ইফা-১৭৫)

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قُلْ لِيْ فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ فَاسْتَقِمْ (مُسْلِمٌ : بَابُ جَامِعِ أَوْصَافِ الْإِسْلَامِ)

২. হজরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাকাফি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু বলুন যে, আমি আপনার পরে আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করব না। রাসূল (সা.) বলেছেন, তুমি বলো আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণ করেছি অতঃপর এটার ওপর অবিচল থাকো।' (মুসলিম : বাবু জামে' আওসাফিল ইসলামি : ইফা-৬৬)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (مُسْلِمٌ : بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى مَنْ مَّاتَ عَلَى التَّوْحِيْدِ)

৩. উসমান ইবনে আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।' (মুসলিম : বাবুদ দালিলি আলা মান মাতা আলাত তাওহিদি : ইফা-৪৩)

২. রিসালাত : اَلرِّسَالَةُ

اَلرِّسَالَةُ অর্থ বার্তা পৌঁছানো। রিসালাতের মূল কথা হলো নবি-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহর বিধিবিধানকে মানবজাতির কাছে পৌঁছে দেওয়া।

আল কুরআন

وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِیْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَ مِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِیْنَ ۝

১. 'আমি প্রত্যেক উম্মতের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাঁর মাধ্যমে সাবধান করে দিয়েছি যে, আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তাগুতের দাসত্ব থেকে দূরে থাকো। এরপর তাদের মধ্যে কাউকে আল্লাহ হেদায়াত দিয়েছেন এবং কারও ওপর গোমরাহি চেপে বসেছে। কাজেই পৃথিবীতে একটু চলে ফিরে দেখে নাও, মিথ্যা আরোপকারীদের কী পরিণাম হয়েছে।' (সূরা নাহল-১৬ : ৩৬)

هُوَ الَّذِیْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّیْنِ كُلِّهٖ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِیْدًا ۝ؕ

২. 'তিনিই ওই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, যাতে (রাসূল) ওই দ্বীনকে অন্য দ্বীনের ওপর বিজয়ী করেন। আর এ বিষয়ে আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।' (সূরা ফাতহ-৪৮ : ২৮)

وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَاۡىِٕنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَ مَنْ یَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَّضُرَّ اللّٰهَ شَیْــًٔا ؕ وَ سَیَجْزِی اللّٰهُ الشّٰكِرِیْنَ ۝

৩. 'আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার পূর্বে নিশ্চয়ই অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি সে মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৪৪)

وَ مَآ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا کَآفَّۃً لِّلنَّاسِ بَشِیۡرًا وَّ نَذِیۡرًا وَّ لٰکِنَّ اَکۡثَرَ النَّاسِ لَا یَعۡلَمُوۡنَ○

৪. '(হে নবি!) আমি আপনাকে গোটা মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি। কিন্তু বেশিরভাগ লোকই তা জানে না।' (সূরা সাবা-৩৪ : ২৮)

یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِیۡرًا○ وَّ دَاعِیًا اِلَی اللّٰهِ بِاِذۡنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِیۡرًا○

৫. 'হে নবি, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও আলোকদীপ্ত প্রদীপ হিসেবে।' (সূরা আহজাব-৩৩ : ৪৫-৪৬)

فَلَا وَ رَبِّکَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ حَتّٰی یُحَکِّمُوۡکَ فِیۡمَا شَجَرَ بَیۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا یَجِدُوۡا فِیۡۤ اَنۡفُسِهِمۡ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیۡتَ وَ یُسَلِّمُوۡا تَسۡلِیۡمًا○

৬. 'না, হে রাসূল! আপনার রবের কসম, এরা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না; যে পর্যন্ত এরা নিজেদের মতবিরোধের বিষয়ে আপনাকে বিচারক হিসেবে মেনে না নেয়, তারপর যে ফয়সালাই আপনি দিন তা মেনে নিতে তাদের মন খুঁত খুঁত না করে এবং তা মনে-প্রাণে গ্রহণ না করে।' (সূরা নিসা-৪ : ৬৫)

لَقَدۡ مَنَّ اللّٰهُ عَلَی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اِذۡ بَعَثَ فِیۡهِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡ اَنۡفُسِهِمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتِهٖ وَ یُزَکِّیۡهِمۡ وَ یُعَلِّمُهُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡحِکۡمَۃَ ۚ وَ اِنۡ کَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ○

৭. 'অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর

আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদের পরিশুদ্ধ করে আর তাদের কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৬৪)

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ○

৮. 'দেখ! তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের মধ্য থেকেই একজন। যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর তাতে তিনি কষ্ট পান। তিনি তোমাদের হিতকাঙ্ক্ষী। ঈমানদারদের জন্য তিনি বড়োই স্নেহশীল ও রহমদিল।' (সূরা তাওবা-৯ : ১২৮)

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا ِالَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ○

৯. 'বলো, হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল, যার রয়েছে আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো ও তাঁর প্রেরিত উম্মি নবির প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ করো, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে।' (সূরা আ'রাফ-৭ : ১৫৮)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا○

১০. 'আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে সুন্দর আদর্শ রয়েছে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও শেষদিনের আশা করে এবং বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করে।' (সূরা আহজাব-৩৩ : ২১)

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ؕ وَ كَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

১১. ‘আর (পাঠিয়েছি) রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে আল্লাহর বিপক্ষে রাসূলদের পর মানুষের জন্য কোনো অজুহাত না থাকে। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ (সূরা নিসা-৪ : ১৬৫)

رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

১২. ‘হে আমাদের রব, তাদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যে তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে আর তাদেরকে পবিত্র করবে। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ (সূরা বাকারা-২ : ১২৯)

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَ اللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

১৩. ‘হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাজিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও আর যদি তুমি না কর তবে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছালে না। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।’ (সূরা মায়েদা-৫ : ৬৭)

আল হাদিস

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَ خَطَبَ اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتّٰى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُوْلُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَيَقُوْلُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا أُوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ

وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ (مسلم : بَابُ تَخْفِيْفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ)

১. হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) যখন ভাষণ দিতেন তখন তাঁর দুচোখ লাল হয়ে যেত এবং তার আওয়াজ উচ্চ হতো এবং তাঁর রাগ বৃদ্ধি পেতো মনে হয় যেন তিনি কোনো সৈন্য বাহিনীকে সতর্ক করছেন। তিনি বলতেন, তারা তোমাদের সকালেও আক্রমণ করবে এবং বিকালেও আক্রমণ করবে। আমি এবং কিয়ামত এই দুই আঙুলের মতো প্রেরিত হয়েছি এবং তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল একত্র করে দেখালেন। আর বলেছেন, অতঃপর নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব। আর সর্বোত্তম পথপ্রদর্শন হলো মুহাম্মদ (সা.)-এর পথ প্রদর্শন। আর কাজসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো প্রত্যেক নবসৃষ্ট তথা বিদয়াত। আর প্রত্যেক বিদয়াত গোমরাহি। অতঃপর বললেন, আমি প্রতেকটি মুমিনের জন্য তার নিজের চেয়েও বেশি কল্যাণকামী, দয়ার্দ্র। যে ব্যক্তি (মৃত্যুবরণের সময়) কোনো সম্পদ রেখে যায়, তা তার পরিবার পরিজনের জন্য। আর যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ঋণ বা অবুঝ শিশু রেখে যায়, অতঃপর তার দায় দায়িত্ব আমারই উপরে।' (মুসলিম : বাবু তাখফিফিস সলাতি ওয়াল খুতবাতি : ১৪৩৫, ইফা-১৮৭৮)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِيْ أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (مسلم : بَابُ وَجُوْبِ الْإِيْمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى جَمِيْعِ النَّاسِ وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ)

২. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'রাসূল (সা.) বলেছেন, মুহাম্মদের প্রাণ যে সত্তার হাতে, তাঁর কসম দিয়ে বলছি উম্মতের ইয়াহুদি কিংবা নাসারা যেই হোক না কেন, আমার ব্যাপারে শুনবে অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করবে অথচ আমি যে বিষয় নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার ওপর ঈমান আনবে না তাহলে নিশ্চিত সে জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (মুসলিম : বাবু উজুবিল ঈমানি বিরিসালাতি নাবিয়্যিনা মুহাম্মদ (সা.) জামিয়িন নাসি ওয়া নাসখিল মিলালি বিমিল্লাতিহি : ২১৮, ইফা-২৮৩)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِه (اَلْأَرْبَعُوْنَ لِلنَّوَوِيِّ)

৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেহই ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি আমার আনীত দ্বীনের অনুগত না হবে।' (ইমাম নববির চল্লিশ হাদিস : বা.হা.-৪১)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ وَلَوْ بَدَا لَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِيْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِيْ لَاتَّبَعَنِيْ (سُنَنُ الدَّارِمِي : بَابُ مَا يُتَّقٰى مِنْ تَفْسِيْرِ حَدِيْثِ النَّبِيِّ، صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِي)

৪. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি কারিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, সে মহান সত্তার শপথ যার মুঠিতে মুহাম্মদে প্রাণ রয়েছে, মুসা (আ.)ও যদি তোমাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তোমরা তার অনুসরণ করো আর আমাকে পরিত্যাগ করো তবে তোমরা নিশ্চিতরূপে সঠিক ও সত্য পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বাস্তবিক মুসা (আ.) যদি এখন জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুওয়াতের সময় পেতেন, তবে তিনিও আমার অনুসরণ করতেন।' (সুনানু দারেমি, বাবু মা ইয়ুত্তাক্বা মিন তাফসিরে হাদিসিন নাবিয়্যি (সা.) : ৪৪৩)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ (البخاري)

৫. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) বলেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হই।' (বুখারি, ইফা-১৪)

৩. আখিরাত: اَلْاٰخِرَةُ

اَلْاٰخِرَةُ অর্থ পরিণাম, পরকাল, শেষফল বা শেষ পরিণতি। মৃত্যুর পর মুহূর্ত থেকে যে অনন্ত জীবন শুরু হয়, যার শুরু আছে শেষ নেই তাকেই আখিরাত বলে।

আল কুরআন

وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ ؕ وَ لَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۝

১. 'আর দুনিয়ার জীবন খেলাধুলা ও তামাশা ছাড়া কিছু না। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখিরাতের আবাস উত্তম। অতএব তোমরা কি বুঝবে না?' (সূরা আনআম-৬ : ৩২)

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ۝ؕ

২. 'আসলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের আমলকে আমি তাদের চোখে সুন্দর বানিয়ে দিয়েছি। তাই তারা দিশেহারা হয়ে ফিরছে।' (সূরা নামল-২৭ : ৪)

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ۝ؕ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ۝

৩. 'অতঃপর যে বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে।' (সূরা জিলজাল-৯৯ : ৭-৮)

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤى اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَاۤ اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ۝

৪. 'আজ আমি তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছি। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দিবে যে, তারা দুনিয়াতে কী কামাই করে এসেছে।' (সূরা ইয়াসিন-৩৬ : ৬৫)

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ○

৫. ‘এই হচ্ছে আখিরাতের নিবাস, যা আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা জমিনে ঔদ্ধত্য দেখাতে চায় না এবং ফাসাদও চায় না। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য।’ (সূরা কাসাস-২৮ : ৮৩)

وَ اتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

৬. ‘আর তোমরা সে দিনকে ভয় করো, যেদিন কেউ কারও কোন কাজে আসবে না। আর কারও পক্ষ থেকে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না এবং কারও কাছ থেকে কোনো বিনিময় নেয়া হবে না। আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।’ (সূরা বাকারা-২ : ৪৮)

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ○

৭. ‘এটা সেই দিন, যেদিন কেউ কারও জন্য কিছু করতে পারবে না এবং সেদিন ফয়সালার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে থাকবে।’ (সূরা ইনফিতার-৮২ : ১৯)

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ○

৮. ‘তারপর সেদিন অবশ্যই তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।’ (সূরা তাকাসুর-১০২ : ৮)

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ○ وَ اُمِّهٖ وَ اَبِيْهِ ○ وَ صَاحِبَتِهٖ وَ بَنِيْهِ ○ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ○

৯. ‘সেদিন মানুষ তার ভাই, মা, বাপ ও বিবি-বাচ্চাদের থেকে পালাতে থাকবে। সেদিন প্রত্যেককে একটি চিন্তা ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।’ (সূরা আবাসা-৮০ : ৩৪-৩৭)

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۝

১০. 'বলো যে মৃত্যু হতে তোমরা পলায়ন করছ তা অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। তারপর তোমাদের অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে। তারপর তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করতে।' (সূরা জুমুআ-৬২ : ৮)

আল হাদিস

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّنْظُرَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (التِرْمِذِيُ : بَابُ وَمِنْ سُوْرَةِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ)

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন 'রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি স্বচক্ষে কিয়ামতের দৃশ্য দেখার আনন্দ উপভোগ করতে চায়, তাহলে তার সূরা তাকভির, সূরা ইনফিতার, সূরা ইনশিকাক পড়া উচিত।' (তিরমিজি : বাবু ওয়া মিন সূরাতি ইযাশ শামছু কুব্বিরাত, ৩২৫৬, ইফা-৩৩৩৩)

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاللهِ مَا الدُّنيَا فِي الْاٰخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هٰذِهِ وَأَشَارَ يَحْىٰ بِالسَّبَّابَةِ فِيْ الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ (مسلم : بَابُ فَنَاءِ الدُّنْيَا وَبَيَانِ الْحَشْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

২. হজরত মুস্তাওরিদ বিন শাদ্দাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন 'হজরত নবি কারিম (সা.) বলেছেন, পরকালের তুলনায় দুনিয়া শুধু ততটুকু যে, তোমাদের কেহ যদি তার অঙ্গুলি (হাদিসের এক বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া অনামিকা অঙ্গুলি ইশারা করলেন অর্থাৎ কেহ যদি তার অনামিকা অঙ্গুলি) সমুদ্রে ডুবিয়ে বের করে আনে, অতঃপর সে দেখবে যে, সেই অঙ্গুলি কতটুকু

পানি নিয়ে ফিরছে। (মুসলিম : বাবু ফানাইদ দুনিয়া ওয়াবায়ানিল হাশরি ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি, ৫১০১, ইফা-৬৯৩৩)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلنِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ اَلْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ (الْبُخَارِي: بَابُ كَيْفَ الْحَشْرُ، مُسْلِم: بَابُ فَنَاءِ الدُّنْيَا وَبَيَانِ الْحَشْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

৩. হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি 'রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন মানুষকে নগ্নপায়ে, উলঙ্গ, খাতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) নারী-পুরুষ এক সাথে? পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাবে। রাসূল (সা.) বলেছেন, হে আয়েশা! সেদিনকার অবস্থা এত ভয়াবহ যে একজন অন্যের দিকে তাকানোর ফুরসত পাবে না।' (বুখারি : বাবু কাইফাল হাশর, ইফা-৬০৮৩, মুসলিম : বাবু ফানাইদ দুনিয়া ওয়া বায়ানিল হাশরি ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি, ইফা-৬৯৩৪)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَزُوْلُ قَدَمُ ابْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّه حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِه فِيْمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ وَمَالِه مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَه وَفِيْمَ أَنْفَقَه وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ (اَلتِّرْمِذِيّ: بَابُ مَاجَاءَ فِيْ شَأْنِ الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ، حَسَّنَهُ الْأَلْبَانِي)

৪. হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) 'নবি (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন কোনো আদম সন্তানের পা এক কদমও নড়তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা না হবে।'

(ক) নিজের জীবনকাল সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে? (খ) যৌবনের শক্তি সামর্থ্য কোথায় ব্যয় করেছে? (গ) ধন-সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে? (ঘ) কোথায় তা ব্যয় করেছে? (ঙ) এবং সে (দ্বীনের) যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে?'

(তিরমিজি : বাবু মাজা'আ ফি শানিল হিসাবি ওয়াল কিসাসি, ২৩৪০, ইফা-২৪১৯)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيْهَا عَلَمٌ لِأَحَدٍ (البخاري: بَابُ يَقْبِضُ اللهُ الْاَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مُسْلِم: بَابٌ فِيْ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ وَصِفَةِ الْاَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

৫. হজরত সাহাল বিন সায়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত 'রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানবজাতিকে স্বচ্ছ আটার রুটির ন্যায় লালিমাযুক্ত শ্বেতবর্ণ জমিনে একত্রিত করা হবে, যেখানে কারও কোনো ঘর বাড়ির চিহ্ন থাকবে না।' (বুখারি : বাবু ইয়াকবিদুল্লাহুল আরদা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি, ৬০৪০, ইফা-৬০৭৭, মুসলিম : বাবুন ফিল বা'সি ওয়ান নুশুরি ওয়া সিফাতিল আরদি ইয়াওমালা কিয়ামতি : ৪৯৯৮, ইফা-৭০৯৮)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَال رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَئُوْا إِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ (البُخَارِيّ: بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ الْجَنَّةِ، مُسْلِم: بَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيْمِهَا وَأَهْلِهَا)

৬. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি আমার সালেহ বান্দাহদের জন্য এমন সব নিয়ামত তৈরি করে রেখেছি, যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, কোনো কান কখনো শোনেনি এবং কোনো মানুষের অন্তর কখনো কল্পনাও করতে পারেনি, যদি তোমরা ইচ্ছা করো, নিম্নের আয়াতটি পড়তে পারো। 'কোনো মানুষই জানে না আমি তাদের জন্য কী সব চক্ষু শীতলকারী পরম নিয়ামত গুপ্ত রেখেছি।' (বুখারি : বাবু মা জা আ ফি সিফাতিল জান্নাতি : ৩০০৫, ইফা-৩০১৭, মুসলিম : বাবুল জান্নাতি ওয়া সিফাতি নায়িমিহা ওয়া আহলিহা : ৪৯৯৮, ইফা-৬৮৭১)

৪. ঈমান : اَلْإِيْمَانُ

اَلْإِيْمَانُ অর্থ বিশ্বাস করা, আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেওয়া, অবনত হওয়া। নবি কারিম (সা.) যা কিছু নিয়ে এসেছেন সবকিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলে।

আল কুরআন

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ٝ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ○

১. ‘রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের ওপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।’ (সূরা বাকারা-২ : ২৮৫)

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ۟ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۟ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ○

২. ‘দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হওয়ার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’ (সূরা বাকারা-২ : ২৫৬)

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ لُؤْلُؤًا ؕ وَ لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ○

৩. 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের দাখিল করবেন এমন জান্নাতে, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তাদের সোনার কাঁকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং যেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।' (সূরা হজ-২২ : ২৩)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ النَّصٰرٰى وَ الصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৪. 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহুদি হয়েছে এবং নাসারা ও সাবিইরা– (তাদের মধ্যে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের প্রতি এবং নেক কাজ করেছে– তবে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান । আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।' (সূরা বাকারা-২ : ৬২)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ○

৫. 'মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ।' (সূরা হুজুরাত-৪৯ : ১৫)

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَاۤ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۪ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۫ وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

৬. 'বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা নাজিল করা হয়েছে আমাদের ওপর, আর যা নাজিল হয়েছে ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের সন্তানদের ওপর। আর যা দেওয়া হয়েছে মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবিকে তাদের রবের পক্ষ থেকে, আমরা তাদের কারও মধ্যে পার্থক্য করি না এবং আমরা তারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ৮৪)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ۠

৭. ‘যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে জুলুমের সাথে সংমিশ্রণ করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।’ (সূরা আনআম-৬ : ৮২)

وَلَوْ أَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ۝

৮. ‘আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও জমিন থেকে বরকতসমূহ তাদের ওপর খুলে দিতাম; কিন্তু তারা অস্বীকার করল। অতঃপর তারা যা অর্জন করত তার কারণে আমি তাদের পাকড়াও করলাম।’ (সূরা আরাফ-৭ : ৯৬)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا۠

৯. ‘যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর যারা কুফরি করেছে তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। তাই শয়তানের সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও। জেনে রাখো, শয়তানের চাল আসলে বড়োই দুর্বল।’ (সূরা নিসা-৪ : ৭৬)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ۝

১০. ‘হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু।’ (সূরা বাকারা-২ : ২০৮)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۝ۙ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا۝

১১. 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের মেহমানদারির জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। তারা সেখান থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হতে চাইবে না।' (সূরা কাহাফ-১৮ : ১০৭-১০৮)

اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ۙ یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ ؕ وَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْۤا اَوْلِیٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ یُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَی الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِکَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ○

১২. 'যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের বন্ধু, তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরি করে, তাদের অভিভাবক হলো তাগুত। তারা তাদের আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।' (সূরা বাকারা-২ : ২৫৭)

مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِیْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ یُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ یَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ○

১৩. 'আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই আপতিত হয় না। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ, তার অন্তরকে সৎপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ।' (সূরা তাগাবুন-৬৪ : ১১)

আল হাদিস

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا (مُسْلِم : بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا)

১. হজরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, 'যে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সা.)-কে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্টি লাভ

করেছে সেই ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে।' (মুসলিম : বাবুদ দালিলি আলা আন্না মান রাদিয়া বিল্লাহি রাব্বা, ইফা-৫৮)

عَنْ مَعْقَلْ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ الْإِيْمَانِ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ (اَلْاَلْبَانِي : اَلسِّلْسِلَةُ الصَّحِيْحَةُ)

২. হজরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি কারিম (সা.) বলেছেন, 'ধৈর্য, দানশীলতা ও উদারতাই হচ্ছে ঈমানের মর্যাদাপূর্ণ দিক।' (আলবানি : ছিলছিলা সহিহা-১৪৯৫)

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (بُخَارِي : بَابُ مِنَ الْإِيْمَانِ أَنْ يُّحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، مسلم : بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الْإِيْمَانِ)

৩. হজরত আনাস (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবি কারিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের মধ্য হতে কেহই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।' (বুখারি : বাবু মিনাল ঈমানি আন ইউহিব্বা লি আখিহি মা ইউহিব্বু লিনাফসিহি : ইফা-১২, মুসলিম : বাবুদ দালিলি আলা আন্না মিন খিছালিল ঈমান : ইফা-৭৬)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ (اَلْأَرْبَعُوْنَ لِلنَّوَوِيِّ)

৪. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কেহই ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি আমার আনীত দ্বীনের অনুগত না হবে।' (ইমাম নববির চল্লিশ হাদিস : বা.হা.-৪১)

عَنْ أَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا الْإِيْمَانُ قَالَ إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ إِذَا حَاكَ فِيْ صَدْرِكَ شَيْئٌ فَدَعْهُ (اَلْاَلْبَانِيْ : اَلسِّلْسِلَةُ الصَّحِيْحَةُ)

৫. হজরত আবু উমাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? তিনি বললেন, যখন তোমার ভালো কাজ তোমাকে আনন্দিত করবে এবং খারাপ কাজ তোমাকে কষ্ট দেবে তথা অনুতপ্ত করবে তখন তুমি বুঝবে তুমি ঈমানদার ব্যক্তি। ওই ব্যক্তি বলল, অতঃপর গুনাহ কী? রাসূল (সা.) বললেন, যখন তোমার হৃদয়ে কোনো বিষয় সংশয় সৃষ্টি করে, তখন তা তুমি ছেড়ে দাও।' (আলবানি : ছিলছিলা সহিহা-৫৫০)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ عَلٰى أُخَيِّهِ يَجُوْلُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلٰى أُخِيَّتِهِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُوْ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيْمَانِ، فَأَطْعِمُوْا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَاءَ، وَوَلُّوْا مَعْرُوْفَكُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ (صَحِيْحُ ابْنِ حِبَّانٍ : بَابُ التَّوْبَةِ)

৬. হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'ঈমানদার ব্যক্তি ও ঈমানের দৃষ্টান্ত হচ্ছে খুঁটির সাথে (রশি দিয়ে বাঁধা) ঘোড়া, যা চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত খুঁটির দিকেই ফিরে আসে। অনুরূপভাবে ঈমানদার ব্যক্তিরাও ভুল করে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ঈমানের দিকেই ফিরে আসে। অতএব তোমরা মুত্তাকি লোকদের তোমাদের খাদ্য খাওয়াও এবং ঈমানদার লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করো।' (সহিহ ইবনে হিব্বান : বাবুত তাওবাহ-৬১৮)

৫. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : اَلْهَدَفُ وَالْغَايَةُ

আল কুরআন

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّ مَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১. ‘আমি তো একমুখী হয়ে তাঁর দিকেই আমার মুখ ফিরালাম, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই।’ (সূরা আনআম-৬ : ৭৯)

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَ نُسُكِىْ وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

২. ‘(হে রাসূল!) বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার সবরকম ইবাদত, আমার হায়াত, আমার মওত সবকিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য।’ (সূরা আনআম-৬ : ১৬২)

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ○

৩. ‘অপরদিকে মানুষের মধ্যে কেউ এমনও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিক্রি করে দেয় এবং এমন বান্দাদের ওপর আল্লাহ বড়োই মেহেরবান।’ (সূরা বাকারা-২ : ২০৭)

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ ۫ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ؕ وَ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

৪. '(আসল ব্যাপার হলো) আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল বেহেশতের বদলে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, (দুশমনকে) মারে এবং (নিজেরাও) নিহত হয়। তাদের (বেহেশত দেওয়ার ওয়াদা) আল্লাহর দায়িত্বে একটি মজবুত ওয়াদা, যা তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে (করা হয়েছে)। ওয়াদা পালনে আল্লাহর চেয়ে বেশি যোগ্য আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে যে বেচা-কেনার কারবার করেছ, সে বিষয়ে খুশি হয়ে যাও। এটাই সবচেয়ে বড়ো সফলতা।' (সূরা তাওবাহ-৯ : ১১১)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ○

৫. 'আমি জিন ও মানবজাতিকে আমার ইবাদত করা ছাড়া আর কারও গোলামির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।' (সূরা জারিয়াত-৫১ : ৫৬)

وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ○ؕ

৬. 'আর তাদের কেবল এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং জাকাত দেয়; আর এটিই হলো সঠিক দ্বীন।' (সূরা বায়্যিনাহ-৯৮ : ৫)

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ○ؕ

৭. 'নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে যথাযথভাবে এই কিতাব নাজিল করেছি; অতএব আল্লাহর ইবাদাত কর তাঁরই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।' (সূরা জুমার-৩৯ : ২)

اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى○ۚ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى○ۙ

৮. 'কেবল তার মহান রবের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়। আর অচিরেই সে সন্তোষ লাভ করবে।' (সূরা লাইল-৯২ : ২০-২১)

আল হাদিস

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَأَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ (أَبُوْ دَاوِدَ: بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى زِيَادَةِ الْإِيْمَانِ وَنُقْصَانِهِ)

১. হজরত আবু উমামা (রা.) রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে (কাউকে) ভালোবাসল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, শত্রুতা পোষণ করল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, কিছু দান করল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আর দান থেকে বিরত থাকল তাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, সেই ঈমানের পূর্ণতা লাভ করল।' (আবু দাউদ, বাবুদ দালিলি আলা জিয়াদাতিল ঈমানি ওয়া নুকসানিহি : ইফা-৪৬০৭)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَبِيْ ذَرٍّ: أَيُّ عُرَى الْإِيْمَانِ أَوْثَقُ؟ قَالَ: اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ اَلْمُوَالَاةُ فِي اللهِ وَالْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ (اَلْبَيْهَقِيُّ: شُعَبُ الْإِيْمَانِ)

২. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) হজরত আবু জর (রা.)-কে প্রশ্ন করেন, 'বলো ঈমানের কোন রশিটি অধিক মজবুত? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহরই জন্য পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা স্থাপন এবং আল্লাহরই জন্য কারও সাথে ভালোবাসা এবং আল্লাহরই জন্য কারও সাথে শত্রুতা ও মনোমালিন্য করা।' (বায়হাকি : শুয়াবুল ঈমান-৯১৯৩)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ أَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ (الْبُخَارِي : بَابُ حَلَاوَةِ الْإِيْمَانِ)

৩. হজরত আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, 'তিনটি জিনিস তোমাদের যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে ঈমানের স্বাদ লাভ করতে পারবে। তা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সকলের অপেক্ষা অধিক প্রিয় হবেন। সে কাউকে ভালোবাসবে একমাত্র আল্লাহর জন্যই এবং সে কখনো কুফরির মধ্যে পুনরায় ফিরে যেতে রাজি হবে না, যেমন রাজি হবে না আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে।' (বুখারি : বাবু হালাওয়াতিল ঈমানি : ইফা-১৫)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِيْ اَلْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّيْ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّيْ (مُسْلِم : بَابٌ فِيْ فَضْلِ الْحُبِّ فِي اللهِ)

৪. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বলবেন, যারা আমার খাতিরে পরস্পরকে ভালোবাসতে, তারা কোথায়? আজ তোমাদের আমার (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দেবো, আজ আমার (আরশের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া নেই।' (মুসলিম : বাবুন ফি ফাদলিল হুব্বি ফিল্লাহি : ইফা-৬৩)

عَنْ أَبِيْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّه قَالَ جِئْتُ إِلٰى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَاللهِ إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ لِلّٰهِ فَقَالَ آللهِ فَقُلْتُ آَللهِ فَقَالَ آَللهِ فَقُلْتُ آَللهِ فَقَالَ آَللهِ فَقُلْتُ آَللهِ قَالَ فَأَخَذَ بِحُبْوَةِ رِدَائِيْ فَجَبَذَنِيْ إِلَيْهِ وَقَالَ أَبْشِرْ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِيْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ (مُؤَطَّأ مَالِكٍ: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَحَابِّيْنَ فِي اللهِ)

৫. হজরত আবু ইদরিস খাওলানি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর নিকট গিয়ে তাকে সালাম দিলাম।

অতঃপর বললাম, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসি। আমি বললাম, হ্যাঁ আল্লাহর শপথ! তিনি আবার বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি বললাম, হ্যাঁ আল্লাহর শপথ! তিনি আবার বললেন, আল্লাহর শপথ! বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি আমার চাদর ধরে তার দিকে আমাক টান দিলেন এবং বললেন, একটি সুসংবাদ শোনো। কেননা আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তাদের জন্য আমার ভালোবাসা অনিবার্য, যারা আমার উদ্দেশ্য পরস্পরকে ভালোবাসে, আমার উদ্দেশ্যে একত্রে বসে, আমার খাতিরে পরস্পর সাক্ষাতে মিলিত হয় এবং আমার খাতিরে একে অন্যের জন্য ব্যয় করে।' (মুয়াত্তা মালেক : বাবু মা জাআ ফিল মুতাহাব্বিনা ফিল্লাহ : ১৫০৩)

৬. দাওয়াত : اَلدَّعْوَةُ

اَلدَّعْوَةُ অর্থ ডাকা, আহ্বান করা, আমন্ত্রণ জানানো। ইহকালীন কল্যাণ, পরকালীন তথা আখিরাতের মুক্তির জন্য মানবজাতিকে আল্লাহর বিধানের দিকে আহ্বান করাকে দাওয়াত বলে। অথবা ইসলামী শরিয়াহর বিধিবিধান পালনের জন্য আহ্বান করাকে দাওয়াত বলে।

আল কুরআন

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ○

১. ‘(হে নবি!) হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আপনি মানুষকে আপনার রবের পথে ডাকুন। আর তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে হলে সুন্দরভাবে করুন। আপনার রবই বেশি জানেন যে, কে তাঁর পথ থেকে সরে আছে, আর কে সঠিক পথে আছে।’ (সূরা নাহল-১৬ : ১২৫)

وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ○

২. ‘তার চেয়ে আর কে উত্তম কথার অধিকারী হতে পারে যে (মানুষকে) ডাকে আল্লাহর পথে, সৎকর্ম করে এবং বলে নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।’ (সূরা হা-মিম আস সাজদাহ-৪১ : ৩৩)

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ○

৩. ‘হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাজিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও আর যদি তুমি না কর তবে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছালে না। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।’ (সূরা মায়েদা-৫ : ৬৭)

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَ لَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ○

৪. 'তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদের মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। তাদের কতক ঈমানদার। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১১০)

وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○

৫. 'আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১০৪)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا○ وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا○

৬. 'হে নবি! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী বানিয়ে, সুখবরদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, আল্লাহর অনুমতিতে তাঁর দিকে দাওয়াতদাতা বানিয়ে এবং উজ্জ্বল বাতি হিসাবে।' (সূরা আহজাব-৩৩ : ৪৫-৪৬)

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ؔ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ ؕ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ مَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ○

৭. 'বলো, এটা আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' (সূরা ইউসুফ-১২ : ১০৮)

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ قُمْ فَاَنْذِرْ ۙ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۙ

৮. 'হে কম্বল মুড়ি দিয়ে শায়িত ব্যক্তি! ওঠ এবং সাবধান করো এবং তোমার রবের বড়ত্ব প্রচার করো।' (সূরা মুদ্দাসসির-৭৪ : ১-৩)

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ؕ

৯. 'এ কারণে তুমি আহ্বান করো এবং দৃঢ় থাকো যেমন তুমি আদিষ্ট হয়েছ। আর তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না এবং বলো, আল্লাহ যে কিতাব নাজিল করেছেন আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমাদের রব এবং তোমাদের রব। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ-বিসম্বাদ নেই; আল্লাহ আমাদের একত্র করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে।' (সূরা শূরা-৪২ : ১৫)

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ؕ وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ

১০. 'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্য সহকারে সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী হিসেবে পাঠিয়েছি। আর এমন কোনো উম্মত গত হয়নি, যাদের মধ্যে কোনো সতর্ককারী আসেনি।' (সূরা ফাতির-৩৫ : ২৪)

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا

১১. 'পরিষ্কার বলে দিন, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এটাই সত্য। এখন যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা কুফরি করুক। আমি (অস্বীকারকারী) জালিমের জন্য আগুন তৈরি করে রেখেছি, যার শিখা তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। সেখানে তারা যদি পানি চায় তাহলে এমন পানি

দেওয়া হবে, যা তেলের মতো এবং যা তাদের চেহারাকে ঝলসিয়ে দেবে। (সেটা) কতই না মন্দ পানীয় এবং বড়োই মন্দ বাসস্থান।' (সূরা কাহাফ-১৮ : ২৯)

আল হাদিস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (الْبُخَارِي : بَابُ مَاذُكِرَ عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ)

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি কারিম (সা.) ইরশাদ করেন, 'একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ থেকে প্রচার করো। আর বনি ইসরাইলের ঘটনাবলি বর্ণনা করো, তাতে কোনো দোষ নেই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা আরোপ করে, তার নিজ ঠিকানা জাহান্নামে সন্ধান করা উচিত।' (বুখারি : বাবু মা জুকিরা আন বানি ইসরাইল, ইফা-৩২১৫)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللهُ اِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعىٰ مِنْ سَامِعٍ (تِرْمِذِي : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلىٰ تَبْلِيْغِ السِّمَاعِ)

২. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, 'আমি নবি কারিম (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোনো হাদিস শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে, সেভাবেই তা অপরের নিকট পৌঁছিয়েছে। কেননা অনেক সময় যার কাছে দাওয়াত পৌঁছানো হয় সে যার নিকট থেকে শুনেছে তার চেয়ে বেশি রক্ষণাবেক্ষণকারী হয়ে থাকে।' (তিরমিজি : বাবু মা জাআ ফিল হাসসি আলা তাবলিগি সামাঈ : ইফা-২৬৫৭)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا (بُخَارِي : بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْ لَا يَنْفِرُوْا)

৩. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবি কারিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো না।' (বুখারি : বাবু মা কানান নাবিয়্যু (সা.) ইয়াতাখাওয়ালুহুম বিল মাওইযাতি ওয়াল ইলমি কায় লা ইয়ানফিরু : ইফা-৬৯)

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَه فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ (ترمذي: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ)

৪. হজরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবি কারিম (সা.) এরশাদ করেছেন, 'আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোককে বিরত রাখবে নতুবা তোমাদের ওপর শিগগিরই আল্লাহর গজব নাজিল হবে। অতঃপর তোমরা (তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য) দুআ করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দুআ কবুল করা হবে না।' (তিরমিজি : বাবু মা জাআ ফিল আমরি বিল মারুফি ওয়ান নাহি আনিল মুনকারি : ইফা-২১৭২)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَن رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْإِيْمَانِ (مُسْلِمٌ: بَابُ بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْإِيْمَانِ)

৫. হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন কোনো খারাপ কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে তবে যেন মুখের কথার দ্বারা (জনমত গঠন করে) তা প্রতিরোধ করে। যদি সে এ ক্ষমতাটুকু না রাখে তবে যেন অন্তরের দ্বারা (পরিকল্পিত উপায়ে) এটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। (বা এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে) আর এটা হলো

ঈমানের দুর্বলতম (নিম্নতম) স্তর।' (মুসলিম : বাবু বায়ানি কাওনিন নাহি আনিল মুনকারি মিনাল ঈমানি : ইফা-৮৩)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَعَا إِلٰى هُدًى كَانَ لَه مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَه لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ لَه مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَه لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا (مُسْلِمٌ : بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً وَمَنْ دَعَا إِلٰى هُدًى أَوْ ضَلَالَةٍ)

৬. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে হেদায়াতের (সত্য ও সঠিক পথ) দিকে ডাকে, তার জন্য প্রতিদান রয়েছে তাদের সমপরিমাণ, যারা তার অনুসরণ করেছে। এতে তাদের সাওয়াবের একটুও কমবে না। আর যে ভ্রষ্টতার (গোমরাহি) দিকে ডাকে তার ওপর গুনাহ বর্তাবে তাদের সমপরিমাণ, যারা তার অনুসরণ করেছে। এতে তাদের গুনাহ একটুও হ্রাস হবে না।' (মুসলিম : বাবু মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আও সায়্যিআতান ওয়ামান দাআ ইলা হুদান আও দলালাতিন : ইফা-৬৫৫৬)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَاللهِ لَأَنْ يُهْدٰى بِهُدَاكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ (أَبُوْ دَاوُد: بَابُ فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ)

৭. হজরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত, নবি কারিম (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহর শপথ! তোমার ডাকে যদি একজন ব্যক্তিও হেদায়াত পেয়ে যায়, তবে তা তোমার জন্য লাল উট (প্রাপ্তি) অপেক্ষা উত্তম।' (আবু দাউদ : বাবু ফাদলি নাশরিল ইলমি : ইফা-৩৬২০)

৭. সংগঠন : اَلْجَمَاعَةُ

اَلْجَمَاعَةُ অর্থ সাধারণত সংঘবদ্ধকরণ, দলবদ্ধ জীবন, ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ।

আল কুরআন

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ۠ وَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَ كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ○

১. 'আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদের তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বয়ান করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১০৩)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ○

২. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ওইসব লোককে পছন্দ করেন, যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দি হয়ে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগলানো মজবুত দেওয়াল।' (সূরা আস সফ-৬১ : ৪)

وَ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَ اَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَ فِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَ مَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ○

৩. 'আর কিভাবে তোমরা কুফরি করো, অথচ তোমাদের কাছে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছে তাঁর

রাসূল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে তাকে অবশ্যই সরল পথের দিশা দেওয়া হবে।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১০১)

وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَ اخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ○

৪. 'তোমরা যেন ওই লোকদের মতো হয়ে না যাও, যারা বহু দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে এবং অত্যন্ত স্পষ্ট হেদায়াত পাওয়ার পরও যারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। যারা এমন আচরণ করেছে তারা সেদিন কঠোর শাস্তি পাবে।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১০৫)

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَ لَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ○

৫. 'তোমরাই দুনিয়ার ওই সেরা উম্মত যাদের মানবজাতির হেদায়াত ও সংশোধনের জন্য আনা হয়েছে। তোমরা নেক কাজের আদেশ করো ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো। আহলে কিতাবিগণ যদি ঈমান আনত তাহলে তাদের জন্যই তা ভালো ছিল। যদিও তাদের কিছু লোক ঈমানদারও পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের বেশির ভাগই নাফরমান।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১১০)

وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○

৬. 'তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক তো অবশ্যই থাকা উচিত, যারা নেকি ও কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। যারা এ কাজ করবে তারাই সফল হবে।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১০৪)

وَاِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ○

৭. ‘তোমাদের এই উম্মত তো একই উম্মত। আর আমি তোমাদের রব, অতএব তোমরা আমাকে ভয় করো।’ (সূরা মুমিনুন-২৩ : ৫২)

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّ الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهٖۤ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰۤى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ○

৮. ‘তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নুহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে অহি পাঠিয়েছি এবং ইবরাহিম, মুসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হলো, তোমরা দ্বীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদেরকে যেদিকে আহ্বান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান তার দিকে নিয়ে আসেন। আর যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি হেদায়াত দান করেন।’ (সূরা শুরা-৪২ : ১৩)

আল হাদিস

عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَنَا أُمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللهُ أَمَرَنِيْ بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَإِنَّه مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِه إِلَّا أَن يَّرجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوٰى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلّٰى قَالَ وَإِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ أَنَّه مُسْلِمٌ فَادْعُوْا الْمُسْلِمِيْنَ بِمَا سَمَّاهُمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَادَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (مُسْنَد أَحْمَدَ: حَدِيْثُ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ)

১. হজরত হারিসুল আশয়ারি (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি কারিম (সা.) বলেছেন, ‘আমি তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ

তাআলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন– ১. জামায়াতবদ্ধ হবে ২. নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে ৩. তার আদেশ মেনে চলবে ৪. আল্লাহর পথে হিজরত করবে ৫. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে, আর তোমাদের মধ্য হতে যে সংগঠন হতে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল তবে যদি ফিরে আসে তা ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি (মানুষদেরকে) জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বান জানায় সে জাহান্নামি। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! সে যদি রোজা রাখে, নামাজ পড়ে, এরপরও? রাসূল (সা.) বললেন, যদি রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে এরপরও জাহান্নামি হবে। তবে তোমরা মুসলমানদের ডাকো যেভাবে তিনি (আল্লাহ) তাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম, মুমিন এবং আল্লাহর বান্দা হিসেবে।' (মুসনাদে আহমাদ : হাদিসুল হারিসিল আশয়ারি আনিন নাবিয়্যি : ১৬৫৪২)।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ (أَبُوْ دَاوُدَ: بَابٌ فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُوْنَ يُؤَمِّرُوْنَ أَحَدَهُمْ)

২. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন কোন তিনজন ব্যক্তি সফরে থাকে, তখন যেন একজনকে আমির বানিয়ে নেয়।' (আবু দাউদ : বাবুন ফিল কওমি ইউসাফিরুনা ইউমিরুনা আহাদাহুম : ইফা-২৬০১)

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِه (أَبُوْ دَاوُدَ: بَابٌ فِيْ قَتْلِ الْخَوَارِجِ)

৩. হজরত আবু জর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে সংগঠন থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সে তার ঘাড় থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল।' (আবু দাউদ : বাবুন ফি ক্বাতলিল খাওয়ারিজি : ইফা-৪৬৮৩)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُوْ إِلٰى عَصَبَةٍ

أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلٰى أُمَّتِيْ يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشٰى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِيْ لِذِيْ عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَلَسْتُ مِنْهُ (مُسْلِمٌ : بَابُ وُجُوْبِ مُلَازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ)

৪. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, 'যে আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল এবং সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অতঃপর সে মারা গেল তাহলে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। আর গোমরাহির পতাকাতলে (শামিল হয়ে) যে লড়াই করে বংশপ্রীতির দরুন ক্রুদ্ধ হয়ে কিংবা জাতির দিকে আহ্বান করতে গিয়ে কিংবা জাতিকে সাহায্য করতে গিয়ে। এটা জাহেলিয়াতের হত্যা (মৃত্যু)। আর যে আমার উম্মতের ভালো-মন্দ লোকদের মারার জন্য বের হয়, এতে সে মুমিনদেরও পরওয়া করে না এবং চুক্তিবদ্ধদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতিও পূরণ করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়, আমিও তার দলভুক্ত নই।' (মুসলিম : বাবু উজুবি মুলাজামাতি জামাআতিল মুসলিমিন : ইফা-৪৬৩৩)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِيْ أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلٰى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ (التِّرْمِذِي : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ لُزُوْمِ الْجَمَاعَةِ)

৫. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল কারিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতকে গোমরাহির ওপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না। আর আল্লাহর হাত রয়েছে সংঘবদ্ধতা তথা জামায়াতের সাথে। আর যে সংগঠন থেকে একা হয়ে পড়বে, সে জাহান্নামে পতিত হবে। (তিরমিজি : বাবু মা জাআ ফি লুজুমিল জামায়াতি : ইফা-২১৭০)

عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ قَالَ : تَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبِنَاءِ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ عُمَرَ : يَا مَعْشَرَ الْعُرَيْبِ، الْأَرْض الأرض، إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَ لَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ، فَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلٰى الْفِقْهِ كَانَ حَيَاةً لَهُ

وَلَهُمْ ، وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُه عَلٰى غَيْرِ فِقْهٍ كَانَ هَلَاكًا لَهُ وَلَهُمْ (سُنَنُ الدَّارِمِيِّ : بَابٌ فِيْ ذَهَابِ الْعِلْمِ)

৬. হজরত তামিম দারি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ওমর (রা.)-এর যুগে মানুষ সকল অট্টালিকা বানানোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো। অতঃপর ওমর (রা.) বললেন, হে আরবের অধিবাসীগণ নিশ্চয়ই সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই, নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন নেই আর আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্বের অস্তিত্ব নেই। কোনো জাতি যাকে সঠিক ও গভীর জ্ঞানের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচিত করে, সে তার নিজের জন্য এবং তার জাতির জন্য জীবনীশক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখে, আর যাকে তার জাতি সঠিক ও গভীর জ্ঞানের ওপর ভিত্তি না করেই নেতা বানায়, সে তার নিজের জন্য এবং তার জাতির জন্য ধ্বংসের কারণ হয়।' (সুনানে দারেমি : বাবুন ফি জাহাবিল ইলমি : ২৫৭)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ وَمَنْ أَرَادَ بِحَبْحَبَةِ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ (أَلْبَانِي : تَخْرِيْجُ كِتَابِ السُّنَّةِ : ٨٨)

৭. হজরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা জামায়াতবদ্ধ (সংঘবদ্ধ) হয়ে থাকো, বিচ্ছিন্নতা হতে বিরত থাকো। কেননা, শয়তান একাকী ব্যক্তির সাথে থাকে, দুই (বা সংঘবদ্ধ লোক) থেকে দূরে থাকে। আর যে জান্নাতের ফল (নেয়ামত) পেতে চায়, তার উচিত জামায়াতবদ্ধ থাকা। (আলবানি : তাখরিজু কিতাবিস সুন্নাহ : ৮৮)

৮. প্রশিক্ষণ : اَلتَّدْرِيْبُ

اَلتَّدْرِيْبُ অর্থ প্রশিক্ষণ।

আল কুরআন

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

১. ‘তিনিই সেই সত্তা, যিনি সাধারণ জনগোষ্ঠীর মাঝ থেকে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের তাঁর (আল্লাহ) আয়াত পড়ে শোনান, তাদের জীবন পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ এর আগে তারা স্পষ্ট গোমরাহিতে নিমজ্জিত ছিল।’ (সূরা জুমুআ-৬২ : ২)

رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

২. ‘হে আমাদের রব! তাদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করুন, যে তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে আর তাদের পবিত্র করবে। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’ (সূরা জুমুআ-৬২ : ১২৯)

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَ يُزَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۝

৩. ‘যেমন (তোমরা এভাবে সফলতা লাভ করেছ) আমি তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের আমার আয়াত পড়ে শোনান, তোমাদের জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তোলেন, তোমাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং তোমাদের ওইসব কথা শেখান, যা তোমরা জানতে না।’ (সূরা বাকারা-২ : ১৫১)

وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَۚ

৪. '(ফেরেশতারা আগের কথার জের টেনে বলল) আল্লাহ তাঁকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেবেন এবং তাওরাত ও ইনজিলের ইলম শেখাবেন।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ৪৮)

اَلرَّحْمٰنُۙ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَؕ خَلَقَ الْاِنْسَانَۙ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

৫. 'অতি বড়ো মেহেরবান আল্লাহ এ আল-কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিখিয়েছেন।' (সূরা আর রাহমান-৫৫ : ১-৪)

وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓىِٕكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

৬. 'এরপর আল্লাহ আদমকে সব জিনিসের নাম শেখালেন। তারপর এসব জিনিসকে ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে বললেন, যদি তোমাদের এ ধারণা সঠিক হয়ে থাকে (যে খলিফা নিয়োগ করলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে) তাহলে এসব জিনিসের নাম বলো দেখি।' (সূরা বাকারা-২ : ৩১)

وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَ مَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَ كَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

৭. 'আর তোমার ওপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না হতো তবে তাদের মধ্য থেকে একদল তোমাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিল! আর তারা নিজেদের ছাড়া কাউকে পথভ্রষ্ট করে না এবং তারা তোমার কোনোই ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ তোমার প্রতি নাজিল করেছেন কিতাব ও হিকমাত এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। আর তোমার ওপর মহান আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে।' (সূরা নিসা-৪ : ১১৩)

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

৮. ‘আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দেবেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী।’
(সূরা বাকারা-২ : ২৮২)

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْؕ

৯. ‘পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পড়ো, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।’ (সূরা আলাক-৯৬ : ১-৫)

আল হাদিস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْقُرْاٰنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّيْ مَقْبُوْضٌ (اَلتِّرْمِذِي: بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْلِيْمِ الْفَرَائِضِ، ضَعَّفَهُ الْأَلْبَانِيُّ)

১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন, ‘আল কুরআন এবং ফারায়েজ শিক্ষা গ্রহণ করো এবং মানুষকে শিক্ষা দাও। নিশ্চয়ই আমাকে উঠিয়ে নেয়া হবে।’ (তিরমিজি : বাবু মা জা’আ ফি তালিমিল ফারায়েজ, আলবানি একে দুর্বল বলেছেন : ইফা-২০৯৪)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (اَلْبَانِي : اَلسِّلْسِلَةُ الصَّحِيْحَةُ : ٤٥)

২. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘আমাকে তো প্রেরণ করা হয়েছে, সচ্চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্য’ (আলবানি : সিলসিলা সহিহা-৮৮)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِيْ مَسْجِدِهِ فَقَالَ : كِلَاهُمَا عَلٰى خَيْرٍ وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ أَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَدْعُوْنَ اللهَ وَيَرْغَبُوْنَ

إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، وَأَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْهَ وَالْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُمْ أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ (سُنَنُ الدَّارِمِيْ : بَابٌ فِيْ فَضْلِ الْعِلْمِ وَالْعَالِمِ، ضَعَّفَهُ الْأَلْبَانِيْ)

৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেন, ‘একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে নববিতে দুটি মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন, অতঃপর বললেন, তারা উভয় মজলিসই কল্যাণের মধ্যে আছে, তবে একটি অপরটির চেয়ে অধিক ভালো। একটি মজলিস আল্লাহকে ডাকছে এবং তার কাছে প্রাপ্তির আশা করছে। আল্লাহ চাইলে তাদের দিতে পারেন আবার চাইলে নাও দিতে পারেন। অপর মজলিস ফিকহ ও ইলম শিক্ষা লাভ করছে এবং অশিক্ষিতদেরকে তা শিক্ষা দিচ্ছে। আর এরাই উত্তম মজলিস। আর আমি তো শিক্ষকরূপেই প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর তিনি তাদের মাঝে বসে পড়লেন।’ (সুনানে দারেমি : বাবুন ফি ফাদলিল ইলমি ওয়ালা আলেমি : ৩৫৭, আলবানি একে দুর্বল বলেছেন)

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَه (الْبُخَارِي: بَابُ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ)

৪. হজরত উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে সেই হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যক্তি, যে নিজে আল কুরআন মাজিদ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।’ (বুখারি : বাবু খায়রুকুম মান তায়াল্লামাল আল কুরআন ওয়া আল্লামাহু : ইফা-৪৬৫৭)

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلٰى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِيْنَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا وَ حَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ (تِرْمِذِي : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ)

৫. হজরত আবু উমামা আল বাহেলি (রা.) থেকে বর্ণিত। 'একদা নবি কারিম (সা.)-এর নিকট এমন দুই ব্যক্তির বিষয় আলোচনা করা হলো, যাদের একজন ছিলেন আবেদ, অন্যজন ছিলেন আলেম। অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন, তোমাদের একজন সাধারণ মুসলমানের তুলনায় আমি যে মর্যাদার অধিকারী, উক্ত আলেম ব্যক্তিও ওই আবেদের তুলনায় সে মর্যাদার অধিকারী। অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতাগণ, আসমান-জমিনের অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও মাছ পর্যন্ত সে ব্যক্তির জন্য দুআ করে, যে লোকদের কল্যাণের (ইলম) শিক্ষা দান করে।' (তিরমিজি : বাবু মা জা'আ ফি ফাদলিল ফিকহি আলাল ইবাদাতি : ইফা-২৬৮৫)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا حَسَدَ إِلَّا فِيْ اِثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا (بُخَارِي : بَابُ إِنْفَاقِ الْمَالِ فِيْ حَقِّهِ)

৬. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি নবি কারিম (সা.)-কে বলতে শুনেছি, দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারও প্রতি ঈর্ষা করা যায় না। যাকে আল্লাহ ধন সম্পদ দিয়েছেন, তারপর তাকে ওই ধন সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করার তাওফিকও দান করেছেন এবং যাকে আল্লাহ (দ্বীনের) জ্ঞান দান করেছেন সে উহা দ্বারা ফয়সালা করে এবং লোকদের তা শেখায়।' (বুখারি : বাবু ইনফাকিল মালি ফি হাক্কিহি : ইফা-১৩২৬, মুসলিম : ইফা-১৭৬৯)

৯. ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন : حَرَكَةُ التَّعْلِيْمِ الْإِسْلَامِيِّ

আল কুরআন

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ؕ

১. ‘পড়ুন (হে রাসূল!) আপনার রবের নাম নিয়ে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি জমাট রক্তের পিণ্ড (ভ্রূণ) থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আপনি পড়ুন, আপনার রব বড়োই দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে তিনি এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানত না।’ (সূরা আলাক-৯৬ : ১-৫)

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَ يَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۠

২. ‘যে ব্যক্তি রাতের প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রব-এর রহমত প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান যে এরূপ করে না) বলো, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান? বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।’ (সূরা জুমার -৩৯ : ৯)

وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَآبِّ وَ الْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ

৩. ‘আর এমনিভাবে মানুষ, বিচরণশীল প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও রয়েছে নানা বর্ণ। বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।’ (সূরা ফাতির-৩৫ : ২৮)

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَ مَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

৪. ‘তিনিই তোমার ওপর কিতাব নাজিল করেছেন, তার মধ্যে আছে মুহকাম আয়াতসমূহ। সেগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ। ফলে যাদের অন্তরে রয়েছে সত্যবিমুখ প্রবণতা, তারা ফিতনার উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ব, তারা বলে, আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে। আর বিবেকসম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে।’ (সূরা আলে ইমরান-৩ : ৭)

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْۤا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ○

৫. ‘আর মুমিনদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদের সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে।’ (সূরা তাওবা-৯ : ১২২)

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَ لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَ قُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ○

৬. ‘সুতরাং আল্লাহ মহান যিনি সত্যিকার অধিপতি; তোমার প্রতি অহি সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করো না এবং তুমি বলো, হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।’ (সূরা ত্বহা-২০ : ১১৪)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَ

اِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

৭. 'হে মুমিনগণ, তোমাদের যখন বলা হয়, মজলিসে স্থান করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দেবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান করে দেবেন। আর যখন তোমাদের বলা হয়, তোমরা উঠে যাও, তখন তোমরা উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আর তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।' (সূরা মুজাদালাহ-৫৮ : ১১)

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

৮. 'যে ব্যক্তি জানে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাজিল হয়েছে, তা সত্য, সে কি তার মতো, যে অন্ধ? বুদ্ধিমানরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।' (সূরা রাদ-১৩ : ১৯)

وَ مِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّاۤ اَمَانِيَّ وَ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ۝

৯. 'আর তাদের মধ্যে আছে নিরক্ষর, তারা মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কিতাবের কোনো জ্ঞান রাখে না এবং তারা শুধুই ধারণা করে থাকে।' (সূরা বাকারা-২ : ৭৮)

আল হাদিস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ (بَيْهَقِي : شُعَبُ الْإِيْمَانِ)

১. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম (নর-নারীর) ব্যক্তির ওপর ফরজ।' (বায়হাকি : শুয়াবুল ঈমান : ১৬১৪)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى يَرْجِعَ (التِّرْمِذِي: بَابُ فَضْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ)

২. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণে বের হয়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথেই থাকে।' (তিরমিজি : বাবু ফাদলি তলাবিল ইলমি : ইফা-২৬৪৮)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ لَنْ يَّشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ (التِّرْمِذِي: بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ، ضَعَّفَهُ الْأَلْبَانِيُّ)

৩. হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তি জ্ঞানের কথা শুনে কখনোই পরিতৃপ্ত হয় না, যে পর্যন্ত তার চূড়ান্ত ঠিকানা জান্নাতে সে না পৌঁছে।' (তিরমিজি : বাবু মা জা'আ ফি ফাদলি ফিকহি আলাল ইবাদাতি : ইফা-২৬১০, আলবানি একে দুর্বল বলেছেন)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُه إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِه أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَه (مُسْلِم : بَابُ مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِه)

৪. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মানুষ যখন মারা যায় তখন তিন প্রকার আমল ব্যতীত তার সকল আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ১. সদকায়ে জারিয়াহ। ২. এমন জ্ঞান যা দ্বারা উপকার লাভ করা যায়। ৩. এমন নেককার সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে।' (মুসলিম : বাবু মা ইয়ালহাকুল ইনসানা মিনাছ সাওয়াবে বা-দা ওফাতিহি : ইফা-৩০৮৪)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ (مُسْلِمٌ : بَابُ فَضْلِ الْاِجْتِمَاعِ عَلٰى تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ)

৫. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার জন্য কোনো পথে চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ করে দেন।' (মুসলিম : বাবু ফাদলিল ইজতিমাই আলা তিলাওয়াতিল কুরআন : ইফা-৬৬০৮)

১০. ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের প্রচেষ্টা (জিহাদ) : اَلْجِهَادُ

اَلْجِهَادُ অর্থ কঠোর পরিশ্রম, সর্বশক্তি নিয়োগ, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা।

আল কুরআন

وَ جَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَ فِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚۖ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ ۠

২. ‘আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন। দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহিমের দ্বীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন ‘মুসলিম’ পূর্বে এবং এ কিতাবেও। যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও। অতএব তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। আর তিনি কতই-না উত্তম অভিভাবক এবং কতই-না উত্তম সাহায্যকারী।’ (সূরা হজ-২২ : ৭৮)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

২. ‘হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন ব্যবসায়ের কথা বলব? যা তোমাদের কষ্টদায়ক আজাব থেকে বাঁচাবে। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আন এবং তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ

কর। এটাই তোমাদের জন্য অত্যন্ত ভালো, যদি তোমরা তা জানো।' (সূরা আস সফ-৬১ : ১০-১১)

وَ مَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○

৩. 'যে চেষ্টা-সাধনা করবে, সে তা নিজের ভালোর জন্যই করবে। নিশ্চয়ই গোটা সৃষ্টি জগতে কারও কাছে আল্লাহর কোনো ঠেকা নাই।' (সূরা আনকাবুত-২৯ : ৬)

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৪. 'আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।' (সূরা আনকাবুত-২৯ : ৬৯)

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৫. 'তোমরা বের হও, হালকা অবস্থায়ই হোক আর ভারী অবস্থায়ই হোক এবং তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। তোমরা যদি জানো তাহলে এটাই তোমাদের জন্য ভালো।' (সূরা তাওবা-৯ : ৪১)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَ جَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

৬. 'হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং তার নৈকট্যের অনুসন্ধান কর, আর তার রাস্তায় জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফল হও।' (সূরা মায়েদা-৫ : ৩৫)

وَ قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ○

৭. 'আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে যালিমরা

ছাড়া (কারও ওপর) কোনো কঠোরতা নেই।' (সূরা বাকারা-২ : ১৯৩)

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৮. 'তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদাত করছ, যাদের নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা করেছ, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ প্রমাণ নাজিল করেননি। বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর করো ইবাদাত করো না। এটিই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।' (সূরা ইউসুফ-১২ : ৪০)

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۫ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৯. 'নিশ্চয়ই তোমাদের রব আসমানসমূহ ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে উঠেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। প্রত্যেকটি একে অপরকে দ্রুত অনুসরণ করে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজি, যা তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। জেনে রাখো, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। আল্লাহ মহান, যিনি সকল সৃষ্টির রব।' (সূরা মায়েদা-৭ : ৫৪)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

১০. 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদের জমিনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের

পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না। আর এরপর যারা কুফরি করবে তারাই ফাসিক।' (সূরা নুর-২৪ : ৫৫)

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ رُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

১১. 'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদের স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড নাজিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি আরো নাজিল করেছি লোহা, তাতে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে। আর যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদের সাহায্য করে। অবশ্যই আল্লাহ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী।' (সূরা হাদিদ-৫৭ : ২৫)

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙۚ وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۝ؕ

১২. 'তোমাদের কি হলো যে, তোমরা ওইসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের খাতিরে আল্লাহর পথে লড়াই করছ না, যাদের দাবিয়ে রাখা হয়েছে এবং যারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে জালিমদের এ জনপদ থেকে উদ্ধার কর। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারীর ব্যবস্থা কর।' (সূরা নিসা-৪ : ৭৫)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْۤا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۝

১৩. 'যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর যারা কুফরি

করেছে তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। তাই শয়তানের সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও। জেনে রাখো, শয়তানের চাল আসলে বড়ই দুর্বল।' (সূরা নিসা-৪ : ৭৬)

وَ قُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا○

১৪. 'আর দুআ করো, হে আমার রব! আমাকে যেখানেই তুমি নিয়ে যাও সত্যতার সাথে নিয়ে নাও এবং যেখান থেকেই বের করো সত্যতার সাথে বের করো এবং তোমার পক্ষ থেকে একটি কর্তৃত্বশীলপরাক্রান্ত ব্যক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।' (সূরা বনি ইসরাইল-১৭ : ৮০)

আল হাদিস

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ اَلْإِيْمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِه (مُسْلِم : بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الْإِيْمَانِ بِاللهِ تَعَالٰى أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ)

১. হজরত আবুযর গিফারী (রা.) বলেন, 'আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল (সা.), সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তার পথে জিহাদ।' (মুসলিম : বাবু বায়ানি কাওনিল ঈমানি বিল্লাহি তাআলা আফদালুল আ'মালি : ইফা-১৫১)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى رَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُوْدِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ أَمَّا رَأْسُ الْأَمْرِ فَالْإِسْلَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ وَأَمَّا عَمُوْدُه فَالصَّلَاةُ وَأَمَّا ذُرْوَةُ سَنَامِهِ فَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ (مُسْنَدُ أَحْمَدَ: حَدِيْثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)

২. হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আমি কি তোমাকে দ্বীনের মূল সূত্র, তার খুঁটি এবং সর্বোচ্চ চূড়ার সন্ধান দেবো না? রাসূল (সা.) তার ইতিবাচক সাড়া পেয়ে বললেন, দ্বীনের মূল হলো ইসলাম, সুতরাং যে ইসলাম গ্রহণ করবে সে নিরাপত্তা লাভ

করবে, খুঁটি হলো সালাত এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া হলো আল্লাহর পথে জিহাদ।' (মুসনাদে আহমাদ : হাদিস মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. : ২১০৫৪)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِه نَفْسَهُ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ (مُسْلِمٌ : بَابُ ذَمِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ)

৩. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে জিহাদ করেনি এবং জিহাদ করার মানসিকতাও রাখেনি সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করল।' (মুসলিম : বাবু যাম্মি মান মাতা ওয়ালাম ইয়াগযু : ইফা-৪৭৭৮)

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ (اَلنَّسَائِيُّ : بَابُ وُجُوْبِ الْجِهَادِ)

৪. হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের সম্পদ, হাত ও মুখ দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো।' (নাসায়ি : বাবু উজুবিল জিহাদি : ইফা-৩১০০)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا (الْبُخَارِيّ : بَابُ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ)

৫. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহর পথে একটি সকাল ও একটি বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম।' (বুখারি : বাবুল গাদওয়াতি ওয়ার রাওহাতি ফি সাবিলিল্লাহি : ইফা-২৬০০)

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَه فِي الْغَرْزِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ (نَسَائِيّ: بَابُ فَضْلِ مَنْ تَكَلَّمَ بَالْحَقِّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ)

৬. হজরত তারেক ইবনে শিহাব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, 'রাসূল (সা.) ঘোড়ার জিনে পা রাখার সময় এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল, উত্তম জিহাদ কোনটি? তিনি বললেন, অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা।' (নাসায়ি : বাবু ফাদলি মান তাকাল্লামা বিল হাক্কি ইনদা ইমামিন জায়িরিন : ইফা-৪২১০)

عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: اَلرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهُ فَمَنْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ (بُخَارِيّ : بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا)

৭. হজরত আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবি কারিম (সা.)-এর নিকট এসে বলল, 'কোনো ব্যক্তি লড়াই করে গনিমতের জন্য, আর কেউ লড়াই করে খ্যাতির জন্য, আবার কেউ লড়াই করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য, এদের মধ্যে কার লড়াই আল্লাহর পথে গণ্য হবে? রাসূল (সা.) বললেন, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে সেই আল্লাহর পথে।' (বুখারি : বাবু মান কাতালা লিতাকুনা কালিমাতুল্লাহি হিয়াল উলইয়া : ইফা-২৬১৫)

عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ أَدْرَكَنِيْ أَبُوْعَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ (بُخَارِيّ : بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ)

৮. হজরত আবায়া ইবনে রিফায়া (রা.) বলেন, 'আমি জুময়ার দিকে যাওয়ার সময় আবু আবছের সাথে সাক্ষাৎ হলো। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথে যার পদযুগল ধুলোয়

মলিন হলো আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।' (বুখারি : বাবুল মাশয়ি ইলাল জুমুআতি : ইফা-৮৬১)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مَكْلُوْمٍ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى، اَللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكٍ (بُخَارِيّ: بَابُ الْمِسْكِ)

৯. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে কেউ আল্লাহর পথে আঘাতপ্রাপ্ত হলে কিয়ামতের দিন সে এমনভাবে আসবে, তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে এবং রং হবে রক্তের মতো আর ঘ্রাণ হবে মিশকের মতো।' (বুখারি : বাবুল মিশকে : ইফা-৫১৩৫)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أٰمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِيْ أَرْضِهِ الَّتِيْ وُلِدَ فِيْهَا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ (بُخَارِيّ: بَابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ)

১০. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, নামাজ কায়েম করে এবং রোযা রাখে, সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক বা জন্মভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জান্নাত দান করা আল্লাহর জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি এ সুসংবাদ লোকদের জানাবো না? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য জান্নাতে একশোটি মর্যাদার স্তর তৈরি করে রেখেছেন। যেকোনো দুটি স্তরের মাঝখানে আসমান ও জমিনের ব্যবধান। কাজেই তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে

ফেরদাউসের জন্য প্রার্থনা করো। কেননা সেটিই জান্নাতের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম অংশ। এরই উপরিভাগে মহান করুণাময় আল্লাহর আরশ, যেখান থেকে জান্নাতের ঝরনাসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে।' (বুখারি : বাবু দারাজাতিল মুজাহিদিনা ফি সাবিলিল্লাহ : ইফা-২৫৯৮)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا (بُخَارِيّ: بَابُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا اَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ)

১১. হজরত জায়েদ ইবনে খালেদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোনো মুজাহিদকে যুদ্ধসরঞ্জাম সরবরাহ করে তাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দিলো, সে নিজেই যেন জিহাদে অংশগ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোনো মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তার পরিবার পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশুনা করে সেও যেন জিহাদ করল।' (বুখারি : বাবু ফাদলি মান জাহ্হাযা গাযিয়ান আও খালাফাহু বিখাইরিন : ইফা-২৬৪৬)

১১. সালাত : اَلصَّلَاةُ

আল কুরআন

وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۙ﴿۴۵﴾ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۴۶﴾

১. ‘সবর ও নামাজ দ্বারা তোমরা সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই নামাজ খুব মুশকিল কাজ, কিন্তু ওইসব অনুগত লোকদের জন্য মুশকিল নয়, যারা মনে করে যে, শেষ পর্যন্ত তাদের আপন রবের সাথে দেখা করতেই হবে এবং তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।’ (সূরা বাকারা-২ : ৪৫-৪৬)

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿۲۳۸﴾

২. ‘তোমরা সালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হিফাজত কর এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে।’ (সূরা বাকারা-২ : ২৩৮)

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿۴۵﴾

৩. ‘তোমার প্রতি যে কিতাব অহি করা হয়েছে, তা থেকে তিলাওয়াত কর এবং সালাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন যা তোমরা কর।’ (সূরা আনকাবুত-২৯ : ৪৫)

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۱۰﴾

৪. 'আর তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যে নেক আমল তোমরা নিজেদের জন্য আগে পাঠাবে, তা আল্লাহর নিকট পাবে। তোমরা যা করছ নিশ্চয়ই আল্লাহ দেখেন।' (সূরা বাকারা-২ : ১১০)

وَ اَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ ارۡكَعُوۡا مَعَ الرّٰكِعِيۡنَ ○

৫. 'সালাত কায়েম কর, জাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।' (সূরা বাকারা-২ : ৪৩)

اَلَّذِيۡنَ اِنۡ مَّكَّنّٰهُمۡ فِى الۡاَرۡضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوۡا بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ نَهَوۡا

عَنِ الۡمُنۡكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الۡاُمُوۡرِ ○

৬. 'তারাই ওইসব লোক, যাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দিই, তাহলে তারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে, ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই হাতে।' (সূরা হজ-২২ : ৪১)

فَاِذَا قَضَيۡتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذۡكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوۡدًا وَّ عَلٰى جُنُوۡبِكُمۡ ۚ فَاِذَا اطۡمَاۡنَنۡتُمۡ

فَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتۡ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ كِتٰبًا مَّوۡقُوۡتًا ○

৭. 'অতঃপর যখন তোমরা সালাত পূর্ণ করবে তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ করবে। অতঃপর যখন নিশ্চিন্ত হবে তখন সালাত (পূর্বের নিয়মে) কায়েম করবে। নিশ্চয়ই সালাত মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।' (সূরা নিসা-৪ : ১০৩)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا قُمۡتُمۡ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغۡسِلُوۡا وُجُوۡهَكُمۡ وَ اَيۡدِيَكُمۡ اِلَى الۡمَرَافِقِ وَ

امۡسَحُوۡا بِرُءُوۡسِكُمۡ وَ اَرۡجُلَكُمۡ اِلَى الۡكَعۡبَيۡنِ ؕ وَ اِنۡ كُنۡتُمۡ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوۡا ؕ وَ اِنۡ

كُنۡتُمۡ مَّرۡضٰۤى اَوۡ عَلٰى سَفَرٍ اَوۡ جَآءَ اَحَدٌ مِّنۡكُمۡ مِّنَ الۡغَآٮِٕطِ اَوۡ لٰمَسۡتُمُ النِّسَآءَ فَلَمۡ

تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

৮. ‘হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর)। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাকো, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও। আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসেহ কর। আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না; বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তার নিয়ামত তোমাদের ওপর পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।’ (সূরা মায়েদা-৫ : ৬)

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۝

৯. ‘আর তুমি সালাত কায়েম কর দিবসের দু’প্রান্তে এবং রাতের প্রথম অংশে। নিশ্চয়ই ভালো কাজ মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ।’ (সূরা হুদ-১১ : ১১৪)

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ۝

১০. ‘(হে নবি!) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত নামাজ কায়েম করুন। আর ফজরের (নামাজে) আল কুরআন পড়ুন, কেননা ফজরে আল কুরআন পড়ার সময় (ফেরেশতারা) হাজির থাকে।’ (সূরা বনি ইসরাইল-১৭ : ৭৮)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا نُوۡدِیَ لِلصَّلٰوۃِ مِنۡ يَّوۡمِ الۡجُمُعَةِ فَاسۡعَوۡا اِلٰی ذِكۡرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الۡبَيۡعَ ؕ ذٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ۝فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوۃُ فَانۡتَشِرُوۡا فِی الۡاَرۡضِ وَ ابۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِ اللّٰهِ وَ اذۡكُرُوا اللّٰهَ كَثِيۡرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ۝

১১. ‘হে মুমিনগণ, যখন জুমুআর দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও। আর বেচা-কেনা বর্জন কর। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে। অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো আর আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।’ (সূরা জুমুআ-৬২ : ৯-১০)

وَ اۡمُرۡ اَهۡلَكَ بِالصَّلٰوۃِ وَ اصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَا ؕ لَا نَسۡـَٔلُكَ رِزۡقًا ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُكَ ؕ وَ الۡعَاقِبَةُ لِلتَّقۡوٰی۝

১২. ‘আর তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায়ের আদেশ দাও এবং নিজেও তার ওপর অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে কোন রিজিক চাই না। আমিই তোমাকে রিজিক দেই আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকিদের জন্য।’ (সূরা ত্বহা-২০ : ১৩২)

وَ اذۡكُرۡ فِی الۡكِتٰبِ اِسۡمٰعِيۡلَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الۡوَعۡدِ وَ كَانَ رَسُوۡلًا نَّبِيًّا۝ۚوَ كَانَ يَاۡمُرُ اَهۡلَهٗ بِالصَّلٰوۃِ وَ الزَّكٰوۃِ ۪ وَ كَانَ عِنۡدَ رَبِّهٖ مَرۡضِيًّا۝

১৩. ‘আর স্মরণ কর এই কিতাবে ইসমাঈলকে। সে ছিল সত্যিকারের ওয়াদা পালনকারী এবং সে ছিল রাসূল, নবী। আর সে তার পরিবার-পরিজনকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষপ্রাপ্ত।’ (সূরা মারইয়াম-১৯ : ৫৪-৫৫)

আল হাদিস

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَّا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ

وَصَوْمِ رَمَضَانَ (بُخَارِيّ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ، مُسْلِم : بَابُ بَيَانِ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَدَعَائِمِهِ الْعِظَامِ)

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি (সা.) বলেছেন, 'ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর স্থাপিত। ১. এই সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। ২. নামাজ কায়েম করা। ৩. যাকাত দেওয়া। ৪. হজ করা। ৫. রমজানের রোজা রাখা।' (বুখারি : বাবু বুনিয়াল ইসলামু আলা খামছিন : ইফা-৭, মুসলিম : বাবু বায়ানি আরকানিল ইসলামি : ইফা-২১)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طُهُوْرَ لَه، وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّيْنِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ (اَلْأَوْسَطُ لِلطَّبْرَانِيّ : مِنْ اِسْمِهِ أَحْمَد، ضعَّفَهُ الْأَلْبَانِيُّ)

২. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি (সা.) বলেছেন, 'যার আমানতদারি নেই তার ঈমান নেই। যার পবিত্রতা নেই তার নামাজ নেই, যার নামাজ নেই তার দ্বীন নেই। গোটা শরীরের মধ্যে মাথার যে মর্যাদা, দ্বীন ইসলামে নামাজের সে মর্যাদা।' (আল আওসাতু লিত তাবরানি : মিন ইসমিহি আহমাদ, ২৩৮৩, আলবানি হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَ أَنْجَحَ وَ إِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ اُنْظُرُوْا هَلْ لِّعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلٰى ذٰلِكَ (تِرْمِذِيّ: بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ)

৩. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'কিয়ামতের দিন বান্দার আমল পর্যায়ে সর্বপ্রথম তার

নামাজ সম্পর্কে হিসেব নেয়া হবে। তার নামাজ যদি যথাযথ প্রমাণিত হয়, তবে সে সাফল্য লাভ করবে, আর যদি নামাজের হিসেবই খারাপ হয় তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরজ ইবাদাতে কোনোরূপ ঘাটতি হয়, তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা দেখ আমরা বান্দাহর কোন নফল ইবাদাত আছে কি না? যদি থাকে তাহলে উহার দ্বারা ফরজের ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর তার অন্যান্য আমলও অনুরূপ বিবেচিত হবে।' (তিরমিজি : বাবু মা জা'আ আন্না আউয়ালা মা ইউহাসাবু বিহিল আবদু : ইফা-৪১০)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ: مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو)

৪. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, 'একদা তিনি নামাজের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলেন অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এই নামাজ যথাযথভাবে ও সঠিক নিয়মে আদায় করতে থাকবে, তাদের জন্য কিয়ামতের দিন একটি নুর অকাট্য দলিল এবং মুক্তি নির্ধারিত হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাজ সঠিকভাবে আদায় করবে না, তার জন্য নুর অকাট্য দলিল এবং মুক্তি কিছুই হবে না; বরং কিয়ামতের দিন তার পরিণতি হবে কারুন, ফেরাউন, হামান, উবাই ইবনে খালফের সাথে।' (মুসনাদে আহমাদ : ৬২৮৮, মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ ﷺ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوْا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا (مُسْلِمٌ : بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ تُمْحَى بِهِ الْخَطَايَا وَتُرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ)

৫. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কারও বাড়ির সামনে যদি একটি প্রবহমান নদী থাকে এবং সে তাতে

প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, না। তার শরীরে কোনো ময়লাই থাকতে পারে না। রাসূল (সা.) বললেন, এই হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উদাহরণ। এর সাহায্যে আল্লাহ তাআলা যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেন। (মুসলিম : বাবুল মাশয়ি ইলাস সালাতি তুমহা বিহিল খাতায়া : ইফা-১৩৯৬)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ (بُخَارِيّ : بَابُ صِفَةِ النَّارِ)

৬. হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি (সা.) বলেছেন, '(গরমকালে জোহরের নামাজ গরমের প্রচণ্ডতা কমলে) নামাজ ঠান্ডার সময় পড়ো। কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের শ্বাস থেকেই উৎসারিত।' (বুখারি : বাবু ছিফাতিন নারি : ইফা-৩০৩১)।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ ﷺ قَالَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ (الْبُخَارِيّ : بَابُ فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ)

৭. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবি (সা.) বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যাতায়াত করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ততবার মেহমানদারির সামগ্রী তৈরি করে রাখেন।' (বুখারি : বাবু ফাদলি মান গাদা ইলাল মাসজিদি ওয়ামান রাহা, ইফা-৬২৯)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَطَهَّرَ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ مَشٰى إِلٰى بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيْضَةً مِّنْ فَرَائِضِ اللهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً وَالْأُخْرٰى تَرْفَعُ دَرَجَةً (مُسْلِمٌ : بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ تُمْحَى بِهِ الْخَطَايَا وَتُرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ)

৮. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের বাড়িতে পবিত্রতা অর্জন করল, অতঃপর আল্লাহর কোনো একটি ফরজ (নামাজ) আদায়ের উদ্দেশে মসজিদের দিকে রওয়ানা হলো, তার প্রতি দুই কদমের এক কদমে একটি গুনাহ মাফ এবং

পরবর্তী কদমে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে।' (মুসলিম : বাবুল মাশয়ি ইলাস সালাতি তুমহা বিহিলি খাতায়া : ইফা-১৩৯৫)

عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (أَبُوْ دَاودَ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ فِي الظُّلَمِ)

৯. হজরত বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবি (সা.) বলেছেন, 'যারা অন্ধকারে মসজিদের দিকে (নামাজের উদ্দেশে) বেশি পদচারণ করে তাদের কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নুরের সুসংবাদ দিন।' (আবু দাউদ : বাবু মা জা'আ ফিল মাশয়ি ইলাস সালাতি ফিযযুলামি : ইফা-৫৬১)

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِيْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ ثُمَّ يَنَامُ (البُخَارِيّ : بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِيْ جَمَاعَةٍ، مُسْلِمٌ : بَابُ فَضْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ)

১০. হজরত আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবি (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে দূরে বাস করে লোকদের মধ্যে (দূর থেকে এসে জামাআতে নামাজ পড়ার কারণে) তারই সাওয়াব বেশি হয়। আর এর চাইতে যে আরো দূরে থাকে তার সাওয়াব আরো বেশি হয়। যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে তার চাইতে ওই ব্যক্তির সাওয়াব বেশি যে ইমামের সাথে নামাজ পড়ার জন্য অপেক্ষা করে।' (বুখারি : বাবু ফাদলি সালাতিল ফাজরি ফি জামাআতিন : ইফা-৬২১, মুসলিম : বাবু ফাদলি কাসরাতিল খুতা ইলাল মাসাজিদি : ইফা-১৩৮৭)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً (بُخَارِيٌّ : بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، (مُسْلِمٌ : بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَبَيَانِ التَّشْدِيْدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا)

১১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, একাকী নামাজ পড়ার চাইতে জামাআতে নামাজ পড়ার ফজিলত সাতাশ গুণ বেশি। (বুখারি : বাবু ফাদলি সালাতিল জামাআতি : ইফা-৬১৭, মুসলিম : বাবু ফাদলি সালাতিল জামাআতি : ১৩৫২)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ ﷺ قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوَضُوْءِ عَلٰى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ (مُسْلِمٌ : بَابُ فَضْلِ اِسْبَاغِ الْوَضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ)

১২. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয়ের কথা বলব না, যার মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহ মোচন করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? সাহাবিগণ বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, কষ্ট সত্ত্বেও অজু করা, মসজিদে (নামাজের উদ্দেশে) অধিক পদচারণা এবং এক নামাজের পরে অন্য নামাজের অপেক্ষা করা। আর এটিই হচ্ছে সুদৃঢ় বন্ধন।' (মুসলিম : বাবু ফাদলি ইসবাগুল উদু আলার মাকারিহি : ইফা-৪৮০)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ (الترمذي)

১৩. হজরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'বান্দা ঈমানদার ও কুফুরির মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ করা।' (তিরমিজি : ইফা-২৬২১)

১২. জাকাত : اَلزَّكَاةُ

اَلزَّكَاةُ অর্থ পবিত্র করা, বৃদ্ধি করা।

আল কুরআন

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

১. 'তাদের সম্পদ থেকে সদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দুআ কর, নিশ্চয়ই তোমার দুআ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সূরা তাওবা-৯ : ১০৩)

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ○

২. 'যারা জাকাতের ব্যাপারে কর্মতৎপর হয়।' (সূরা মুমিনুন-২৩ : ৪)

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ○

৩. 'আর তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তা মূলত আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (তাই বৃদ্ধি পায়) এবং তারাই বহুগুণ সম্পদ প্রাপ্ত।' (সূরা রূম-৩০ : ৩৯)

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○

৪. 'নামাজ কায়েম কর জাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।' (সূরা বাকারা-২ : ৪৩)

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

৫. 'যারা জাকাত আদায় করে না, তারাই আখেরাত অস্বীকারকারী।' (সূরা হামিম আস সাজদাহ-৪১ : ৭)

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৬. 'নিশ্চয়ই সদাকা হচ্ছে ফকির ও মিসকিনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আজাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা তাওবা-৯ : ৬০)

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِي الصَّدَقٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ○

৭. 'আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সদাকাকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ কোনো অতি কুফরকারী পাপীকে ভালোবাসেন না।' (সূরা বাকারা-২ : ২৭৬)

فَاِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ؕ وَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৮. 'অতএব যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে দীনের মধ্যে তারা তোমাদের ভাই। আর আমি আয়াতসমূহ যথাযথভাবে বর্ণনা করি এমন কওমের জন্য যারা জানে।' (সূরা তাওবা-৯ : ১১)

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○

৯. 'তারা এমন যাদের আমি জমিনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, জাকাত আদায় করবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ

থেকে বিরত রাখবে। আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে।' (সূরা হজ-২২ : ৪১)

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ ۟

১০. 'অতএব তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধরো। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী!' (সূরা হজ-২২ : ৭৮)

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۪ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْصَارُ ۟ۙ

১১. 'সেসব লোক, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর জিকির, সালাত কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা সেদিনকে ভয় করে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।' (সূরা নুর-২৪ : ৩৭)

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۟

১২. 'আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পার।' (সূরা নুর-২৪ : ৫৬)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۪ وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَ لَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۟

১৩. 'হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি জমিন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।' (সূরা বাকারা-২ : ২৬৭)

وَ مَاۤ اَنۡفَقۡتُمۡ مِّنۡ نَّفَقَةٍ اَوۡ نَذَرۡتُمۡ مِّنۡ نَّذۡرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ یَعۡلَمُهٗ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِیۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ ۝

১৪. 'তোমরা যা কিছু ব্যয় কর অথবা যে কোন মান্নত কর তা অবশ্যই আল্লাহ জানেন। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।' (সূরা বাকারা-২ : ২৭০)

আল হাদিস

عنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلٰى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ النُصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (بُخَارِيٌّ: بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ (مُسْلِمٌ : بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ)

১. হজরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, 'আমি নবি কারিম (সা.)-এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছি নামাজ কায়েম করার জন্য, জাকাত দেওয়ার জন্য এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনার জন্য।' (বুখারি : বাবু ক্বাওলিন নাবিয়্যি আদ দ্বীনু আন নাসিহাতু : ইফা-৫৫, মুসলিম : বাবু বায়ানি আন্নাদ দ্বিনা আননাসিহাতু : ইফা-১০৫)

عنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِيْ بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا : (لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ) (بُخَارِيّ : بَابُ إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ)

২. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু সে উহার জাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে একটি ন্যাড়া সর্পে পরিণত করা হবে। তার থাকবে দুটি কালো দাগ। এই সর্প সেই ব্যক্তির গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সাপ উক্ত ব্যক্তির গলায় ঝুলে তার দু'গালে কামড়াতে

থাকবে এবং বলবে আমি-ই তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। অতঃপর তিনি সূরা আলে ইমরানের ১৮০ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করলেন।' (বুখারি : বাবু ইসমি মানিয়িজ জাকাতি : ইফা-১৩২১)

عنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُوْ بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرَ : يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عَنَاقًا كَانُوْ يُؤَدُّوْنَهَا إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِيْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (بُخَارِيّ : بَابُ قَتْلِ مَنْ أَبٰى قَبُوْلَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوْ إِلَى الرِّدَّةِ)

৩. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি কারিম (সা.) যখন ইন্তেকাল করলেন তখন আবু বকর (রা.) খলিফা নিযুক্ত হলেন। অতঃপর আরবদের মাঝে (যারা কুফরি করবে তারা) কিছু লোক কুফরি করল। ওমর (রা.) হজরত আবু বকর (রা.)-কে বললেন, আপনি এই লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করতে পারেন অথচ নবি কারিম (সা.) বলেছেন, লোকেরা যতক্ষণ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মেনে না নিবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। যদি কেহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার করে নেয়, তাহলে তার সম্পদ ও জান নিরাপত্তা লাভ করবে। অবশ্য উহার ওপর ইসলামের হক কখনো ধার্য হলে অন্য কথা। আর উহার হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। তখন হজরত আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহর শপথ! যে লোকই নামাজ ও জাকাতের পার্থক্য সৃষ্টি করবে তারই বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব। কেননা জাকাত হচ্ছে

মালের হক। আল্লাহর শপথ! যদি রাসূলের সময় জাকাত বাবদ দিত এমন একটি উটের বাচ্চাও দেওয়া বন্ধ করে তবে অবশ্যই আমি উহা দেওয়া বন্ধ করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। তখন হজরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, উহা আর কিছু নয়, আমার মনে হলো, আল্লাহ যেন আবু বকরের অন্তর যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং বুঝতে পারলাম যে উহাই ঠিক।' (বুখারি : বাবু ক্বাতলি মান আবা কুবুলাল ফারায়িজি : ইফা-৬৪৫৬)

১৩. সাওম : اَلصَّوْمُ

اَلصَّوْمُ অর্থ সংযম, বিরত থাকা, কঠোর সাধনা করা।

আল কুরআন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

১. ‘হে ওইসব লোক, যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করে দেওয়া হয়েছে, যেমন তোমাদের আগের নবিগণের উম্মতের ওপর ফরজ করা হয়েছিল। এর ফলে আশা করা যায়, তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ পয়দা হবে।’ (সূরা বাকারা-২ : ১৮৩)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

২. ‘রমজান ওই মাস, যে মাসে আল কুরআন নাজিল করা হয়েছে; যা মানুষের জন্য পুরোটাই হিদায়াত, যা এমন স্পষ্ট উপদেশে পূর্ণ যে, তা সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে। তাই এখন থেকে যে ব্যক্তি এ মাস পায় তার অবশ্য কর্তব্য, সে যেন পুরো মাস রোজা রাখে। আর যে অসুস্থ বা সফরে থাকে, সে যেন অন্য সময় ওই দিনগুলোর রোজা করে নেয়। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা-ই চান, যা কঠিন তা তিনি চান না। তোমাদের এ জন্যই এ নিয়ম দেওয়া হয়েছে, যাতে তোমরা রোজার সংখ্যা পূর্ণ করতে পারো, আর যে হেদায়াত আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন এর জন্য তোমরা আল্লাহর বড়োত্ব প্রকাশ করতে পারো এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারো।’ (সূরা বাকারা-২ : ১৮৫)

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۠ وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۠ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَ لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِي الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

৩. 'সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা নিজেদের সাথে খিয়ানত করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদের ক্ষমা করেছেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান করো। আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো। আর তোমরা মাসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না। এটা আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য স্পষ্ট করেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।' (সূরা বাকারা-২ : ১৮৭)

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَ اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

৪. 'কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের রোজা। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, তাহলে সে অন্য সময় যেন এ দিনগুলোর রোজা আদায় করে নেয়। এরপরও যাদের ওপর রোজা একান্ত কষ্টকর হবে তারা যেন ফিদইয়া দেয়। এক রোজার ফিদইয়া হলো একজন মিসকিনকে খাওয়ানো। তবে যদি কেউ এর চাইতে বেশি দিয়ে ভালো করতে চায় তাহলে এ

অতিরিক্ত কাজ তার জন্য হবে কল্যাণকর। অবশ্য তোমরা যদি রোজা রাখতে পারো তাহলে সেটাই তোমাদের জন্য ভালো। যদি তোমরা রোজার উপকারিতা সম্পর্কে জানতে।' (সূরা বাকারা-২ : ১৮৪)

আল হাদিস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه (بُخَارِيّ: بَابُ صَوْمِ رَمَضَانَ اِحْتِسَابًا مِنَ الْإِيْمَانِ، مُسْلِمٌ: بَابُ التَّرْغِيْبِ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيْحُ)

১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে লোক রমজান মাসের রোজা রাখবে ঈমান ও সওয়াবের আশায় তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।' (বুখারি : বাবু সাওমি রামাদানা ইহতিসাবান মিনাল ঈমান : ইফা-৩৭, মুসলিম : বাবুত তারগিব ফি কিয়ামি রামাদানা : ইফা-১৬৫৪)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ (نَسَائِيّ: ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلٰى مَعْمَرٍ فِيْهِ)

২. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের নিকট রমজান উপস্থিত। এটি অত্যন্ত বরকতময় মাস। আল্লাহ তাআলা এ মাসে তোমাদের প্রতি রোজা ফরজ করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর অবাধ্য শয়তানগুলোকে আটক করে রাখা হয়। আল্লাহর জন্য এ মাসে একটি রাত আছে যা হাজার মাসের চেয়েও অনেক উত্তম। যে লোক এ রাত্রির কল্যাণ হতে বঞ্চিত হলো, সে সত্যই বঞ্চিত ব্যক্তি।' (নাসায়ি : জিকরুল ইখতিলাফি আলা মা মারিন ফিহি : ইফা-২১১০)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّيْ صَائِمٌ إِنِّيْ صَائِمٌ (مُوَطَّا مَالِكٍ : بَابُ جَامِعِ الصِّيَامِ)

৩. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'রোজা ঢালস্বরূপ। তোমাদের কেউ কোনদিন রোজা রাখলে তার মুখ থেকে যেন খারাপ কথা বের না হয়, সে যাতে মূর্খতাসুলভ আচরণ না করে। যদি কেউ তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হয় কিংবা গালমন্দ করে সে যেন বলে আমি রোজাদার। নিশ্চয়ই আমি রোজাদার।' (মুয়াত্তা মালেক : বাবু জামেয়েস সিয়ামি : ৬০২, আবু দাউদ : ইফা-২৩৫৫)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ (مُسْنَدُ اَحْمَدَ : مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو)

৪. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'রোজা ও কুরআন রোজাদার বান্দার জন্য (আল্লাহর নিকট) কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, হে আল্লাহ! আমি এ ব্যক্তিকে দিনে খাবার ও অন্যান্য কামনা-বাসনা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি, আপনি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, হে আল্লাহ! আমি এ ব্যক্তিকে রাতের নিদ্রা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি, আপনি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। অতঃপর আল্লাহ তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন।' (মুসনাদে আহমদ : ৬৩৩৭, মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَّدَعَ طَعَامَه وَشَرَابَه (بُخَارِيّ : بَابُ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ)

৫. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং তদনুযায়ী আমল পরিত্যাগ করতে পারল

না, তবে এমন ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।' (বুখারি : বাবু মান লাম ইয়াদা' ক্বাওলাজ জূরি : ইফা-১৭৮২)

عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَقُوْمُوْنَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوْا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ (بُخَارِيّ : بَابُ الرَّيَّانِ لِلصَّائِمِيْنَ، مُسْلِم : بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ)

৬. হজরত সাহল ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'জান্নাতের একটি দরজা আছে যাকে বলা হয় রাইয়ান। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন একমাত্র রোজাদার লোকেরাই প্রবেশ করবে। তারা ব্যতীত অন্য কেউ এ পথে প্রবেশ করতে পারবে না। সেদিন এই বলে ডাক দেওয়া হবে রোজাদার লোকেরা কোথায়? তারা যেন এ পথে প্রবেশ করে। এভাবে সকল রোজাদার ভেতরে প্রবেশ করার পর দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। অতঃপর আর কেউ এ পথে প্রবেশ করতে পারবে না।' (বুখারি : বাবুর রাইয়ান লিস সায়িমীনা : ইফা-১৭৭৫, মুসলিম : বাবু ফাদলিস সিয়ামি : ইফা-২৫৮১)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا (الْبُخَارِيُّ : بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، مُسْلِم : بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ)

৭. হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবি কারিম (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন রোজা রাখবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছর দূরে সরিয়ে রাখবেন।' (বুখারি : বাবু ফাদলিস সাওমি ফি সাবিলিল্লাহ : ইফা-২৬৪৩; মুসলিম : বাবু ফাদলিস সিয়ামি ফি সাবিলিল্লাহ : ইফা-২৫৮৪)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِيْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوْفُ فِيْهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ (مُسْلِم: بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ)

৮. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব ১০ গুণ হতে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেছেন, রোজা এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কেননা তা কেবল আমারই জন্য আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব। রোজা পালনে আমার বান্দা আমারই সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় ইচ্ছা, বাসনা ও নিজের পানাহার পরিত্যাগ করে থাকে। রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দ ১. একটি ইফতারের সময় ২. অপরটি তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়। নিশ্চয়ই জেনে রেখ, রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরির সুগন্ধি হতেও অনেক উত্তম।’ (মুসলিম : বাবু ফাদলিস সিয়ামি : ইফা-২৫৭৮)

১৪. হজ : اَلْحَجُّ

اَلْحَجُّ অর্থ সংকল্প করা, ইচ্ছা পোষণ করা।

আল কুরআন

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَ مَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ○

১. 'তাতে রয়েছে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, মাকামে ইবরাহিম। আর যে তাতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে এবং সামর্থ্যবান মানুষের ওপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ করা ফরজ। আর যে কুফরি করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয়ই সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ৯৭)

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوْقَ ۙ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ؕ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَ اتَّقُوْنِ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ○

২. 'হজের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ। অতএব এই মাসসমূহে যে নিজের ওপর হজ আরোপ করে নিলো, তার জন্য হজে অশ্লীল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়। আর তোমরা ভালো কাজের যা করো, আল্লাহ তা জানেন এবং পাথেয় গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই উত্তম পাথেয় তাকওয়া। আর হে বিবেক সম্পন্নগণ, তোমরা আমাকে ভয় করো।' (সূরা বাকারা-২ : ১৯৭)

وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَ لَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ ٚ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ اِذَا

رَجَعْتُمْ ۭ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۭ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ۝

৩. 'আর হজ ও উমরা আল্লাহর জন্য পূর্ণ করো। অতঃপর যদি তোমরা আটকে পড় তবে যে পশু সহজ হবে (তা জবেহ কর)। আর তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করো না, যতক্ষণ না পশু তার যথাস্থানে পৌঁছে। আর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ কিংবা তার মাথায় যদি কোনো কষ্ট থাকে তবে সিয়াম কিংবা সদাকা অথবা পশু জবেহ এর মাধ্যমে ফিদয়া দেবে। আর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যে ব্যক্তি উমরার পর হজ সম্পাদনপূর্বক তামাত্তু করবে, তবে যে পশু সহজ হবে, তা জবেহ করবে। কিন্তু যে তা পাবে না তাকে হজে তিন দিন এবং যখন তোমরা ফিরে যাবে, তখন সাত দিন সিয়াম পালন করবে। এই হলো পূর্ণ দশ। এই বিধান তার জন্য, যার পরিবার মাসজিদুল হারামের অধিবাসী নয়। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ আজাবদানে কঠোর।' (সূরা বাকারা-২ : ১৯৬)

وَ اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ۝

৪. 'আর আপনি সকল মানুষের হজের জন্য ডাক দিন। তারা (এ ডাকে সাড়া দিয়ে) দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে ও উটে চড়ে আসবে।' (সূরা হজ-২২ : ২৭)

اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ۭ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ۝

৫. 'নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে গণ্য। তাই যে আল্লাহর ঘরে হজ বা উমরা করে, তাদের জন্য এ দুটো পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ানো কোনো গুনাহের কাজ নয়। আর যে নিজের মর্জি ও আগ্রহে কোনো ভালো কাজ করবে, আল্লাহর তা জানা আছে এবং তিনি এর মূল্য দেবেন।' (সূরা বাকারা-২ : ১৫৮)

وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِيْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَ رَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ

৬. 'আর মহান হজের দিন মানুষের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। অতএব, যদি তোমরা তাওবা করো, তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা ফিরে যাও, তাহলে জেনে রাখো, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর যারা কুফরি করেছে, তাদের তুমি যন্ত্রণাদায়ক আজাবের সুসংবাদ দাও।' (সূরা তাওবা-৯ : ৩)

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ جٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۘ

৭. 'তোমরা কি হাজিদের পানি পান করানো ও মসজিদে হারামের খেদমত করাকে ওই লোকদের কাজের সমান মনে করে নিয়েছ, যে ঈমান এনেছে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি এবং যে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে? আল্লাহর কাছে তো এরা দুজন সমান নয়। আর আল্লাহ জালিম কাওমকে হিদায়াত করেন না।' (সূরা তাওবা-৯ : ১৯)

আল হাদিস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْه أُمُّه (البخاريّ: بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالٰى (فَلَا رَفَثَ مُسْلِم: بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ)

১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এ ঘরে হজ করতে এলো, অতঃপর স্ত্রী সঙ্গম করেনি, কোনো প্রকার অশ্লীলতায় নিমজ্জিত হয়নি, তবে সেখান থেকে তেমন পবিত্র হয়ে ফিরে আসে, যেমন নিষ্পাপ অবস্থায় তার মা তাকে ভূমিষ্ঠ করেছিল।'

(বুখারি : বাবু ক্বাওলিল্লাহি 'ফালা রাফাছা' : ইফা-১৭০২, মুসলিম : বাবু ফাদলিল হাজ্জি ওয়াল উমরাতি : ইফা-৩১৬১)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتّٰى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلٰى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ (مُسْلِم: بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِيْ الْعُمُرِ)

২. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের সম্মুখে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, 'হে লোক সকল নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর হজ ফরজ করেছেন। অতএব তোমরা হজ করো। অতঃপর এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), প্রতি বছরই কি হজ পালন করতে হবে? রাসূল (সা.) কিছু বলা থেকে বিরত রইলেন। এভাবে তিনবার প্রশ্ন করার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম তাহলে প্রতি বছর হজ পালন আবশ্যক হয়ে যেত। আর তখন তোমরা সক্ষম হতে না। অতঃপর তিনি বললেন, আমি তোমাদের যা বলি তার ওপর আমাকে ছেড়ে দাও। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে অধিক প্রশ্ন করার কারণে এবং তাদের নবিদের সাথে মতপার্থক্য করার কারণে। অতএব আমি যখন তোমাদের কোনো বিষয়ের নির্দেশ দেই তোমরা সাধ্যমত তা পালন কর। আর যখন কোনো বিষয় থেকে নিষেধ করি তা তোমরা বর্জন করো। (মুসলিম : বাবু ফারদিল হাজ্জি মররাতান ফিল উমুরি : ইফা-৩১২৭)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ. قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ

حَجٌّ مَبْرُوْرٌ (بُخَارِي: بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيْمَانَ هُوَ الْعَمَلُ، مُسْلِم: بَابَ بَيَانِ كَوْنِ الْإِيْمَانِ بِاللهِ تَعَالٰى أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ)

৩. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘কোন আমল অধিক উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোনটি? তিনি বললেন কবুল হওয়া হজ।’ (বুখারি : বাবু মান কালা ইন্নাল ঈমানা হুয়াল আমালু : ইফা-২৫, মুসলিম : বাবু বায়ানি কাওনিল ঈমানি বিল্লাহি আফদালুল আ’মালি : ইফা-১৫১)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ (تِرمِذِيّ: بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ثَوَابِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)

৪. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা হজ ও ওমরা পরপর সঙ্গে সঙ্গে আদায় করো। কেননা এ দুটি কাজ দারিদ্র্য ও গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যেমন, রেত লোহার মরিচা ও স্বর্ণ রৌপ্যের জঞ্জাল দূর করে দেয়। আর কবুল হওয়া হজের সাওয়াব জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।’ (তিরমিজি : বাবু মা জা’আ ফি সাওয়াবিল হাজ্জি ওয়াল উমরাতি : ইফা-৮০৮)

১৫. শাহাদাত : اَلشَّهَادَةُ

اَلشَّهَادَةُ অর্থ সাক্ষ্য দেওয়া, উপস্থিত হওয়া।

আল কুরআন

وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ۝

১. ‘যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। এরা তো আসলে জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের ধারণা হয় না।’ (সূরা বাকারা-২ : ১৫৪)

وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ۝

২. ‘যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না। তারা তো আসলে জীবিত। তারা তাদের রবের কাছে রিজিক পাচ্ছে।’ (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৬৯)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ قٰتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ۝

৩. ‘অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কোনো পুরুষ অথবা মহিলা আমলকারীর আমল নষ্ট করব না। তোমাদের একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং যাদের তাদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং যাদের আমার রাস্তায় কষ্ট দেওয়া হয়েছে, আর যারা যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের ত্রুটি–বিচ্যুতিসমূহ বিলুপ্ত করে দেবো এবং তাদের প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে

প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ; আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানস্বরূপ। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৯৫)

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَ الشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَ نُوْرُهُمْ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۟

৪. 'আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনে, তারাই তাদের রবের নিকট সিদ্দিক ও শহিদ। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিফল এবং তাদের নুর। আর যারা কুফরি করে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।' (সূরা হাদিদ-৫৭ : ১৯)

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ ۚ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۟

৫. 'যারা আল্লাহ ও রাসূলের কথা মেনে চলবে তারা ওইসব লোকের সাথেই থাকবে, যাদের ওপর আল্লাহ নিয়ামত বর্ষণ করেছেন। তাঁরা হলেন-নবি, সিদ্দিক, শহিদ ও সালিহ (নেক) লোকগণ। তাঁরা কতই না ভালো সাথী।' (সূরা নিসা-৪ : ৬৯)

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

৬. 'আর যারা আল্লাহর পথে হিজরত করে, অতঃপর নিহত হয় কিংবা মারা যায়, তাদের অবশ্যই আল্লাহ উত্তম রিজিক দান করবেন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহই সর্বোৎকৃষ্ট রিজিকদাতা।' (সূরা হজ-২২ : ৫৮)

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۟ۙ

৭. 'যদি তোমাদের কোন আঘাত স্পর্শ করে থাকে তবে তার অনুরূপ আঘাত উক্ত কওমকেও স্পর্শ করেছে। আর এইসব দিন আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন করি এবং যাতে আল্লাহ ঈমানদারদের জেনে নেন এবং

তোমাদের মধ্য থেকে শহিদদের গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ জালিমদের ভালোবাসেন না।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৪০)

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۖ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ○

৮. 'অতএব তোমরা যখন কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত করো। পরিশেষে তোমরা যখন তাদের সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করবে তখন তাদের শক্তভাবে বেঁধে নাও। তারপর হয় অনুগ্রহ না হয় মুক্তিপণ আদায়, যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা রেখে দেয়। এটাই বিধান। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না।' (সূরা মুহাম্মদ-৪৭ : ৪)

আল হাদিস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ (بُخَارِيّ : بَابُ تَمَنَّى الْمُجَاهِدِ أَنْ يَّرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا)

১. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলে কারিম (সা.) বলেছেন, 'জান্নাতে প্রবেশের পরে একমাত্র শহিদ ব্যতীত আর কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না। যদিও তার জন্য দুনিয়ার সবকিছুই নিয়ামত হিসেবে থাকবে। কিন্তু শহিদ সে দুনিয়ায় ফিরে এসে দশবার শহিদি মৃত্যুবরণের আকাঙ্ক্ষা করবে। কেননা বাস্তবে সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখতে

পাবে।' (বুখারি : বাবু তামান্নাল মুজাহিদি আন ইয়ারজেয়া ইলাদ দুনিয়া : ইফা-২৮১৭)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ وَالّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ لَا أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا تَطِيْبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنِّيْ وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ اَنِّيْ أُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ (بُخَارِيّ : بَابُ تَمَنَّى الشَّهَادَةِ)

২. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবি (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'সে মহান সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি কিছু সংখ্যক মুসলমান এমন না হতো যারা আমার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করাকে আদৌ পছন্দ করবে না এবং যাদের সবাইকে আমি সাওয়ারি জন্তুও সরবরাহ করতে পারব না বলে আশঙ্কা হতো, তাহলে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোনো ক্ষুদ্র সেনাদল থেকেও আমি দূরে থাকতাম না। সে মহান সত্তার শপথ। যার হাতে আমার প্রাণ! আমার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় হচ্ছে আমি আল্লাহর পথে শহিদ হয়ে যাই অতঃপর জীবন লাভ করি এবং আবার শহিদ হই, পুনরায় জীবন লাভ করি এবং আবার শহিদ হই।' (বুখারি : বাবু তামান্নাশ শাহাদাতি : ইফা-২৬০৪)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ اَلَا تُحَدِّثُنِيْ عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ اِجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِيْ الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلٰى (بُخَارِيٌّ: بَابُ مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ)

৩. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। বারা ইবনে আজেব এর কন্যা উম্মে রুবাই আর তিনি হচ্ছেন হারেসা ইবনে সুরাকার মাতা। নবি

কারিম (সা.)-এর নিকট এসে বললেন, ‘হে আল্লাহর নবি! আমাকে হারেসা সম্পর্কে কিছু বলুন। হারেসা বদরের যুদ্ধে অদৃশ্য তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে, সে যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবেই ধৈর্য ধারণ করব অন্যথায় আমি তার জন্য আমার অঝোর নয়নে কাঁদব। তিনি বললেন, হে হারেসার মা জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে আর তোমার পুত্র সেখানে সর্বোচ্চ ফেরদাউস লাভ করেছে।’ (বুখারি : বাবু মান আতাহু সাহমুন গারবুন ফাক্বাতালাহু : ইফা-২৬১৪)

عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِيْ يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ (بُخَارِيُّ: بَابُ غَزْوَةِ أُحُدٍ)

৪. হজরত আমর ইবনে দ্বিনার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, ‘ওহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবি কারিম (সা.)-কে বলল, আমি যদি নিহত হই তাহলে আমার অবস্থা কী হবে? নবিজি বললেন, জান্নাতে থাকবে। তখন সে তার হাতের খেজুরগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াই করল এবং শহিদ হলো।’ (বুখারি : বাবু গজওয়াতে উহুদ : ইফা-৩৭৫০)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ وَقَالَ مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا قَالَ أَيُّوْبُ أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (بُخَارِيُّ: بَابُ تَمَنَّى الشَّهَادَةِ)

৫. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন (মুতার যুদ্ধে সেনাদল পাঠানোর পর একদিন) রাসূলুল্লাহ (সা.) খুতবা দিতে গিয়ে বললেন, জায়েদ পতাকা ধারণ করল অতঃপর শাহাদাত বরণ করল।

তারপর জাফর পতাকা ধারণ করল সেও শহিদ হলো। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধারণ করল কিন্তু সেও শাহাদাত বরণ করো। তারপর খালিদ বিন ওয়ালিদকে কেউ নেতা মনোনীত করা ছাড়াই সে পতাকা ধারণ করল। এতে বিজয় লাভ করল। নবি (সা.) আরও বললেন, তারা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ না করে আমাদের মাঝে থাকলে তা আমাদের জন্য এখনকার চেয়ে আনন্দদায়ক হতো না। বর্ণনাকারী আইয়ুব বলেন, নবি কারিম (সা.) বলেছিলেন, তারা শহিদ না হয়ে আমাদের মাঝে থাকলে (এখনকার চেয়ে) বেশি আনন্দিত হতো না। এ কথাগুলো বলার সময় নবিজির দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। (বুখারি : বাবু তামান্নাশ শাহাদাতি : ইফা-২৬০৫)

১৬. বাইয়াত : اَلْبَيْعَةُ

اَلْبَيْعَةُ অর্থ লেনদেন, চুক্তি, আনুগত্যের শপথ, অঙ্গীকার।

আল কুরআন

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۟

১. '(হে রাসূল!) যারা আপনার হাতে বাইয়াত করছিল তারা (আসলে) আল্লাহর কাছে বাইয়াত করছিল, তাদের হাতের ওপর আল্লাহর হাত ছিল। এখন যে এ ওয়াদা ভঙ্গ করবে এর কুফল তার ওপরই পড়বে। আর আল্লাহর সাথে ওয়াদা করে যে তা পূরণ করবে, আল্লাহ শিগগিরই তাকে বড়ো পুরস্কার দেবেন।' (সূরা ফাতহ-৪৮ : ১০)

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ اَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ۟

২. '(হে রাসূল!) আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, যখন তাঁরা গাছের তলায় আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করছিল। তাদের মনের অবস্থা তাঁর জানা ছিল। তাই তিনি তাদের ওপর সান্ত্বনা নাজিল করলেন এবং পুরস্কার হিসেবে নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন।' (সূরা ফাতহ-৪৮ : ১৮)

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ ۫ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ؕ وَ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۟

৩. '(আসলে ব্যাপার হলো) আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল বেহেশতের বদলে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে,

(দুশমনকে) মারে এবং (নিজেরাও) নিহত হয়। তাদের (বেহেশত দেওয়ার ওয়াদা) আল্লাহর দায়িত্ব একটি মজবুত ওয়াদা যা তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে (করা হয়েছে)। ওয়াদা পালনে আল্লাহর চেয়ে বেশি যোগ্য আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে যে বেচাকেনার কারবার করেছ, সে বিষয়ে খুশি হয়ে যাও। এটাই সবচেয়ে বড়ো সফলতা।' (সূরা তাওবা-৯ : ১১১)

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّ لَا يَسْرِقْنَ وَ لَا يَزْنِيْنَ وَ لَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَ لَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ وَ لَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৪. 'হে নবি! যখন মুমিনা নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাইয়াত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোনো অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না। তখন তুমি তাদের বাইয়াত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা মুমতাহিনা-৬০ : ১২)

আল হাদিস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَه وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً (مُسْلِمٌ : بَابُ وُجُوْبِ مُلَازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ)

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে তার হাতকে খুলে ফেলল, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমনভাবে যে, তার বলার কিছু থাকবে না, আর যে ব্যক্তি বাইয়াতের বন্ধন ছাড়াই মারা গেল সে

জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।' (মুসলিম : বাবু উজুবি মুলাজামাতি জামায়াতিল মুসলিমিন : ইফা-৪৬৪০)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ (بُخَارِيُّ: بَابُ كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ)

২. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতাম শ্রবণ ও আনুগত্যের ওপর। আর তিনি আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী উক্ত আমল করতে বলতেন।' (বুখারি : বাবু কাইফা ইউবায়িউল ইমামুন নাসা : ইফা-৬৭০৯)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلٰى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلٰى أَنْ لَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَه وَعَلٰى أَنْ نَّقُوْلَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ (مُسْلِمٌ : بَابُ وَجُوْبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ)

৩. হজরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছি শ্রবণ ও আনুগত্যের ব্যাপারে এবং এটা সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা, আগ্রহ-অনাগ্রহ এবং নিজের তুলনায় অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া সর্বাবস্থায়-ই প্রযোজ্য। আমরা আরও বাইয়াত গ্রহণ করেছি এ মর্মে যে, আমরা কোনো ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হব না এবং সর্বাবস্থায় সত্যের ওপর অটল থাকব। এ ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করব না।' (মুসলিম : বাবু উজুবি তায়াতিল উমারা : ইফা-৪৬১৬)

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِيْ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (بُخَارِيُّ: بَابُ كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ، مُسْلِمٌ : بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّيْنَ النَّصِيْحَةُ)

৪. হজরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি

নবি কারিম (সা.)-এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের বাইয়াত গ্রহণ করেছি। অতঃপর তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে আমি যেন সাধ্যমতো এ কাজ করি এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করি।' (বুখারি : বাবু কাইফা ইউবায়িউল ইমামুন নাসা : ইফা-৬৭১১, মুসলিম : বাবু বায়ানি আন্নাদ দ্বীনা আননাসিহাতু : ইফা-১০৭)

عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِيْ يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِيْ (ابُخَارِيُّ: بَابُ مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ)

৫. হজরত সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরা গাছের নিচে রাসূল (সা.)-এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, হে সালামা! তুমি কি বাইয়াত গ্রহণ করবে না? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমি তো প্রথমবার বাইয়াত গ্রহণ করেছি। তিনি বললেন, দ্বিতীয়বার (বাইয়াত গ্রহণ) করবে না?' (বুখারি : বাবু মান বাইয়া মাররাতাইন : ইফা-৬৭১৫)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَصَابَه وَعْكٌ فَقَالَ أَقِلْنِيْ بَيْعَتِيْ فَأَبٰى ثُمَّ جَائَهُ فَقَالَ اَقِلْنِيْ بَيْعَتِيْ فَأَبٰى فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِيْ خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيْبُهَا (بُخَارِيُّ: بَابُ بَيْعَةِ الْأَعْرَابِ)

৬. হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। একজন বেদুইন রাসূল (সা.)-এর নিকট ইসলামের ওপর বাইয়াত গ্রহণ করল অতঃপর সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। এতে সে রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে বলল, 'আমার বাইয়াত ফিরিয়ে নিন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। লোকটি আবার রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে বলল, আমার বাইয়াত ফিরিয়ে নিন। রাসূল (সা.) আবার অস্বীকৃতি জানালে সে বেরিয়ে গেল। অতঃপর রাসূল

(সা.) বললেন, মদিনা হলো কামারের হাপরের ন্যায় যা তার মরিচা বিদূরিত করে আর তার ভালো রূপটি বিকশিত করে।' (বুখারি : বাবু বাইয়াতিল আ'রাবি : ইফা-৬৭১৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَّا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيْقِ يَمْنَعُ مِنْهُ اِبْنَ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيْدُ وَفٰى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا (بُخَارِيٌّ: بَابُ مَنْ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا)

৬. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ধরনের ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। ১. এমন ব্যক্তি যার নিকট সফরে অতিরিক্ত পানি আছে অথচ তা থেকে কোন মুসাফিরকে দেয় না। ২. আর যে ব্যক্তি কেবল দুনিয়াবি স্বার্থে নেতার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে। তার কাঙ্ক্ষিত জিনিস তাকে দেওয়া হলে সে বাইয়াত পূর্ণ করে অন্যথায় পূর্ণ করে না। ৩. আর যে ব্যক্তি আসরের পরে কারও নিকট কোনো পণ্য বিক্রি করে আর আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, আমি এত, এত কম দামে তা ক্রয় করেছি। ফলে ক্রেতা তাকে বিশ্বাস করে ক্রয় করে অথচ সে ওই দামে ক্রয় করেনি।' (বুখারি : মান বাইআয়া রাজুলান লাইবায়িহু ইল্লা লিদদুনিয়া : ইফা-৬৭১৯)

১৭. আল্লাহর পথে ব্যয় : اَلْإِنْفَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

আল কুরআন

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

১. 'তোমাদের ওইসব জিনিস, যা তোমরা ভালোবাস তা (আল্লাহর পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা নেকি হাসিল করতে পারো না। আর তোমরা যা কিছু খরচ করবে তা আল্লাহর অজানা থাকবে না।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ৯২)

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ.

২. 'তাদের হিদায়াত করার দায়িত্ব তোমার নয়, কিন্তু আল্লাহ যাকে চান হিদায়াত করেন এবং তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করো, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই। আর তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করো এবং তোমরা কোনো উত্তম ব্যয় করলে তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।' (সূরা বাকারা-২ : ২৭২)

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَاۤ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّ لَاۤ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৩. 'যারা তাদের মাল আল্লাহর পথে খরচ করে এবং এরপর তা বলে বেড়ায় না ও কষ্ট দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে রয়েছে। তাদের কোনো চিন্তা ও ভয়ের কারণ নেই।' (সূরা বাকারা-২ : ২৬২)

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

৪. 'যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশো দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।' (সূরা বাকারা-২ : ২৬১)

وَ اَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَاۤ اَخَّرْتَنِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَ اَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ وَ لَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

৫. 'আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি, তোমাদের কারও মৃত্যু আসার আগেই তা থেকে তোমরা খরচ করো। মৃত্যুর সময় সে বলে, হে আমার রব! আমাকে কেন আরেকটু সময় দিলে না, তাহলে আমি দান করতাম ও নেক লোকদের মধ্যে শামিল হতাম। অথচ যখন কারও (কাজ করার) সময় পূর্ণ হয়ে যায় আল্লাহ তাআলা তা কখনও বিলম্ব করেন না। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ এর খবর রাখেন।' (সূরা মুনাফিকুন-৬৩ : ১০-১১)

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৬. 'যারা সব অবস্থায়ই নিজেদের মাল খরচ করে খারাপ অবস্থাই থাকুক আর ভালো অবস্থাই থাকুক; যারা রাগকে দমন করে এবং অপরের দোষ মাফ করে দেয়; এমন নেকলোক আল্লাহ খুব পছন্দ করেন।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৩৪)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَ لَا خُلَّةٌ وَّ لَا شَفَاعَةٌ ؕ وَ الْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

৭. 'হে ওইসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করো, ওই দিনটি আসার আগে, যেদিন কোনো

কেনাবেচা হবে না, কোনো বন্ধুত্ব কাজে আসবে না এবং কোনো সুপারিশ চলবে না। আসলে তারাই জালিম, যারা কুফরির নীতি গ্রহণ করে।' (সূরা বাকারা-২ : ২৫৪)

وَ لَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً وَّ لَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۝

৮. 'আর তারা স্বল্প কিংবা অধিক যা-ই ব্যয় করে এবং অতিক্রম করে যে প্রান্তরই, তা তাদের জন্য লিখে দেওয়া হয়, যাতে তারা যা আমল করত, আল্লাহ তাদের তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেন।' (সূরা তাওবা-৯ : ১২১)

আল হাদিস

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كُتِبَتْ لَه بِسَبْعِ مِأَةِ ضِعْفٍ (تِرْمِذِيّ : بَابُ مَاجَاءَ فِيْ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ)

১. হজরত খুরাইম ইবনে ফাতেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে আল্লাহ তাআলার পথে একটি জিনিস দান করল, তার জন্য সাতশত গুণ সওয়াব লেখা হবে।' (তিরমিজি : বাবু মা জা'আ ফি ফাদলিন নাফাকাতি ফি সাবিলিল্লাহি : ইফা-১৬৩১)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهِلُ حَتّٰى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ (بُخَارِيٌّ: بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الشَّحِيْحِ)

২. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি নবি কারিম (সা.)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) ! কোন অবস্থার দান ফলাফলের দিক থেকে সর্বোত্তম? রাসূল (সা.) বললেন, তোমার সুস্থ ও উপার্জনক্ষম অবস্থার দান যখন তোমার দরিদ্র হওয়ার ভয় থাকে এবং ধনী হওয়ারও আশা থাকে। তুমি সে পর্যন্ত অপেক্ষা করো না যে, তোমার

প্রাণ কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছাবে তখন তুমি বলবে, অমুকের জন্য এটা, তমুকের জন্য এটা, (অথচ ইতোমধ্যে) তা কারও কারও জন্য তা নির্ধারিত হয়ে গেছে।' (বুখারি : বাবু ফাদলি সাদাকাতিশ সাহিহ : ইফা-১৩৩৬)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُه الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُه عَلٰى عِيَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلٰى دَابَّتِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى أَصْحَابِه فِيْ سَبِيْلِ اللهِ (مُسْلِمٌ : بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوْكِ)

৩. হজরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'সর্বোত্তম অর্থ হলো তা, যা কোনো ব্যক্তি নিজের সন্তান সন্ততি ও পরিবারের জন্য ব্যয় করে। সে অর্থও উত্তম, যা কোনো ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে রক্ষিত পশুর জন্য ব্যয় করে। আর সে অর্থও উত্তম যা সে জিহাদে অংশগ্রহণকারী স্বীয় সঙ্গী-সাথীদের জন্য ব্যয় করে।' (মুসলিম : বাবু ফাদলিন নাফাকাতি আলাল ইয়ালি ওয়াল মামলুকি : ইফা-২১৮২)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ تَعَالٰى أَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ (بُخَارِيٌّ: بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ)

৪. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাক, আমিও তোমাকে দান করব।' (বুখারি : বাবু ফাদলিন নাফাকাতি আলাল আহলি : ইফা-৪৯৬১)

১৮. মুমিনের গুণাবলী : صِفَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ

আল কুরআন

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

১. ‘ঈমানদার তো ওইসব লোক, যাদের দিল আল্লাহর কথা শুনলে কেঁপে ওঠে, যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের রবের ওপর ভরসা রাখে, যারা নামাজ কায়েম করে এবং যা কিছু আমি তাদের দিয়েছি তা থেকে (আমার পথে) খরচ করে। তারাই সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে বড়ো মর্যাদা, গুনাহের ক্ষমা ও উত্তম রিজিক আছে।’ (সূরা আনফাল-৮ : ২-৪)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

২. ‘অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়াবনত। আর যারা অনর্থক কথাকর্ম থেকে বিমুখ। আর যারা জাকাতের ক্ষেত্রে সক্রিয়। আর যারা তাদের নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাজতকারী। তবে তাদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসী যার মালিক হয়েছে তারা ছাড়া, নিশ্চয়ই এতে

তারা নিন্দিত হবে না। অতঃপর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। আর যারা নিজেদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্নবান। আর যারা নিজেদের সালাতসমূহ হিফাজত করে। তারাই হবে উত্তরাধিকারী। তারা ফিরদাউসের অধিকারী হবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।' (সূরা মুমিনুন-২৩ : ১-১১)

اَلَّذِیۡنَ یَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَاۤ اِنَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ○ اَلصّٰبِرِیۡنَ وَ الصّٰدِقِیۡنَ وَ الۡقٰنِتِیۡنَ وَ الۡمُنۡفِقِیۡنَ وَ الۡمُسۡتَغۡفِرِیۡنَ بِالۡاَسۡحَارِ○

৩. 'তারা ওইসব লোক, যারা বলে, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গুনাহ মাফ করো এবং আমাদের আগুনের আজাব থেকে বাঁচাও। এসব লোক ধৈর্যশীল, সত্যপন্থী, অনুগত, দানশীল ও শেষরাতে আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চায়।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৬-১৭)

اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ اِخۡوَۃٌ فَاَصۡلِحُوۡا بَیۡنَ اَخَوَیۡکُمۡ وَ اتَّقُوا اللّٰہَ لَعَلَّکُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ ۠○

৪. 'মুমিনরা তো একে অপরের ভাই। তাই তোমাদের ভাইদের মধ্যে সুসম্পর্ক বহাল করে দাও। আল্লাহকে ভয় করো। আশা করা যায়, তোমাদের ওপর দয়া করা হবে।' (সূরা হুজুরাত-৪৯ : ১০)

اِنَّ الۡمُسۡلِمِیۡنَ وَ الۡمُسۡلِمٰتِ وَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ وَ الۡقٰنِتِیۡنَ وَ الۡقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِیۡنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِیۡنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الۡخٰشِعِیۡنَ وَ الۡخٰشِعٰتِ وَ الۡمُتَصَدِّقِیۡنَ وَ الۡمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِیۡنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الۡحٰفِظِیۡنَ فُرُوۡجَهُمۡ وَ الۡحٰفِظٰتِ وَ الذّٰکِرِیۡنَ اللّٰہَ کَثِیۡرًا وَّ الذّٰکِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰہُ لَهُمۡ مَّغۡفِرَۃً وَّ اَجۡرًا عَظِیۡمًا○

৫. 'নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজেদের

লজ্জাস্থানের হিফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।' (সূরা আহজাব-৩৩ : ৩৫)

وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا○ وَ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا○ وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ○ اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا○ وَ الَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَ لَمْ يَقْتُرُوْا وَ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا○ وَ الَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُوْنَ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۙ○ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ يَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ۖ○ اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۗ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا○ وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا○ وَ الَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَ اِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا○ وَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّ عُمْيَانًا○ وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا○

৬. 'আর রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম। আর যারা তাদের রবের জন্য সিজদারত ও দণ্ডায়মান হয়ে রাত্রি যাপন করে। আর যারা বলে হে আমাদের রব, তুমি আমাদের থেকে জাহান্নামের আজাব ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয়ই এর আজাব হলো অবিচ্ছিন্ন। নিশ্চয়ই তা অবস্থানস্থল ও আবাসস্থল হিসেবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট। আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে। আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না এবং যারা আল্লাহ যে নাফসকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর যারা ব্যভিচার করে না। আর যে তা করবে সে আজাবপ্রাপ্ত হবে। কিয়ামতের দিন তার আজাব বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত

অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। পরিণামে আল্লাহ তাদের পাপগুলো নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যে তাওবা করে এবং সৎকাজ করে তবে নিশ্চয়ই সে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আর যারা মিথ্যার সাক্ষ্য হয় না এবং যখন তারা অনর্থক কথা-কর্মের পাশ দিয়ে চলে তখন সসম্মানে চলে যায়। আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও বধিরদের মতো পড়ে থাকে না। আর যারা বলে হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদের মুত্তাকিদের নেতা বানিয়ে দিন।' (সূরা ফুরকান-২৫ : ৬৩-৭৪)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ۝

৭. 'মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ।' (সূরা হুজুরাত-৪৯ : ১৫)

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ۝

৮. 'আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কোন শক্তি তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর তিনিই যদি তোমাদের ত্যাগ করেন, তাহলে তাঁর পরে আর কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে। কাজেই যারা সাচ্চা মুমিন তাদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৬০)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْۤا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ۝

৯. 'আর মুমিনদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে

তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে।' (সূরা তাওবা-৯ : ১২২)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰۤى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ۚ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১০. 'মুমিন শুধু তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে এবং তাঁর সাথে কোনো সমষ্টিগত কাজে থাকলে অনুমতি না নিয়ে চলে যায় না। নিশ্চয়ই তোমার কাছে যারা অনুমতি চায় তারাই কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে; সুতরাং কোন প্রয়োজনে তারা তোমার কাছে বাইরে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে তোমার যাকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দেবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।' (সূরা নুর-২৪ : ৬২)

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

১১. 'মুমিনদের যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এ মর্মে আহ্বান করা হয় যে, তিনি তাদের মধ্যে বিচার, মীমাংসা করবেন, তাদের কথা তো এই হয় যে, তখন তারা বলে আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। আর তারাই সফলকাম।' (সূরা নুর-২৪ : ৫১)

আল হাদিস

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَه سَائِرُ جَسَدِه بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى (بُخَارِيٌّ: بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ)

১. হজরত নুমান ইবনে বাশির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা মুমিনদের পারস্পরিক দয়া, ভালোবাসা এবং হৃদ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি দেহের ন্যায় দেখতে পাবে, দেহের কোনো অঙ্গ যদি পীড়িত হয়ে পড়ে তাহলে অপর অঙ্গগুলোও জ্বর ও নিদ্রাহীনতাসহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে।' (বুখারি : বাবু রাহমাতিন নাছি ওয়াল বাহায়িমি : ইফা-৫৫৮৬)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكٰى عَيْنُه اِشْتَكٰى كُلُّه وَإِنِ اشْتَكٰى رَأْسُه اِشْتَكٰى كُلُّه (مُسْلِمٌ : بَابُ تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَتَعَاطُفِهِمْ)

২. হজরত নুমান ইবনে বাশির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সকল মুসলমান একই ব্যক্তি সত্তার মতো। যখন তার চোখে যন্ত্রণা হয়, তখন তার গোটা শরীরই তা অনুভব করে। যদি তার মাথা ব্যথা হয়, তখনও গোটা শরীরই তা অনুভব করে।' (মুসলিম : বাবু তারাহুমিল মুমিনীনা ওয়া তায়াতুফিহিম : ইফা-৬৩৫৩)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَأْلَفُ، وَلَا يُؤْلَفُ (مِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ-بَابُ السَّلَامِ)

৩. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তি ভালোবাসা ও দয়ার প্রতীক। ওই ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যে কাউকে ভালোবাসে না এবং কারও ভালোবাসা পায় না।' (মিশকাতুল মাসাবিহ : বাবুস সালাম : ৪৯৯৫, মুসনাদে আহমাদ : ৯১৯৮)

১৯. তাকওয়া : اَلتَّقْوٰى

اَلتَّقْوٰى অর্থ ভয় করা, বিরত থাকা, আত্মশুদ্ধি, সাবধান হওয়া।

আল কুরআন

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

১. 'হে মানুষ, আমি তোমাদের এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।' (সূরা হুজুরাত-৪৯ : ১৩)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

২. 'হে ওইসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহকে তেমনি ভয় করো, যেমন ভয় করা উচিত। আর মুসলিম অবস্থায় ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১০২)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

৩. 'হে ওইসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো! প্রত্যেকের খেয়াল রাখা উচিত যে, সে আগামী দিনের জন্য কী ব্যবস্থা করেছে। আল্লাহকে আরও ভয় করে চলো। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সব আমলের খবর রাখেন।' (সূরা হাশর-৫৯ : ১৮)

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ۝

৪. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, যারা তাকওয়ার জীবনযাপন করে এবং যারা ইহসানের সাথে আমল করে।' (সূরা নাহল-১৬ : ১২৮)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوْا وَ اَطِيْعُوْا وَ اَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۝

৫. 'অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো, শ্রবণ করো, আনুগত্য করো এবং তোমাদের নিজেদের কল্যাণে ব্যয় করো, আর যাদের অন্তরের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়, তারাই মূলত সফলকাম।' (সূরা তাগাবুন-৬৪ : ১৬)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلَآئِدَ وَ لَاۤ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رِضْوَانًا ؕ وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ۪ وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ۝

৬. 'হে মুমিনগণ, তোমরা অসম্মান করো না আল্লাহর নিদর্শনসমূহের, হারাম মাসের, হারামে প্রেরিত কুরবানির পশুর, গলায় চিহ্ন দেওয়া পশুর এবং আপন রবের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অনুসন্ধানে পবিত্র গৃহের অভিমুখীদের। যখন তোমরা হালাল হও, তখন শিকার করো। কোনো কওমের শত্রুতা যে, তারা তোমাদের মসজিদে হারাম থেকে বাধা প্রদান করেছে, তোমাদের যেন কখনো প্ররোচিত না করে যে, তোমরা সীমালঙ্ঘন করবে। সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা করো। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ আজাব প্রদানে কঠোর।' (সূরা মায়েদা-৫ : ২)

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّ اَشْهِدُوْا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَ اَقِیْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ یُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ۬ وَ مَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًاۙ۝ وَّ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ؕ وَ مَنْ یَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا۝

৭. ‘অতঃপর যখন তারা তাদের ইদ্দতের শেষ সীমায় পৌঁছবে, তখন তোমরা তাদের ন্যায়ানুগ পন্থায় রেখে দেবে অথবা ন্যায়ানুগ পন্থায় তাদের পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে ন্যায়পরায়ণ দুইজনকে সাক্ষী বানাবে। আর আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দেবে। তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনে এটি দ্বারা তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।’ (সূরা তালাক-৬৫ : ২-৩)

وَ الّٰٓـِٔیْ یَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِیْضِ مِنْ نِّسَآىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّ الّٰٓـِٔیْ لَمْ یَحِضْنَ ؕ وَ اُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ یَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَ مَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ یُسْرًا۝

৮. ‘তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুবতী হওয়ার কাল অতিক্রম করে গেছে, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা যদি সংশয়ে থাক এবং যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদের ইদ্দতকালও হবে তিন মাস। আর গর্ভধারিণীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন।’ (সূরা তালাক-৬৫ : ৪)

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَیْكُمْ ؕ وَ مَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یُكَفِّرْ عَنْهُ سَیِّاٰتِهٖ وَ یُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا۝

৯. 'এটি আল্লাহর নির্দেশ, তিনি তা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার গুনাহসমূহ মোচন করে দেন এবং তাকে মহা পুরস্কার দেন।' (সূরা তালাক-৬৫ : ৫)

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ۝

১০. 'আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে, তারাই কৃতকার্য।' (সূরা নুর-২৪ : ৫২)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ؕ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۟ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا۝

১১. 'তুমি কি তাদের দেখনি যাদের বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও এবং সালাত কায়েম করো ও যাকাত প্রদান করো? অতঃপর তাদের ওপর যখন লড়াই ফরজ করা হলো, তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করতে লাগল আল্লাহকে ভয় করার অনুরূপ অথবা তার চেয়ে কঠিন ভয়। আর বলল, হে আমাদের রব, আপনি আমাদের ওপর লড়াই ফরজ করলেন কেন? আমাদের কেন আরও কিছুকালের অবকাশ দিলেন না? বলো, দুনিয়ার সুখ সামান্য। আর যে তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখিরাত উত্তম। আর তোমাদের প্রতি সুতা পরিমাণ জুলুমও করা হবে না।' (সূরা নিসা-৪ : ৭৭)

আল হাদিস

عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِه حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ (تِرْمِذِيّ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ أَوَانِيْ الْحَوْضِ)

১. হজরত আতিয়া আসসাদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কোনো বান্দাহ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকি হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে গুনাহর আশঙ্কায় গুনাহ নেই এমন কাজও ছেড়ে দেবে।' (তিরমিজি : বাবু মা জা আ ফি সিফাতি আওয়ানিল হাউদ : ইফা-২৪৫৪)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِبًا۔ (اَلسِّلْسِلَةُ الصَّحِيْحَةُ لِلْأَلْبَانِيْ، صَحِيْحُ بْنُ حِبَّانٍ)

২. হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বলেছেন, 'হে আয়েশা ছোটোখাটো গুনাহর ব্যাপারেও সতর্ক হও, কেননা এর জন্যও আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।' (সিলসিলাতুস সহিহা লিল আলবানি : ২৭৩১, ইবনে হিব্বান : বা. হা.-৫৫৬৮)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْ وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُه وَلَا يَخْذُلُه وَلَا يَحْقِرُهُ، اَلتَّقْوٰى هَاهُنَا وَيُشِيْرُ إِلٰى صَدْرِه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ امْرِءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُه وَمَالُه وَعِرْضُه (مُسْلِمٌ : بَابُ تَحْرِيْمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ)

৩. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা পরস্পরের প্রতি হিংসা পোষণ করো না, দালালি করো না, ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। কেউ কারও ওপর ক্রয়-বিক্রয় করো না। আল্লাহর বান্দাগণ ভাই ভাই হয়ে থাকো।

মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তাকে জুলুম করতে পারে না, অপমান অপদস্থ করতে পারে না এবং তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে না। তাকওয়া এখানে এ কথাটি তিনি তিনবার বলে নিজের বক্ষের দিকে ইঙ্গিত করলেন। কোনো ব্যক্তি খারাপ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। প্রত্যেক মুসলিমের জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান অন্য সব মুসলিমের জন্য হারাম।' (মুসলিম : বাবু তাহরিমি জুলমিল মুসলিম : ইফা-৬৩০৯)

عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلٰى مَا لَا يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِيْنَةٌ وَإِنَّ الْكِذْبَ رِيْبَةٌ (تِرْمِذِيُّ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ أَوَانِيْ الْحَوْضِ)

৪. হজরত হাসান ইবনে আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) থেকে এ কথা মুখস্থ করে নিয়েছি যে, 'সন্দেহযুক্ত বিষয়টি বাদ দিয়ে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ করো। কেননা, সত্যতাই প্রশান্তির বাহন এবং মিথ্যাচার সন্দেহ সংশয়ের উৎস।' (তিরমিজি : বাবু মা জা'আ ফি সিফাতি আওয়ানিল হাওদ : ইফা-২৫২০)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا وَاتَّقُوْا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ (مُسْلِمٌ : بَابُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْفُقَرَاءُ وَأَكْثَرِ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ وَبَيَانِ الْفِتْنَةِ بِالنَّسَاءِ)

৫. হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। নবি কারিম (সা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই দুনিয়া মিষ্ট ও আকর্ষণীয়। আল্লাহ তাআলা তোমাদের দুনিয়ায় তার প্রতিনিধি করেছেন, যাতে তিনি দেখে নেন তোমরা কেমন কাজ করো। কাজেই তোমরা দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক হও এবং নারীদের থেকেও সতর্ক থাক। কারণ, বনি ইসরাইলের প্রথম ফিতনা নারীদের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল।' (মুসলিম : বাবু আকছারি আহলিল জান্নাতি আল ফুকারা : ইফা-৬৬৯৭)

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى (مُسْلِمٌ : بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَرِّ مَا عُمِلَ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ يُعْمَلْ)

৬. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবি কারিম (সা.) বলতেন, ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হিদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা চাই।’ (মুসলিম : বাবুত তায়াউজি মিন শাররি মা উমিলা ওয়া মিন শাররি মা লাম ইউমাল : ইফা-৬৬৫৬)

২০. পর্দা : اَلْحِجَابُ

আল কুরআন

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ۝

১. '(হে নবি!) মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন নিজেদের চোখ নিচু রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র নিয়ম। তারা যা কিছু করে আল্লাহ এর খবর রাখেন।' (সূরা নুর-২৪ : ৩০)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۝

২. 'হে ওইসব লোক যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে তাদের অনুমতি ছাড়া এবং তাদের সালাম পাঠানো ছাড়া কখনও ঢুকবে না। এ নিয়ম তোমাদের জন্যই ভালো। আশা করা যায় যে, তোমরা এ বিষয়ে খেয়াল রাখবে।' (সূরা নুর-২৪ : ২৭)

وَ اِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ۝

৩. 'যখন তোমাদের সন্তানরা সাবালক হয়ে যায় তখন তারা অবশ্যই যেন তেমনিভাবে অনুমতি নিয়ে আসে, যেমনিভাবে তাদের বড়োরা অনুমতি নিয়ে এসে থাকে। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতগুলো তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাকুশলী।' (সূরা নুর-২৪ : ৫৯)

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا۝

৪. 'হে নবি, তুমি তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুমিনদের নারীদের বলো, তারা যেন তাদের জিলবাবের কিছু অংশ নিজেদের ওপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদের চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদের কষ্ট দেওয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা আহজাব-৩৩ : ৫৯)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَ لٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَ لَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۫ وَ اللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ؕ وَ اِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ قُلُوْبِهِنَّ ؕ وَ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ لَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ۝

৫. 'হে মুমিনগণ, তোমরা নবির ঘরসমূহে প্রবেশ করো না; অবশ্য যদি তোমাদের খাবারের অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে (প্রবেশ কর) খাবারের প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে। আর যখন তোমাদের ডাকা হবে তখন তোমরা প্রবেশ করো এবং খাবার শেষ হলে চলে যাও আর কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ো না; কারণ তা নবিকে কষ্ট দেয়, সে তোমাদের বিষয়ে সঙ্কোচ বোধ করে; কিন্তু আল্লাহ সত্য প্রকাশে সঙ্কোচ বোধ করেন না। আর যখন নবিপত্নীদের কাছে তোমরা কোনো সামগ্রী চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে; এটি তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র। আর আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া এবং তার (মৃত্যুর) পর তার স্ত্রীদের বিয়ে করা কখনো তোমাদের জন্য সঙ্গত নয়। নিশ্চয়ই এটি আল্লাহর কাছে গুরুতর পাপ।' (সূরা আহযাব-৩৩ : ৫৩)

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۚ وَ قَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَ اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَ اَطِعْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۚ۝

৬. 'হে নবি পত্নীগণ, তোমরা অন্য কোন নারীর মতো নও। যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে। আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং জাহেলি যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। হে নবি পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।' (সূরা আহজাব-৩৩ : ৩২-৩৩)

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ○

৭. 'আর যারা (সফল মুমিনদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা) নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।' (সূরা মুমিনূন-২৩ : ৫)

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

৮. 'হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের প্রতি পোশাক নাজিল করেছি, যাতে তোমাদের শরীরের লজ্জাস্থান ঢাকা যায় এবং শরীরের হেফাজত ও সাজ-সজ্জা হয়। আর তাকওয়ার পোশাকই সবচেয়ে ভালো। এটা আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম। হয়তো লোকেরা এ থেকে উপদেশ নেবে।' (সূরা আরাফ-৭ : ২৬)

আল হাদিস

عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ اِصْرِفْ بَصَرَكَ (اَبُوْ دَاوٗدَ: بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِه مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ)

১. হজরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হঠাৎ যদি কোন মহিলার ওপর দৃষ্টি পড়ে তাহলে কী করতে হবে? তিনি আমাকে বললেন (কাল বিলম্ব না করেই) তুমি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে।' (আবু দাউদ : বাবু মা ইউমারু

বিহি মিন গাচ্ছিল বাছার : ইফা-২১৪৫)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَ النَّظْرَ فَإِنَّ الْأُوْلٰى لَكَ وَلَيْسَتْ لَكَ الْاٰخِرَةُ (أَحْمَدُ: مُسْنَدُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)

২. হজরত আলি (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন, '(অপরিচিত নারীর প্রতি) একবার দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না। কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার, পরবর্তী দৃষ্টি তোমার নয়।' (মুসনাদে আহমাদ : মুসনাদে আলী (রা.)-১৩৬৯)

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ (التِّرْمِذِيُّ: بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الدُّخُوْلِ عَلَى الْمُغِيْبَاتِ)

৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মহিলারা হলো পর্দায় থাকার বস্তু। যখন সে (পর্দা উপেক্ষা করে) বাহিরে আসে তখন শয়তান তাকে সুসজ্জিত করে দেখায়।' (তিরমিজি : বাবু মা জাআ ফি কারাহিয়াতিদ দুখুলি আলাল মুগিবাতি : ইফা-১১৭৪)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَيْمُوْنَةَ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ إِبْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذٰلِكَ بَعْدَمَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمٰى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِه (التِّرْمِذِيُّ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِحْتِجَابِ النِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ)

৩. হজরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি এবং হজরত মায়মুনা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকটে ছিলেন। হজরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থাকাবস্থায় হঠাৎ সেখানে

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) এসে প্রবেশ করলেন। (এটি পর্দার বিধান নাজিল পরবর্তী ঘটনা) তখন রাসূল (সা.) আমাদের বললেন, তোমরা উভয়ে লোকটি থেকে পর্দা করো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) ! লোকটি তো অন্ধ, সে আমাদের দেখেও না, চিনেও না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা দুজনও কি অন্ধ যে, তাকে দেখতে পাচ্ছ না?' (তিরমিজি : বাবু মা জা'আ ফি ইহতিজাবিন নিসায়ি মিনার রিজাল : ইফা-২৭৭৮)

২১. আনুগত্য : اَلْإِطَاعَةُ

اَلْإِطَاعَةُ অর্থ আদেশ নিষেধ পালন করা, মান্য করা, অনুগত হওয়া।

আল কুরআন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۠

১. 'হে ঈমানদারগণ! (যদি তোমরা সত্যি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমান এনে থাকো তাহলে) আল্লাহকে মেনে চলো এবং রাসূলকে মেনে চলো। আর তোমাদের মধ্যে যাদের হুকুম দেওয়ার অধিকার আছে তাদেরও (মানো)। তারপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং শেষ ফলের দিক দিয়েও এটাই ভালো।' (সূরা নিসা-৪ : ৫৯)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ لَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ ۝

২. 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও রাসূলের কথামতো চলো। আর নিজেদের আমল নষ্ট করো না।' (সূরা মুহাম্মদ-৪৭ : ৩৩)

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ ۚ وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝

৩. 'আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন নবি, সিদ্দিক, শহিদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর সাথী হিসেবে তারা হবে উত্তম।' (সূরা নিসা-৪ : ৬৯)

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝

৪. 'যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে বিমুখ হলো, তবে আমি তোমাকে তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করিনি।' (সূরা নিসা-৪ : ৮০)

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

৫. 'বল, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে সে শুধু তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য দায়ী এবং তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য করো তবে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।' (সূরা নুর-২৪ : ৫৪)

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝

৬. 'যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকে তারাই সফলকাম।' (সূরা নুর-২৪ : ৫২)

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

৭. 'আর আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর রহমত করা হবে!' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৩২)

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

৮. 'এসব আল্লাহর সীমা। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলবে তাকে আল্লাহ এমন সব বাগানে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে ঝরনা বইতে থাকবে। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আর এটাই বড়ো সফলতা।' (সূরা নিসা-৪ : ১৩)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْٓا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

৯. 'মুমিনদের যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এ মর্মে আহ্বান করা হয় যে, তিনি তাদের মধ্যে বিচার, মীমাংসা করবেন, তাদের কথা তো এই হয় যে, তখন তারা বলে আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। আর তারাই সফলকাম।' (সূরা নুর-২৪ : ৫১)

قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا ۗ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۗ وَإِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ۗ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১০. 'বেদুঈনরা বলল, আমরা ঈমান আনলাম। বলো, তোমরা ঈমান আনোনি। বরং তোমরা বলো, আমরা আত্মসমর্পণ করলাম। আর এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, তাহলে তিনি তোমাদের আমলসমূহের কোনো কিছুই হ্রাস করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা হুজুরাত-৪৯ : ১৪)

আল হাদিস

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (الْبُخَارِيُّ : بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً، مُسْلِمٌ : بَابُ وَجُوْبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِيْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيْمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ)

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবি (সা.) বলেছেন, 'দায়িত্বশীল যে পর্যন্ত কোনো পাপ কাজের আদেশ না করবে সে পর্যন্ত তার আদেশ শোনা ও মেনে নেয়া প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য, তা তার পছন্দ হোক বা নাই হোক। তবে সে যদি কোন পাপ কাজের আদেশ করে,

তখন তার কথা শুনা বা আনুগত্য করার কোনো প্রয়োজন নেই।' (বুখারি : বাবু সাময়ি ওয়াত তায়াতি লিল ইমামি : ইফা-৬৬৫৯, মুসলিম : বাবু উজুবি তায়াতিল উমারা : ইফা-৪৬১১)

عَنْ عَلِيّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوْهَا فَأَرَادُوْا أَنْ يَّدْخُلُوْهَا وَقَالَ اٰخَرُوْنَ إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِيْنَ أَرَادُوْا أَنْ يَّدْخُلُوْهَا لَوْ دَخَلُوْهَا لَمْ يَزَالُوْا فِيْهَا إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْاٰخَرِيْنَ لَا طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِيْ الْمَعْرُوْفِ (بُخَارِيٌّ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ)

২. হজরত আলি (রা.) থেকে বর্ণিত। 'নবি (সা.) একটি সেনাদল পাঠালেন এবং তাদের ওপর একজন দায়িত্বশীল নিযুক্ত করলেন। অতঃপর (দায়িত্বশীল) আগুন জ্বালিয়ে তাতে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য সবাইকে নির্দেশ দিলো। তারা কয়েকজন তাতে ঝাঁপ দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করল, অপর কয়েকজন বলল, আমরা তো আগুন থেকে বাঁচার জন্যই পালিয়ে এসেছি (ইসলাম গ্রহণ করেছি)। অতঃপর তারা বিষয়টি রাসূল (সা.)-এর নিকট উল্লেখ করলেন। যারা আগুনে প্রবেশ করতে চেয়েছিল, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, যদি তারা আগুনে প্রবেশ করত, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তারা সে আগুনেই থাকত। অবশিষ্টদের রাসূল (সা.) বললেন, অন্যায় কাজের কোনো আনুগত্য নেই। কেবল ভালো কাজেই আনুগত্য করা যাবে।' (বুখারি : বাবু মাজাআ ফি ইজাজাতি খবরিল ওয়াহিদি : ইফা-৬৭৬৩)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُّطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِه وَيُتَّقَى بِه فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَه بِذٰلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِه فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ (الْبُخَارِيُّ : بَابُ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ الْإِمَامِ وَيُتَّقَى بِهِ)

৩. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। যে আমার অবাধ্য হলো, সে আল্লাহরই অবাধ্য হলো। যে আমিরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমিরের আদেশ অমান্য করল, সে প্রকৃতপক্ষে আমারই আদেশ অমান্য করল। আর নেতা হচ্ছে ঢালস্বরূপ। তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করা হয় এবং তার মাধ্যমেই (শত্রু বাহিনী থেকে) রক্ষা পাওয়া যায়। যদি সে আল্লাহভীতি তথা তাকওয়ার আদেশ দেয় এবং ইনসাফ কায়েম করে, তবে নিশ্চয়ই সে তার প্রতিদান পাবে। আর যদি সে এর বিপরীত করে তাহলে এর দায়ভার তার উপরেই বর্তাবে।' (বুখারি : বাবু ইউক্বাতালু মিন ওয়ারায়িল ইমামি : ইফা-২৭৫১)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِه بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً (مُسْلِمٌ : بَابُ وُجُوْبِ مُلَازَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ)

৪. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে তার হাতকে খুলে ফেলল, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমনভাবে যে তার বলার কিছুই থাকবে না। আর যে ব্যক্তি বাইয়াতের বন্ধন ছাড়াই মারা গেল সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।' (মুসলিম : বাবু উযুবি মুলাযামাতি জামায়াতিল মুসলিমীন : ইফা-৪৬৪০)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلٰى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلٰى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَه وَعَلٰى أَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ (مُسْلِم : بَابُ وَجُوْبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ)

৫. হজরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসূল (সা.)-এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছি শ্রবণ ও আনুগত্যের ব্যাপারে এবং এটা সচ্ছলতা অসচ্ছলতা, আগ্রহ, অনাগ্রহ এবং নিজের তুলনায় অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া সর্বাবস্থায়ই প্রযোজ্য। আমরা আরো বাইয়াত গ্রহণ করেছি এ মর্মে যে, আমরা কোনো ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের সাথে বিতর্কে

লিপ্ত হব না এবং সর্বাবস্থায় সত্যের ওপর অটল থাকব। এ ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করব না।' (মুসলিম : বাবু উয়ুবি তায়াতিল উমারা : ইফা-৪৬১৬)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَأٰى مِنْ أَمِيْرِه شَيْئًا يَكْرَهُه فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً (بُخَارِي : بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا)

৬. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবি কারিম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার দায়িত্বশীল থেকে এমন বিষয় দেখে, যা সে অপছন্দ করে তখন সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি সংগঠন থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে যেন জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।' (বুখারি : বাবু কাওলিন নাবিয়্যি ছা-তারাওনা বাদি উমুরান তুনকিরুনাহা : ইফা-৬৫৭৭)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ (البُخَارِي : بَابُ كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ)

৭. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার ওপর বাইয়াত গ্রহণ করতাম, তখন তিনি আমাদের বলতেন, 'তোমরা সাধ্যমত আনুগত্য করবে।' (বুখারি : বাবু কাইফা ইউবায়িয়ুল ইমামুন নাসা : ইফা-৬৭০৯)

عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ هٰذِه لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قَالَ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِيْ إِلَّا هَالِكٌ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرٰى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِيْ وَسُنَّةِ

الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا قِيْدَ انْقَادَ (ابْنُ مَاجَة : بَابُ اِتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ)

৮. হজরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের সামনে এক (হৃদয়গ্রাহী) বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এতে চক্ষুগুলো অশ্রু প্রবাহিত করেছে আর অন্তরগুলো কেঁপে উঠেছে। তখন আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! (আমাদের মনে হচ্ছে) এটা বিদায়ী নসিহত! আমাদের থেকে আপনি কী প্রতিশ্রুতি কামনা করেন? তিনি বললেন, আমি তোমাদের এমন শুভ্রতার ওপর রেখে যাচ্ছি যার রাত্রি দিনের মতোই স্বচ্ছ। আমার পর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ এ থেকে বিচ্যুত হবে না। তোমাদের মধ্য থেকে যে জীবিত থাকবে সে অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের দায়িত্ব হবে আমার এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শকে আঁকড়ে ধরা, তোমরা দাঁত দিয়ে তা কামড়িয়ে ধরবে। (এ আদর্শের ওপর অটল থাকবে।) আর তোমাদের উচিত নেতার আনুগত্য করা, যদিও সে হাবশি গোলাম হয়। কেননা মুমিন হচ্ছে লাগাম লাগানো উটের মত, যেখানেই তাকে বাধা হয়, সেখানেই বশীভূত হয়।' (ইবনে মাজাহ : বাবু ইত্তিবায়ি সুন্নাতিল খুলাফায়ির রাশিদ্বীনাল মাহদিয়্যিন : ৪৩)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْ عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ (مُسْلِم : بَابُ وُجُوْبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِيْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيْمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ)

৮. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সুদিনে ও দুর্দিনে, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে এবং তোমার অধিকার খর্ব হওয়ার ক্ষেত্রেও শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা তোমার জন্য অপরিহার্য।' (মুসলিম

: বাবু উজুবি তায়াতিল উমারা ফি গাইরি মা'সিয়াতিন : ইফা-৪৬০২)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبٰى

৯. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল। আর যে ব্যক্তি আমার বিরোধিতা করল সে যেন আমাকে অস্বীকার করল।' (বুখারি : ইফা-৬৭৮৩)

২২. পরামর্শ : اَلشُّوْرٰى

আল কুরআন

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۠ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ○

১. ‘হে রাসূল! এটা আল্লাহর বড়োই রহমত যে, আপনি এসব লোকের জন্য খুব নরম মনের হয়েছেন। তা না হয়ে যদি আপনি কড়া ও পাষাণ মনের অধিকারী হতেন তাহলে তারা সবাই আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত। তাদের দোষ মাফ করে দিন, তাদের পক্ষে মাগফিরাতের দুআ করুন এবং দ্বীনের কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যখন আপনি কোনো মতের ওপর মজবুত সিদ্ধান্তে পৌঁছেন তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। আল্লাহ ওইসব লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁরই ভরসায় কাজ করে।’ (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৫৯)

وَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۠ وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۠ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ○

২. ‘আর যারা তাদের রবের হুকুম মেনে চলে ও নামাজ কায়েম করে নিজেদের সব কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে চালায় এবং তাদের যে রিজিক দেওয়া হয়েছে তা থেকে খরচ করে।’ (সূরা শুরা-৪২ : ৩৮)

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا○

৩. 'তাদের বেশির ভাগ গোপন শলা-পরামর্শেই কোনো মঙ্গল থাকে না অবশ্য যদি কেউ গোপনে কাউকে দান-খয়রাত করার জন্য আদেশ করে অথবা কোনো কাজ অথবা জনগণের মধ্যে সংশোধনমূলক কাজের তাগিদ দেয় (তাহলে তা ভালো) আর যদি কেউ এসব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে তাহলে তাকে আমি বিরাট প্রতিদান দেবো।' (সূরা নিসা-৪ : ১১৪)

وَ الْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَ عَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۗ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَ اِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْۤا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّاۤ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

৪. 'আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুবছর দুধ পান করাবে, (এটা) তার জন্য যে দুধ পান করাবার সময় পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার ওপর কর্তব্য, বিধি মোতাবেক মায়েদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা। সাধ্যের অতিরিক্ত কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় না। কষ্ট দেওয়া যাবে না কোনো মাকে তার সন্তানের জন্য, কিংবা কোনো বাবাকে তার সন্তানের জন্য। আর ওয়ারিশের ওপর রয়েছে অনুরূপ দায়িত্ব। অতঃপর তারা যদি পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শের মাধ্যমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে তাদের কোনো পাপ হবে না। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের অন্য কারও থেকে দুধ পান করাতে চাও, তাহলেও তোমাদের ওপর কোন পাপ নেই, যদি তোমরা বিধি মোতাবেক তাদের যা দেওয়ার তা দিয়ে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।' (সূরা বাকারা-২ : ২৩৩)

আল হাদিস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ أُمَرَائُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَائَكُمْ وَأُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَ إِذَا كَانَ أُمَرَائُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَائَكُمْ وَأُمُوْرُكُمْ إِلٰى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا (التِرْمِذِي: بَابَ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ ، ضَعَّفَهُ الْأَلْبَانِي)

১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যখন তোমাদের নেতারা হবেন ভালো মানুষ, ধনীরা হবেন দানশীল এবং তোমাদের কার্যক্রম চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে তখন মাটির উপরিভাগ নিচের ভাগ হতে উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের নেতারা হবে খারাপ লোক, ধনীরা হবে কৃপণ এবং নেতৃত্ব যাবে নারীদের হাতে, তখন পৃথিবীর উপরের অংশের চেয়ে নিচের অংশ হবে উত্তম।’ (তিরমিজি : বাবু মা জাআ ফিন নাহি আন সাব্বির রিয়াহি : ইফা-২২৬৯, আলবানি একে দুর্বল বলেছেন)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا تُشِيْرُوْنَ عَلَيَّ فِيْ قَوْمٍ يَسُبُّوْنَ أَهْلِيْ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوْءٍ قَط (بُخَارِي : بَابَ قَوْلِ اللهِ تَعَالٰى .وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ.

২. হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকদের সামনে খুতবা দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পরে তিনি বললেন, ‘যারা আমার পরিবারের কুৎসা করে বেড়াচ্ছে, তাদের সম্পর্কে আমার প্রতি তোমাদের কী পরামর্শ আছে? আমি কখনও তাদের মধ্যে কোনোরূপ মন্দ কিছু দেখি নাই।’ (বুখারি : বাবু ক্বাওলিল্লাহি তাআলা ‘ওয়া আমরুহুম শুরা বাইনাহুম’ : ইফা-৬৮৬৭)

২৩. ইহতেসাব : اَلْإِحْتِسَابُ

আল কুরআন

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

১. 'লোকদের হিসাব-নিকাশের সময় খুব কাছে এসে গেছে। অথচ তারা গাফিলতির মধ্যে পড়ে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।' (সূরা আম্বিয়া-২১ : ১)

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

২. 'আল্লাহর যদি এটাই ইচ্ছা হতো (যে, তোমাদের মধ্যে কোনো রকম মতভেদ না হোক) তাহলে তোমাদের তিনি একই উম্মত বানিয়ে দিতেন। কিন্তু যাকে ইচ্ছা তিনি গোমরাহ করেন, আর যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন। আর অবশ্যই তোমাদের সব আমল সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' (সূরা নাহল-১৬ : ৯৩)

وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ

৩. 'আসলে সত্য হলো, এ কিতাব আপনার ও আপনার কওমের জন্য বিরাট মর্যাদার বিষয় এবং এ জন্য তোমাদের শিগগিরই জবাবদিহি করতে হবে।' (সূরা যুখরুফ-৪৩ : ৪৪)

اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ۙ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

৪. 'এদের আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে। এরপর তাদের হিসাব নেয়া আমারই দায়িত্ব।' (সূরা গাশিয়াহ-৮৮ : ২৫-২৬)

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ

৫. 'তারপর সেদিন (দুনিয়ার সব) নিয়ামত সম্বন্ধে অবশ্যই তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।' (সূরা তাকাসুর-১০২ : ৮)

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

৬. 'সুতরাং আমি অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করব যাদের নিকট রাসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং অবশ্যই আমি প্রেরিতদের জিজ্ঞাসাবাদ করব।' (সূরা আরাফ-৭ : ৬)

আল হাদিস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه وَالرَّجُلُ فِيْ أَهْلِه رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِيْ مَالِ سَيِّدِه رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هٰؤُلَاءِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالرَّجُلُ فِيْ مَالِ أَبِيْهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِه (بُخَارِيْ : بَابُ الْعَبْدِ رَاعٍ فِيْ مَالِ سَيِّدِهِ وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِه)

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই যার যার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক একজন দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী স্বামীর সংসারের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর চাকর তার মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি এ কথাগুলো রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে শুনেছি। আমার ধারণা হচ্ছে তিনি এ কথাও বলেছেন, কোনো ব্যক্তি তার পিতার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।' (বুখারি : বাবুল আবদে রায়িন ফি মালি সায়্যিদিহি : ইফা-২৩৮৯)

২৪. সবর : اَلصَّبْرُ

আল কুরআন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

১. ‘হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।’ (সূরা বাকারা-২ : ১৫৩)

وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

২. ‘হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ধরো ও ধৈর্যে অটল থাকো এবং পাহারায় নিয়োজিত থাকো। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হও।’ (সূরা নাহল-১৬ : ৯৩)

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ○

৩. ‘অতএব তুমি উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ করো।’ (সূরা মাআরিজ-৭০ : ৫)

وَ اصْبِرْ وَ مَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ○

৪. ‘ধৈর্যের সাথে কাজ করতে থাকো। তোমার এ সবর আল্লাহরই তাওফিকের ফল। তাদের কার্যকলাপে দুঃখবোধ করো না এবং তারা যত চালবাজি করছে তাতে মন ছোট করো না।’ (সূরা নাহল-১৬ : ১২৭)

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ؕ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৫. ‘অতএব তুমি ধৈর্যধারণ করো, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ। আর তাদের জন্য তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, মনে হবে তারা পৃথিবীতে এক দিনের কিছু সময় অবস্থান করেছে। সুতরাং এটা এক ঘোষণা, তাই পাপাচারী কওমকেই ধ্বংস করা হবে।’ (সূরা আহকাফ-৪৬ : ৩৫)

وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَ اُوْذُوْا حَتّٰۤى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَ لَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِی الْمُرْسَلِيْنَ ○

৬. ‘আর অবশ্যই তোমার পূর্বে অনেক রাসূলকে অস্বীকার করা হয়েছে, অতঃপর তারা তাদের অস্বীকার করা ও কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করেছে, যতক্ষণ না আমার সাহায্য তাদের কাছে এসেছে। আর আল্লাহর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তনকারী নেই এবং অবশ্যই রাসূলগণের কিছু সংবাদ তোমার কাছে এসেছে।’ (সূরা আনআম-৬ : ৩৪)

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ○

৭. ‘হে নবি, তুমি মুমিনদেরকে লড়াইয়ে উৎসাহ দাও, যদি তোমাদের মধ্য থেকে বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তারা দুশো জনকে পরাস্ত করবে, আর যদি তোমাদের মধ্যে একশোজন থাকে, তারা কাফিরদের এক হাজার জনকে পরাস্ত করবে। কারণ, তারা (কাফিররা) এমন কওম যারা বোঝে না।’ (সূরা আনফাল-৮ : ৬৫)

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَ هُوَ مَكْظُوْمٌ ؕ ○

৮. ‘অতএব তুমি তোমার রবের হুকুমের জন্য ধৈর্যধারণ করো। আর তুমি মাছওয়ালার মতো হয়ো না, যখন সে দুঃখে কাতর হয়ে ডেকেছিল।’ (সূরা কালাম-৬৮ : ৪৮)

وَ ذَرْنِيْ وَ الْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ○

৯. ‘আর ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী মিথ্যারোপকারীদের। আর তাদেরকে কিছুকাল অবকাশ দাও।’ (সূরা মুযযাম্মিল-৭৩ : ১১)

আল হাদিস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ (بُخَارِي: بَابُ الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ، مُسْلِم : بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ)

১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি লোককে কুস্তিতে হারিয়ে দেয় সে বাহাদুর নয়; বরং প্রকৃত বাহাদুর তো সেই, যে রাগের মুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।' (বুখারি : বাবুল হাযারি মিনাল গাদাবি : ইফা-৫৬৮৪, মুসলিম : বাবু ফাদলি মান ইয়ামলিকু নাফসাহু ইনদাল গাদাবি : ইফা-৬৪০৫)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِه كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ (تِرْمِذِي: بَابُ مَا جَاءَ فِيْ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ)

২. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মানুষের নিকট এমন একটি সময় আসবে, যখন দ্বীনের ওপর অবিচল ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হবে হাতে জ্বলন্ত কয়লা ধারণকারী ব্যক্তির মতো।' (তিরমিজি : বাবু মা জা আ ফিন নাহয়ি আন সাব্বির রিয়াহ : ইফা-২২৬৩)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِيْ قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ (بُخَارِي : بَابُ الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ)

৩. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবি (সা.) কে বলল, 'আমাকে উপদেশ দিন। তিনি (রাসূল) বললেন, রাগ করো না। সে ব্যক্তি বারবার একই কথা বলতে থাকল আর নবি (সা.)ও প্রতিবার বলেন, রাগ করো না।' (বুখারি : বাবুল হাজারে মিনাল গাদবি : ইফা-৫৬৮৬)

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ أَنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّه وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَه (مُسْلِم : بَابُ الْمُؤْمِنِ أَمْرُهُ كُلُّهُ خَيْرٌ)

৪. হজরত সুহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মুমিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্যের ব্যাপার এরূপ নয়। তার জন্য আনন্দের কোনো কিছু হলে সে আল্লাহর শোকর করে। তাতে তার মঙ্গল হয়। আবার ক্ষতিকর কিছু হলে সে ধৈর্য ধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর।' (মুসলিম : বাবুল মুমিনি আমরুহু কুল্লুহ খাইর : ইফা-৭২২৯)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جَرْعَةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى (اَحْمَد : مُسْنَدُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ)

৫. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'মানুষ যেসব বস্তুর ঢোক গ্রহণ করে তন্মধ্যে সেই ঢোকটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম যেটি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে মানুষ গ্রহণ করে থাকে।' (আহমাদ : মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর : ৫৮৪০)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتّٰى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُنْ عِنْدِيْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَه عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ (مُسْلِم : بَابُ فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ)

৬. হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। আনসারদের মধ্যে কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট (কিছু সম্পদ) চাইলেন। তিনি তাদের দিলেন। অতঃপর তারা আবারো চাইল তখন তিনি তাদের দিলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা ছিল, যখন তা শেষ হয়ে গেল তখন তিনি বললেন, 'আমার

নিকট যখনই কোনো সম্পদ থাকে তোমাদের না দিয়ে তা আমি জমিয়ে রাখি না। আর যে ব্যক্তি চাওয়া থেকে মুক্ত থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে মুক্ত রাখেন। আর যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে আল্লাহ তাকে ধৈর্যের শক্তি দান করেন। কোন ব্যক্তিকে কল্যাণকর যা দেওয়া হয়, তন্মধ্যে ধৈর্যই সবচেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত।' (মুসলিম : বাবু ফাদলিত তায়াফ্ফুফি ওয়াস সাবরি : ইফা-২২৯৫)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ (بُخَارِي : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَفَّارَةِ الْمَرَضِ)

৭. হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কোনো মুসলিম ব্যক্তি মানসিক বা শারীরিক কষ্ট পেলে, কোনো শোক বা দুঃখ পেলে, অথবা চিন্তাগ্রস্ত হলে (সে যদি ধৈর্যধারণ করে তাহলে) প্রতিদানে আল্লাহ তাআলা তার সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। এমনকি যদি সামান্য একটি কাঁটাও পায়ে বিঁধে তাও তার গুনাহ মাফের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।' (বুখারি : বাবু মা জা'আ ফি কাফফারাতিল মারাদি : ইফা-৫২৩৮)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِيْ نَفْسِه وَوَلَدِه وَمَالِه حَتّٰى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ (تِرْمِذِي: بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ)

৮. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মুমিন নর-নারীর জান, মাল ও সন্তানের ওপর বিপদ আপদ আসতেই থাকে, অবশেষে আল্লাহর সাথে সে সাক্ষাৎ করে এমন অবস্থায় যে, তার আর কোনো গুনাহ থাকে না।' (তিরমিজি : বাবু মা জা'আ ফিস সাবরি আলাল বালায়ি : ইফা-২৪০২)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَقُوْلُ اللهُ تَعَالٰى مَا لِعَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ عِنْدِيْ جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّه مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ (بُخَارِي : بَابُ الْعَمَلِ الَّذِيْ يُبْتَغٰى بِهِ وَجْهُ اللهِ فِيْهِ سَعْدٌ)

৯. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার মুমিন বান্দাহর জন্য আমার নিকট জান্নাত ছাড়া আর কোনো পুরস্কার নেই, যখন আমি দুনিয়া থেকে তার প্রিয়জন নিয়ে নেই আর সে সাওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করে।’ (বুখারি : বাবুল আমালিল লাজি ইউবতাগা বিহি ওয়াজহুল্লাহ : ইফা-৫৯৮১)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيدُ عَيْنَيْهِ (بُخَارِي : بَابُ فَضْلِ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُه)

১০. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি যখন আমার বান্দাহকে তার দুটি প্রিয় বস্তুর মাধ্যমে পরীক্ষা করি অর্থাৎ তার দুটি চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দিই, আর তাতে সে সবর করে, তখন আমি তাকে এর বিনিময়ে জান্নাত দান করি।’ (বুখারি : বাবু ফাদলি মান জাহাবা বাসারুহু : ইফা-৫২৫১)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِه خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ (بُخَارِي: بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَفَّارَةِ الْمَرَضِ)

১১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে বিপদে ফেলেন।’ (বুখারি : বাবু মাজা আ ফি কাফফারাতিল মারাদি : ৫২৪২)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِه فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ (بُخَارِيٌّ : بَابُ الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ)

১২. হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তোমাদের কারও কোনো বিপদ বা কষ্ট হলে সে যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি কেউ এরূপ করতেই চায়, সে যেন বলে হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জীবিত রাখো যতক্ষণ পর্যন্ত জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর। যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর তখন আমাকে মৃত্যু দাও।’ (বুখারি : বাবুদ দুয়ায়ি বিল মাওতি ওয়াল হায়াতি : ইফা-৫৯১১)

২৫. আল্লাহর ওপর ভরসা : اَلتَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ

আল কুরআন

وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا۝

১. 'এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।' (সূরা তালাক-৬৫ : ৩)

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَ اُفَوِّضُ اَمْرِیْۤ اِلَى اللهِ ؕ اِنَّ اللهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ۝

২. 'আমি তোমাদের যা বলছি, অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে। আর আমার বিষয়টি আমি আল্লাহর নিকট সমর্পণ করছি; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সর্বদ্রষ্টা।' (সূরা মুমিন-৪০ : ৪৪)

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖۗ وَّ قَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ۝

৩. 'যাদের মানুষেরা বলেছিল যে নিশ্চয়ই লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো। কিন্তু তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক!' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৭৩)

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِیْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَهٗۤ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ مَاۤ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَیْءٍ ؕ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ اِلَيْكَ اَنَبْنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ۝

৪. 'ইবরাহিম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেছিল তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা করো তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদের অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হলো আমাদের-তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো। তবে স্বীয় পিতার প্রতি ইবরাহিমের উক্তিটি ব্যতিক্রম, আমি অবশ্যই তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব আর তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি কোনো অধিকার রাখি না। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার ওপরই ভরসা করি, আপনারই অভিমুখী হই আর প্রত্যাবর্তন তো আপনারই কাছে।' (সূরা মুমতাহিনা-৬০ : ৪)

وَّ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

৫. 'আর তুমি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল কর এবং কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।' (সূরা আহজাব-৩৩ : ৩)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۠ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ○

৬. 'অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করো এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ করো। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৫৯)

وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

৭. 'আর তুমি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করো, কে আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। বলো তোমরা কি ভেবে দেখেছ– আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাক তারা কি সেই ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমাকে রহমত করতে চাইলে তারা সেই রহমত প্রতিরোধ করতে পারবে? বলো আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তাওয়াক্কুলকারীগণ তাঁর ওপরই তাওয়াক্কুল করে।' (সূরা জুমার-৩৯ : ৩৮)

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

৮. 'বলো হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা জুমার-৩৯ : ৫৩)

আল হাদিস

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِه لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا (أَحْمَدُ : أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ)

১. হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবি কারিম (সা.) কে বলতে শুনেছেন, 'তোমরা যদি সত্যিকারভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা কর তবে তিনি পাখিদের মতোই তোমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যুষে পাখিরা খালি পেটে বেরিয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।' (আহমদ : ২০০, আওয়ালু মুসনাদে ওমর)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ قَالَ اِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ (تِرْمِذِي : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ أَوَانِيْ الْحَوْضِ)

২. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমি কি উট বেঁধে রেখে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করব, না বন্ধনমুক্ত করে? তিনি বললেন, উট বেঁধে নাও,

অতঃপর আল্লাহর ওপর ভরসা করো।' (তিরমিজি : বাবু মা জা'আ ফি সিফাতি আওয়ানিল হাওদি : ইফা-২৫১৯)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ) قَالَهَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِيْنَ قَالُوْا (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ نِعْمَ الْوَكِيْلُ) (بُخَارِي : بَابُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ)

৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল এই দুআটি ইবরাহিম (আ.) যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন। আর মুহাম্মদ (সা.) এটি বলেছিলেন তাকে যখন বলা হয়েছিল, মানুষ সকল তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে অতএব তোমরা তাদের ভয় কর। (এ কথা শুনে) তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেল এবং তারা বলল আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমাদের উত্তম অভিভাবক।' (বুখারি : বাবু ইন্নান নাসা ক্বাদ জামাউ লাকুম ফাখশাউহুম : ইফা-৪২০৭)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَقَرَّبَ عَبْدِيْ مِنِّيْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّيْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوْعًا وَإِذَا أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً (مُسْلِم : بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَعَالٰى)

৪. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'যখন আমার বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তখন আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, যখন সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, তখন আমি এক গজ অগ্রসর হই। আর যখন সে আমার দিকে পায়ে হেঁটে আসে, তখন আমি তার দিকে দৌড়িয়ে যাই।' (মুসলিম : বাবু ফাদলিয যিকরি ওয়াদ দুআ-ই ওয়াত তাকার্‌রুবি ইলাল্লাহি : ইফা-৬৫৮৬)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِه فَقَالَ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، قَالَ يُقَالُ حِيْنَئِذٍ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ فَتَتَنَحّٰى لَه الشَّيَاطِيْنُ فَيَقُوْلُ لَه شَيْطَانٌ اٰخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِي وَوُقِيَ (أَبُوْ دَاودَ : بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِه)

৫. হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, নবি কারিম (সা.) বলেন, ‘যখন কোনো ব্যক্তি তাঁর বাড়ি থেকে বের হয়ে বলে আমি মহান আল্লাহর নামে (বের হলাম), তার ওপর ভরসা করলাম এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও শক্তি সামর্থ্য নেই তখন তাকে বলা হয়, তুমি হিদায়াত পেয়েছ, তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে এবং তোমাকে রক্ষা করা হয়েছে। অতঃপর শয়তান তার থেকে সরে যায় এবং এক শয়তান অন্য শয়তানকে বলে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে তুমি কিভাবে সফল হবে যাকে বলা হয়েছে, তুমি হিদায়াত পেয়েছ, তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে এবং তোমাকে রক্ষা করা হয়েছে।’ (আবু দাউদ : বাবু মা ইয়াকুলু ইজা খারাজা মিন বাইতিহি : ইফা-৫০০৭)

২৬. ওয়াদা পালন : اِيْفَاءُ الْوَعْدِ

আল কুরআান

وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ۝

১. ‘আর যারা নিজেদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্নবান।’ (সূরা মুমিনুন-২৩ : ৮)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ۝

২. ‘হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো। তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, তোমাদের নিকট যা বর্ণনা করা হচ্ছে তা ছাড়া। তবে ইহরাম অবস্থায় শিকারকে হালাল করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা বিধান দেন।’ (সূরা মায়িদা-৫ : ১)

وَ لَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ؕ وَ كَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْـُٔوْلًا۝

৩. ‘আর এরা পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আর আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।’ (সূরা আহজাব-৩৩ : ১৫)

وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَ لَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ۝

৪. ‘আল্লাহর সাথে যখন কোনো মজবুত ওয়াদা কর তখন তা পালন কর। আর পাকা কসম খাওয়ার পর তা ভেঙে ফেল না। অথচ তোমরা আল্লাহকে তোমাদের ওপর সাক্ষী বানিয়েছ। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সবই জানেন।’ (সূরা নাহল-১৬ : ৯১)

قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَرُوْنِيْ مَا ذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ○

৫. 'বলো তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাক, সেই শরিকদের কথা ভেবে দেখেছ কি? আমাকে দেখাও তারা জমিনের কী সৃষ্টি করেছে? অথবা আসমানসমূহের মধ্যে কি তাদের কোনো অংশীদারিত্ব আছে? অথবা আমি কি তাদের কোনো কিতাব দিয়েছি, যার কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর তারা আছে? বরং জালিমরা একে অপরকে কেবল প্রতারণামূলক ওয়াদাই দিয়ে থাকে।' (সূরা ফাতির-৩৫ : ৪০)

وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ○

৬. 'আর তোমরা ইয়াতিমের সম্পদের কাছে যেয়ো না সুন্দরতম পন্থা ছাড়া, যতক্ষণ না সে বয়সের পূর্ণতায় উপনীত হয়। আর অঙ্গীকার পূর্ণ করো, নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' (সূরা বনি ইসরাইল-১৭ : ৩৪)

আল হাদিস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ (بُخَارِي : بَابُ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ، مُسْلِم : بَابُ بَيَانِ خِصَالِ الْمُنَافِقِ)

১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। ১. যখন সে কথা বলে মিথ্যা কথা বলে। ২. যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে। ৩. আর যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় বিশ্বাসঘাতকতা করে।' (বুখারি : বাবু আলামাতিল মুনাফিক-৩২, মুসলিম বাবু বায়ানি খিসালিল মুনাফিক : ইফা-১১৫)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ الْمُنَافِقِ حَتّٰى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (بُخَارِي: بَابُ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ، مُسْلِم: بَابُ بَيَانِ خِصَالِ الْمُنَافِقِ)

২. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেন, নবি কারিম (সা.) বলেন, 'চারটি গুণ যার মাঝে আছে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মাঝে চারটির যে কোনো একটি রয়েছে, তার মাঝে নিফাকের একটি চিহ্ন রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা না ছাড়ে। ১. যখন আমানত রাখা হয় খেয়ানত করে। ২. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। ৩. যখন চুক্তি করে তা লঙ্ঘন করে। ৪. এবং যখন ঝগড়া করে গালাগালি করে।' (বুখারি : বাবু আলামাতিল মুনাফিকে, ৩৩, মুসলিম : বাবু বায়ানি খিসালিল মুনাফিকি : ইফা-১১৪)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَه بِقَدْرِه أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيْرِ عَامَّةٍ (مُسْلِم: بَابُ تَحْرِيْمِ الْغَدْرِ)

৩. হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন প্রত্যেকটি প্রতারকের জন্যে (প্রতারণার নিদর্শনস্বরূপ) একটি করে পতাকা থাকবে। তার প্রতারণার পরিমাণ অনুযায়ী তাদের পতাকাসমূহ উঁচু-নিচু করা হবে। জেনে রাখো! জনগণের শাসক হয়েও যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তারচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক আর নেই।' (মুসলিম : বাবু তাহরিমিল গাদরি : ইফা-৪৩৮৮)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطٰى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (الْبُخَارِي: بَابُ إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا)

৪. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি স্বয়ং অবস্থান করব। ১. যে ব্যক্তি আমার নামে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তা ভঙ্গ করেছে। ২. যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তাঁর মূল্য ভোগ করেছে। ৩. যে ব্যক্তি কোনো শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করে পূর্ণ কাজ আদায় করে নেয়, অথচ তার বিনিময় দেয় না।' (বুখারি : বাবু ইসমে মান বাআ হুররান : ইফা-২০৮৬)

২৭. আমানতদারি : اَلْأَمَانَةُ

আল কুরআন

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝

১. 'আর যারা নিজেদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্নবান।' (সূরা মুমিনুন-২৩ : ৮)

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا ۝

২. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফায়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফায়সালা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কতোইনা সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' (সূরা নিসা-৪ : ৫৮)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْۤا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

৩. 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের খিয়ানত করো না। আর খিয়ানত করো না নিজেদের আমানতসমূহের, অথচ তোমরা জানো।' (সূরা আনফাল-৮ : ২৭)

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۝

৪. 'নিশ্চয়ই আমি আসমানসমূহ, জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এ (কুরআন) আমানত পেশ করেছি, অতঃপর তারা তা বহন করতে অস্বীকার করেছে এবং এতে ভীত হয়েছে। আর মানুষ তা বহন করেছে। নিশ্চয়ই সে ছিল অতিশয় জালিম, একান্তই অজ্ঞ।' (সূরা আহজাব-৩৩ : ৭২)

وَ اِنۡ کُنۡتُمۡ عَلٰی سَفَرٍ وَّ لَمۡ تَجِدُوۡا کَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقۡبُوۡضَۃٌ ؕ فَاِنۡ اَمِنَ بَعۡضُکُمۡ بَعۡضًا فَلۡیُؤَدِّ الَّذِی اؤۡتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَ لۡیَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ وَ لَا تَکۡتُمُوا الشَّهَادَۃَ ؕ وَ مَنۡ یَّکۡتُمۡهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلۡبُهٗ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ عَلِیۡمٌ ۠

৫. 'আর যদি তোমরা সফরে থাকো এবং কোনো লেখক না পাও, তাহলে হস্তান্তরিত বন্ধক রাখবে। আর যদি তোমরা একে অপরকে বিশ্বস্ত মনে করো, তবে যাকে বিশ্বস্ত মনে করা হয়, সে যেন স্বীয় আমানত আদায় করে এবং নিজ রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না এবং যে কেউ তা গোপন করে, অবশ্যই তার অন্তর পাপী। আর তোমরা যা আমল করো, আল্লাহ সে ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত।' (সূরা বাকারা-২ : ২৮৩)

আল হাদিস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ إِذَا كَانَ فِيْكَ لَا يَضُرُّكَ مَا فَاتَكَ مِنِ الدُّنْيَا حِفْظُ أَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةُ طُعْمَةٍ (حَاكِمٌ : بَاب أَرْبَعٌ إِذَا كَانَ فِيْكَ لَا يَضُرُّكَ)

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'তোমার সাথে চারটি জিনিস থাকলে পৃথিবীর সব হারিয়ে ফেললেও তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ১. আমানতের সংরক্ষণ। ২. সত্যবাদিতা। ৩. উত্তম চরিত্র। ৪. পবিত্র রিজিক।' (আল মুসতাদরাক লিল হাকিম : বাবুন আরবাউন ইজা কানা ফিকা লা ইয়াদুরুকা, ৭৯৮৯)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (أَبُوْ دَاوِدَ : بَاب فِيْ الرَّجُلِ يَأْخُذُ حَقَّه)

২. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে তোমার নিকট আমানত রেখেছে, তার আমানত তাকে ফেরত

দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার আমানত আত্মসাৎ করে তুমি তার আমানত আত্মসাৎ করো না।' (আবু দাউদ : বাবুন ফির রাজুলি ইয়াখুজু হাক্কাহু : ইফা-৩৪৯৭)

عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ أَهْلِ الرُّوْمِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيْرُ فِيْ بِلَادِهِمْ حَتّٰى إِذَا انْقَضٰى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَجُلٌ عَلٰى دَابَّةٍ أَوْ عَلٰى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اللهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتّٰى يَمْضِيَ أَمَدُه أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ قَالَ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ (الترمذي : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْغَدْرِ)

৩. হজরত সুলায়েম ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত মুয়াবিয়া ও রোমবাসীর মাঝে একটি চুক্তি লিপিবদ্ধ ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ না হতেই মুয়াবিয়া (রা.) তার বাহিনী নিয়ে রোম সীমান্তের দিকে রওয়ানা করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই তিনি তাদের ধাওয়া করবেন। পথিমধ্যে তার নিকট উপস্থিত হলো এক ঘোড়সাওয়ার। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার চুক্তি রক্ষা করো, চুক্তি ভঙ্গ করো না। তার দিকে তাকাতেই মুয়াবিয়া (রা.) দেখলেন, তিনি আমর বিন আবাসা (রা.) । মুয়াবিয়া (রা.) বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, যার সাথে কোনো সম্প্রদায়ের চুক্তি রয়েছে তার পক্ষে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে তাতে কোনো পরিবর্তন সাধন করা বৈধ নয়। তার পরে এটাও বৈধ নয় যে, সে চুক্তি শত্রুর পক্ষে নিক্ষেপ করবে। হাদিস শুনে মুয়াবিয়া (রা.) তার সৈন্য নিয়ে ফিরে আসলেন।' (তিরমিজি : বাবু মা জা'আ ফিল গাদরি : ইফা-১৫৮৬)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِه فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (البُخَارِيّ : بَابُ العُزْلَةِ رَاحَةٌ مِّنْ خُلَّاطِ السُّوْءِ)

৪. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন আমানত নষ্ট হয়ে যাবে, তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করো। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) কিভাবে আমানত নষ্ট হয়? রাসূল (সা.) বললেন, যখন অযোগ্য লোককে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করো।' (বুখারি : বাবুল উজলাতি রাহাতুন মিন খুল্লাতিস সুয়ি : ইফা-৬০৫২)

২৮. অহংকারের পরিণাম : عَاقِبَةُ الْكِبْرِ

আল কুরআন

وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِی الْقُرْبٰی وَ الْيَتٰمٰی وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِی الْقُرْبٰی وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۙ

১. 'তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না। আর সদ্ব্যবহার করো মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতিম, মিসকিন, নিকট আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদের যারা দাম্ভিক অহংকারী।' (সূরা নিসা-৪ : ৩৬)

وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۚ

২. 'আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর জমিনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না'। (সূরা লুকমান-৩১ : ১৮)

لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰی مَا فَاتَكُمْ وَ لَا تَفْرَحُوْا بِمَاۤ اٰتٰكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ۙ

৩. 'যাতে তোমরা আফসোস না কর তার ওপর, যা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে এবং তোমরা উৎফুল্ল না হও তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তার কারণে। আর আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' (সূরা হাদিদ-৫৭ : ২৩)

اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۙ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ۝

৪. 'তাদের যখন বলা হতো, আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, তখন নিশ্চয়ই তারা অহংকার করত। আর বলত, আমরা কি এক পাগল কবির জন্য আমাদের উপাস্যদের ছেড়ে দেবো?' (সূরা সাফফাত-৩৭ : ৩৫-৩৬)

فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

৫. 'এখন যাও, দোজখের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ো। সেখানেই তোমাদের চিরকাল থাকতে হবে। অহংকারীদের জন্য তা বড়োই মন্দ ঠিকানা।' (সূরা নাহল-১৬ : ২৯)

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۭ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ۝

৬. 'আর আমি কত জনপদকে ধ্বংস করেছি, যার বাসিন্দারা তাদের জীবন উপকরণ নিয়ে দম্ভ করত! এগুলো তো তাদের বাসস্থান। তাদের পরে (এখানে) সামান্যই বসবাস করা হয়েছে। আর আমিই চূড়ান্ত মালিকানার ওয়ারিশ।' (সূরা কাসাস-২৮ : ৫৮)

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۭ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۭ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

৭. 'তোমরা জেনে রাখো যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, শোভা–সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব–অহংকার এবং ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততিতে

আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হলো বৃষ্টির মতো, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদের আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়–কুটায় পরিণত হয়। আর আখিরাতে আছে কঠিন আজাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।' (সূরা হাদিদ-৫৭ : ২০)

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّ هُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ○

৮. 'তোমাদের মাবুদ একজনই। কিন্তু যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না, তাদের দিলে অস্বীকার কায়েম হয়ে আছে এবং তারা অহংকারী।' (সূরা নাহল-১৬ : ২২)

وَ لَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ○

৯. 'আর জমিনে বড়াই করে চলো না; তুমি তো কখনো জমিনকে ফাটল ধরাতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান পৌঁছতে পারবে না।' (সুরা বনি ইসরাইল-১৭ : ৩৭)

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَ لَا فَسَادًا ؕ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ○

১০. 'এই হচ্ছে আখিরাতের নিবাস, যা আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা জমিনে ঔদ্ধত্য দেখাতে চায় না এবং ফাসাদও চায় না। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য।' (সূরা কাসাস-২৮ : ৮৩)

আল হাদিস

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ (اَبُوْ دَاودَ: بَابٌ فِيْ حُسْنِ الْخُلُقِ)

১. হজরত হারেসা ইবনে ওয়াহাব (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'অহংকারী ও অহংকারের মিথ্যা ভানকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' (আবু দাউদ : বাবুন ফি হুসনিল খুলুক্বি : ইফা-৪৭২৬)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِه مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ (مُسْلِم: بَابُ تَحْرِيْمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ)

২. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকারও রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' এক ব্যক্তি বললেন, কোনো ব্যক্তি পছন্দ করে তার কাপড় সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক (তাও কি অহংকার?) রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হলো, সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে অবজ্ঞা করা।' (মুসলিম : বাবু তাহরিমিল কিবরি ওয়া বায়ানিহি : ইফা-১৬৭)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِيْ يَسْتَرْخِيْ إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذٰلِكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذٰلِكَ خُيَلَاءَ (بُخَارِي: بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا)

৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অহংকারবশত স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র (লুঙ্গি, প্যান্ট, পায়জামা) মাটির ওপর দিয়ে টেনে চলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার দিকে তাকাবেন না। তখন হজরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমার লুঙ্গি অসতর্ক অবস্থায় ঢিলা হয়ে পায়ের গিরার নিচে চলে যায়, যদি না আমি তা ভালোভাবে বেঁধে রাখি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তুমি তো তা অহংকারবশত করো না।' (বুখারি : বাবু ক্বাওলিন নাবী কুনতু মুত্তাখিজান খালিলান : ইফা-৩৪০৩)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَّا عُرِجَ بِيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ أَعْرَاضِهِمْ (أَبُوْ دَاودَ : بَابٌ فِيْ الْغِيْبَةِ)

৪. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন আমার প্রভু আমাকে মিরাজে নিয়েছিলেন, তখন আমি এক শ্রেণির লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদের নখগুলো ছিলো পিতলের মতো। যা দিয়ে তারা নিজেদের চেহারা ও বুকে খামছাচ্ছিল। আমি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এরা সেইসব ব্যক্তি যারা দুনিয়াতে মানুষের গোশত খেত (অর্থাৎ গিবত করত) এবং তাদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলত।' (আবু দাউদ : বাবুন ফিল গিবতি : ইফা-৪৮০১)

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلٰى أَحَدٍ وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلٰى أَحَدٍ (أَبُوْ دَاودَ : بَابٌ فِي التَّوَاضُعِ)

৫. হজরত ইয়াদ ইবনে হিমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা এই মর্মে আমার নিকট অহি প্রেরণ করেছেন, তোমরা সকলে বিনয়ী হও। যাতে কেউ কারও প্রতি বাড়াবাড়ি করতে না পারে এবং কেউ কারও কাছে গর্ব করতে না পারে।' (আবু দাউদ : বাবুন ফিত তাওয়াজুয়ি : ইফা-৪৮১৫)

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ اَلْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ لَوْ أُقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ (بُخَارِي : بَابُ الْكِبْرِ)

৬. হজরত হারিসা ইবনে ওহাব খুজায়ী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো, জান্নাতের অধিকারী কারা? প্রত্যেক দুর্বল ও যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছে। তারা হলো এমন যে, যদি তারা আল্লাহর নামে কসম করে, অবশ্যই আল্লাহ তা পূর্ণ করেন। আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো, জাহান্নামের অধিবাসী কারা? প্রত্যেক অহংকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, উদ্ধত লোক।' (বুখারি : বাবুল কিবরি : ইফা-৫৬৪৫)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ (مُسْلِم : بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ إِسْبَالِ الْإِزَارِ)

৭. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তিন ধরনের লোক রয়েছে যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না। বর্ণনাকারী আবু মুয়াবিয়া বলেন, তাদের দিকে তাকাবেনও না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ১. বিবাহিত ব্যভিচারী। ২. মিথ্যাবাদী শাসক। ৩. অহংকারী দরিদ্র।' (মুসলিম : বাবু বায়ানি গিলাজে তাহরিমি ইসবালিল ইজারে : ইফা-১৯৭)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ (أَبُوْ دَاوُدَ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكِبْرِ)

৭. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অহংকার হলো আমার চাদর। আর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব হলো আমার পোশাক। যে ব্যক্তি এ দুটির কোনো একটি নিয়ে আমার সহিত টানাটানি করে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।' (আবু দাউদ : বাবু মা জা'আ ফিল কিবরি : ইফা-৪০৪৬)

২৯. বিনয় ও নম্রতা : اَلتَّوَاضُعُ

আল কুরআন

وَ اقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۠

১. ‘আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, তোমার আওয়াজ নিচু করো; নিশ্চয়ই সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হলো গাধার আওয়াজ’। (সূরা লুকমান-৩১ : ১৯)

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

২. ‘আর মুমিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি তুমি তোমার বাহুকে অবনত করো।’ (সূরা শুআরা-২৬ : ২১৫)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗۤ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

৩. ‘হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে তাহলে অচিরেই আল্লাহ এমন কওমকে আনবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের ওপর বিনম্র এবং কাফিরদের ওপর কঠোর হবে। আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে এবং কোনো কটাক্ষকারীর কটাক্ষকে ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।’ (সূরা মায়িদা-৫ : ৫৪)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۠ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

৪. ‘অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে

তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করো এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৫৯)

وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا۝

৫. 'আর রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম।' (সূরা ফুরকান-২৫ : ৬৩)

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚۖ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚ۟ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا۠

৬. 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকুকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজিলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মতো, যে তার কচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কাঠের ওপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষিকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদের ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।' (সূরা ফাতহ-৪৮ : ২৯)

আল হাদিস

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ اَوْحٰى إِلَىَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَبْغِيْ أَحَدٌ عَلٰى أَحَدٍ وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلٰى أَحَدٍ (أَبُوْ دَاوُدَ : بَابٌ فِيْ التَّوَاضُعِ)

১. হজরত ইয়াজ ইবনে হিমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা আমার কাছে এই মর্মে অহি প্রেরণ করেছেন, তোমরা সকলে বিনয়ী হও। যাতে কেউ কারও প্রতি বাড়াবাড়ি করতে না পারে এবং কেউ কারও কাছে গর্ব করতে না পারে।' (আবু দাউদ : বাবুন ফিত তাওয়াজুয়ি : ইফা-৪৮১৫)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ (مُسْلِم : بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَفْوِ وَالتَّوَاضُعِ)

২. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'দানের দ্বারা সম্পদ কমে না। ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ বান্দার ইজ্জত ও সম্মান বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছু করেন না। আর যে (একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে) বিনয় ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।' (মুসলিম : বাবু ইসতিহবাবিল আফউয়ি ওয়াত তাওয়াযুয়ি : ইফা-৬৩৫৬)

৩০. ইনসাফ : اَلْإِنْصَافُ وَالْعَدْلُ

আল কুরআন

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِی الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ○

১. 'আল্লাহ সুবিচার, বদান্যতা ও নিকটাত্মীয়ের হক আদায় করার আদেশ দিচ্ছেন এবং বেহায়াপনা, নিষিদ্ধ কাজ ও সীমালঙ্ঘন করা থেকে নিষেধ করছেন। তিনি তোমাদের নসিহত করছেন, যাতে তোমরা উপদেশ নিতে পার।' (সূরা নাহল-১৬ : ৯০)

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا ۙ وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا○

২. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কতোইনা সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' (সূরা নিসা-৪ : ৫৮)

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ رُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِیٌّ عَزِيْزٌ○

৩. 'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদের স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড নাজিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি আরও নাজিল করেছি লোহা, তাতে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে। আর যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদের সাহায্য করে। অবশ্যই আল্লাহ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী।' (সূরা হাদিদ-৫৭ : ২৫)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَ اِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

৪. ‘হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়ের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। যদি সে বিত্তশালী হয় কিংবা দরিদ্র, তবে আল্লাহ উভয়ের ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো কিংবা এড়িয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমরা যা করো সে বিষয়ে সম্যক অবগত।’ (সূরা নিসা-৪ : ১৩৫)

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَ اسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَ قُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَ اُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ ؕ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ؕ○

৫. ‘এ কারণে তুমি আহ্বান করো এবং দৃঢ় থাকো যেমন তুমি আদিষ্ট হয়েছ। আর তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না এবং বলো আল্লাহ যে কিতাব নাজিল করেছেন আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমাদের রব এবং তোমাদের রব। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ-বিসম্বাদ নেই; আল্লাহ আমাদের একত্র করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে।’ (সূরা শুরা-৪২ : ১৫)

وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

৬. ‘আর তোমরা ইয়াতিমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না, সুন্দর পন্থা ছাড়া।

যতক্ষণ না সে পরিণত বয়সে উপনীত হয়, আর পরিমাপ ও ওজন ইনসাফের সাথে পরিপূর্ণ দেবে। আমি কাউকে তার সাধ্য ছাড়া দায়িত্ব অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ইনসাফ করো, যদিও সে আত্মীয় হয় এবং আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ করো। এগুলো তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।' (সূরা আনআম-৬ : ১৫২)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡٓا اِذَا تَدَايَنۡتُمۡ بِدَيۡنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكۡتُبُوۡهُ ؕ وَ لۡيَكۡتُبْ بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبٌۢ بِالۡعَدۡلِ ۚ وَ لَا يَاۡبَ كَاتِبٌ اَنۡ يَّكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلۡيَكۡتُبْ ۚ وَ لۡيُمۡلِلِ الَّذِىۡ عَلَيۡهِ الۡحَقُّ وَ لۡيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَ لَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـًٔا ؕ فَاِنۡ كَانَ الَّذِىۡ عَلَيۡهِ الۡحَقُّ سَفِيۡهًا اَوۡ ضَعِيۡفًا اَوۡ لَا يَسۡتَطِيۡعُ اَنۡ يُّمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهٗ بِالۡعَدۡلِ ؕ وَ اسۡتَشۡهِدُوۡا شَهِيۡدَيۡنِ مِنۡ رِّجَالِكُمۡ ۚ فَاِنۡ لَّمۡ يَكُوۡنَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٌ وَّ امۡرَاَتٰنِ مِمَّنۡ تَرۡضَوۡنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنۡ تَضِلَّ اِحۡدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحۡدٰىهُمَا الۡاُخۡرٰى ؕ وَ لَا يَاۡبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوۡا ؕ وَ لَا تَسۡـَٔمُوۡٓا اَنۡ تَكۡتُبُوۡهُ صَغِيۡرًا اَوۡ كَبِيۡرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمۡ اَقۡسَطُ عِنۡدَ اللّٰهِ وَ اَقۡوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَ اَدۡنٰٓى اَلَّا تَرۡتَابُوۡٓا اِلَّآ اَنۡ تَكُوۡنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيۡرُوۡنَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ اَلَّا تَكۡتُبُوۡهَا ؕ وَ اَشۡهِدُوۡٓا اِذَا تَبَايَعۡتُمۡ ۚ وَ لَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّ لَا شَهِيۡدٌ ؕ وَ اِنۡ تَفۡعَلُوۡا فَاِنَّهٗ فُسُوۡقٌۢ بِكُمۡ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ ○

৮. 'হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পর ঋণের লেন-দেন করবে, তখন তা লিখে রাখবে। আর তোমাদের মধ্যে একজন লেখক যেন ইনসাফের সাথে লিখে রাখে এবং কোনো লেখক আল্লাহ তাকে যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন, তা লিখতে অস্বীকার করবে না। সুতরাং সে যেন লিখে রাখে এবং যার ওপর পাওনা সে (ঋণগ্রহীতা) যেন তা লিখিয়ে রাখে। আর সে যেন তার রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে এবং পাওনা থেকে যেন সামান্যও কম না দেয়। অতঃপর যার ওপর পাওনা রয়েছে সে (ঋণগ্রহীতা) যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয়, অথবা সে লেখার বিষয়বস্তু বলতে না পারে, তাহলে যেন তার অভিভাবক ন্যায়ের সাথে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দুজন সাক্ষী রাখো। অতঃপর যদি তারা উভয়ে পুরুষ না হয়, তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন নারী– যাদের

তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ করো। যাতে তাদের (নারীদের) একজন ভুল করলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেয়। সাক্ষীরা যেন অস্বীকার না করে, যখন তাদের ডাকা হয়। আর তা ছোট হোক কিংবা বড়ো তা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করতে তোমরা বিরক্ত হয়ো না। এটি আল্লাহর নিকট অধিক ইনসাফপূর্ণ এবং সাক্ষ্য দানের জন্য যথাযথ। আর তোমরা সন্দিহান না হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। তবে যদি নগদ ব্যবসা হয় যা তোমরা হাতে হাতে লেন-দেন করো, তাহলে তা না লিখলে তোমাদের কোনো দোষ নেই। আর তোমরা সাক্ষী রাখো, যখন তোমরা বেচা-কেনা করবে এবং কোনো লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। আর যদি তোমরা করো, তাহলে নিশ্চয়ই তা হবে তোমাদের সাথে অনাচার। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী।' (সূরা বাকারা-২ : ২৮২)

وَ اَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ○

৯. 'আর তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে ওজন প্রতিষ্ঠা করো এবং ওজনকৃত বস্তু কম দিও না।' (সূরা আর রহমান-৫৫ : ৯)

আল হাদিস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ اَلَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِيْ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا (مُسْلِم : بَابُ فَضِيْلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوْبَةِ الْجَائِرِ)

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ন্যায়বিচারকগণ আল্লাহর ডানপাশে নুরের মিম্বরে আসন গ্রহণ করবে। আল্লাহর দুইপাশই ডান। তারা (ন্যায়বিচারকগণ) হলেন এমন, যারা তাদের বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে পরিবার পরিজনের ব্যাপারে এবং যেসব দায় দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয়, সেসব বিষয়ে সুবিচার করে।' (মুসলিম : বাবু ফাদিলাতিল ইমামিল আদিলি ওয়া উকুবাতিল যাইরি : ইফা-৪৫৭০)

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُوْ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِيْ قُرْبٰى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْ عِيَالٍ (مُسْلِم: بَابُ الصِّفَاتِ الَّتِيْ يُعْرَفُ بِهَا فِي الدُّنْيَا اَهْلُ الْجَنَّةِ وَاَهْلُ النَّارِ)

২. হজরত ইয়াদ ইবনে মুযাশিয়্যি (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেন, ‘জান্নাতের অধিবাসীরা তিন ধরনের। ১. ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল শাসক যাকে (দান-খয়রাত ও জনগণের কল্যাণ করার) তাওফিক দেওয়া হয়। ২. দয়ার্দ্র হৃদয় ও রহমদিল ব্যক্তি, যার অন্তর প্রত্যেক আত্মীয়স্বজন ও মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অতিশয় কোমল ও নরম। ৩. যে ব্যক্তি শরীর ও মনের দিক থেকে পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী, পরিবার বেষ্টিত।’ (মুসলিম : বাবুস সিফাতিল লাতি ইউরাফু বিহা ফিদ দুনইয়া আহলুল জান্নাতি ওয়া আহলুন নার : ইফা-৬৯৪৩)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالٰى فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُه مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُه مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (بُخَارِي : بَابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِيْنِ)

৩. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ‘সাত শ্রেণির ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা (কিয়ামতের দিন) তার আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন। যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক। ২. ওই যুবক যে আল্লাহর ইবাদাতের মধ্য দিয়েই বেড়ে ওঠে। ৩. ওই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহে ঝুলন্ত

থাকে। ৪. ওই দুই ব্যক্তি, যারা একে অপরকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসে, তারা পরস্পর একত্রিত হয় আল্লাহরই উদ্দেশ্যে এবং বিচ্ছিন্নও হয় তারই খাতিরে। ৫. ওই ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী যুবতী (মন্দ কাজের জন্য) আহ্বান করে, অথচ সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৬. ওই ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে, তার বাম হাত জানে না ডান হাত কী দান করেছে। ৭. ওই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার চক্ষুদ্বয় অশ্রু প্রবাহিত করে।' (বুখারি : বাবুস সাদাকাতি বিল ইয়ামিন : ইফা-১৩৪০)

৩১. ক্ষমা : اَلْعَفُوُ

আল কুরআন

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ

১. 'যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৩৪)

خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ○

২. 'তুমি ক্ষমা প্রদর্শন করো এবং ভালো কাজের আদেশ দাও। আর মূর্খদের থেকে বিমুখ থাকো।' (সূরা আরাফ-৭ : ১৯৯)

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ○

৩. 'যদি তোমরা ভালো কিছু প্রকাশ করো, কিংবা গোপন করো অথবা মন্দ ক্ষমা করে দাও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, ক্ষমতাবান।' (সূরা নিসা-৪ : ১৪৯)

وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۚ

৪. 'আর যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে, তা নিশ্চয়ই দৃঢ়সংকল্পেরই কাজ।' (সূরা শুরা-৪২ : ৪৩)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৫. 'হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কিসাস ফরজ করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ

থেকে হালকাকরণ ও রহমত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।' (সূরা বাকারা-২ : ১৭৮)

وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّاۤ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؕ وَ اَنْ تَعْفُوْۤا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

৬. 'আর যদি তোমরা তাদের তালাক দাও, তাদের স্পর্শ করার পূর্বে এবং তাদের জন্য কিছু মোহর নির্ধারণ করে থাক, তাহলে যা নির্ধারণ করেছ, তার অর্ধেক (দিয়ে দাও)। তবে স্ত্রীরা যদি মাফ করে দেয়, কিংবা যার হাতে বিবাহের বন্ধন সে যদি মাফ করে দেয়। আর তোমাদের মাফ করে দেওয়া তাকওয়ার অধিক নিকটতর। আর তোমরা পরস্পরের মধ্যে অনুগ্রহ ভুলে যেয়ো না। তোমরা যা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।' (সূরা বাকারা-২ : ২৩৭)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۠ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ○

৮. 'অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করো এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ করো। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৫৯)

وَ لَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْۤا اُولِى الْقُرْبٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ وَ لْيَعْفُوْا وَ لْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৯. 'আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এমন কসম না করে যে, তারা নিকটাত্মীয়দের, মিসকিনদের ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের কিছুই দেবে না। আর তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ বড়োই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা নুর-২৪ : ২২)

আল হাদিস

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا إِمْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُّجَاهِدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَيْئٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِه إِلَّا أَنْ يُّنْتَهَكَ شَيْئٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (مُسْلِم : بَابُ مُبَاعَدَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْ آثَامِ)

১. হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ব্যতীত কখনো কাউকে মারেননি। না কোন স্ত্রী লোককে না কোন খাদেমকে। তাকে কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। অবশ্যই কোনো নির্ধারিত হারামকে লঙ্ঘন করা হলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন।' (মুসলিম : বাবু মুবায়াদাতিন নাবিয়্যি সা. লিল আসামি : ইফা-৫৮৪২)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَمْشِيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَه أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيْدَةً حَتّٰى نَظَرْتُ إِلٰى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ اَثَّرَتْ بِه حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِه ثُمَّ قَالَ مُرْ لِيْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَه بِعَطَاءٍ (بُخَارِي : بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِيْ الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوْبَهُمْ)

২. হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে হাঁটছিলাম। তার গায়ে ছিল, মোটা বা চ্যাপ্টা পাড়বিশিষ্ট একটি

নাজরানি চাদর। এক বেদুইন তার নিকট এসে তার চাদরটি ধরে ভীষণ সজোরে টান দিলো। আমি লক্ষ্য করলাম, নবি (সা.)-এর ঘাড়ের পার্শ্বদেশে সজোরে চাদর টানার দরুন চাদরের দাগ পড়ে গেছে। বেদুইন বলল, হে মুহাম্মদ! আপনার নিকট আল্লাহর দেওয়া সম্পদ রয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তিনি তার দিকে তাকিয়ে হেসে দিলেন। তারপর তাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।' (বুখারি : বাবু মা কানান নাবিয়্যু সা. ইয়ুতিল মুয়াল্লাফাতা কুলুবাহুম : ইফা-২৯২৮)

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَحْكِيْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَه قَوْمُه فَأَدْمَوْهُ وَ هُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِه وَيَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (بُخَارِي : بَابُ حَدِيْثِ الْغَارِ، مُسْلِم : بَابُ غَزْوَةِ اُحُدٍ)

৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণের মধ্য থেকে একজন সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তাকে তার সম্প্রদায় আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। আর তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলছিলেন, হে আল্লাহ আমার সম্প্রদায়কে মাফ করুন। কারণ এরা তো অবুঝ। (বুখারি : বাবু হাদিসিল গারি, ইফা-৩২৩১, মুসলিম : ইফা-৪৪৯৫)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَه عِنْدَ الْغَضَبِ (بُخَارِي: بَابُ الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَبِ، مُسْلِم : بَابُ فَضْلِ مَنْ يَّمْلِكُ نَفْسَه عِنْدَ الْغَضَبِ)

৪. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কুস্তিতে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে জয়লাভ করাতে বীরত্ব নেই; বরং রাগের মুহূর্তে নিজকে সংবরণ করতে পারাই প্রকৃত বীরত্বের পরিচায়ক। (বুখারি : বাবুল হাজারি মিনাল গাদাবি, ইফা-৬৪০৫, মুসলিম : বাবু ফাদলি মান ইয়ামলিকু নাফসাহু ইনদাল গাদাবি, ইফা-৫৬৮৪)

৩২. জিকির : اَلذِّكْرُ

আল কুরআন

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ○

১. ‘অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর আমার শোকর আদায় করো, আমার সাথে কুফরি করো না।’ (সূরা বাকারা-২ : ১৫২)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۭ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ○

২. যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়। (সূরা রা‘দ-১৩ : ২৮)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا○ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا○

৩. ‘হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো।’ (সূরা আহজাব-৩৩ : ৪১-৪২)

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى○

৪. আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, নিশ্চয়ই তার জন্য হবে এক সঙ্কুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাব অন্ধ অবস্থায়। (সূরা ত্বহা-২০ : ১২৪)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ○

৫. ‘হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন–সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।’ (সূরা মুনাফিকুন-৬৩ : ৯)

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ۝

৬. ‘আর যে পরম করুণাময়ের জিকির থেকে বিমুখ থাকে আমি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করি, ফলে সে হয়ে যায় তার সঙ্গী।’ (সূরা যুখরুফ-৪৩ : ৩৬)

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ۝

৭. ‘আর তুমি নিজ মনে আপন রবকে স্মরণ করো সকাল-সন্ধ্যায় অনুনয়-বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে। আর গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।’ (সূরা আরাফ-৭ : ২০৫)

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا۝ؕ

৮. ‘আর তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ করো এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি নিমগ্ন হও।’ (সূরা মুয্যাম্মিল-৭৩ : ৮)

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا۝ۚۖ

৯. ‘আর সকাল-সন্ধ্যায় তোমার রবের নাম স্মরণ করো।’
(সূরা দাহর-৭৬ : ২৫)

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ۝

১০. ‘তোমার প্রতি যে কিতাব অহি করা হয়েছে, তা থেকে তিলাওয়াত করো এবং সালাত কায়েম করো। নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন যা তোমরা করো।’ (সূরা আনকাবুত-২৯ : ৪৫)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۝

১১. 'অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো আর আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান করো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।' (সূরা জুমআ-৬২ : ১০)

আল হাদিস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُه مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّيْ أَخَافُ اللّٰهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُه مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (بُخَارِي : بَابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِيْنِ)

১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, সাত শ্রেণির ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা (কিয়ামতের দিন) তার আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন। যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক ২. ওই যুবক যে আল্লাহর ইবাদতের মধ্য দিয়েই বেড়ে ওঠে ৩. ওই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহে ঝুলন্ত থাকে ৪. ওই দুই ব্যক্তি, যারা একে অপরকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসে, তারা পরস্পর একত্রিত হয় আল্লাহরই উদ্দেশ্যে এবং বিচ্ছিন্নও হয় তাঁরই খাতিরে ৫. ওই ব্যক্তি যাকে কোনো সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী যুবতী (মন্দ কাজের জন্য) আহ্বান করে, অথচ সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি ৬. ওই ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে, তার বাম হাত জানে না ডান হাত কী দান করেছে ৭. ওই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার চক্ষুদ্বয় অশ্রু প্রবাহিত করে। (বুখারি : বাবুস সাদাকাতি বিল ইয়ামিন, ইফা-১৩৪০)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ (أَبُوْ دَاودَ : بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ)

২. হজরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন খানা খায়, তখন শুরুতে যেন আল্লাহ তাআলার নাম নেয়। সে শুরুতে আল্লাহ তাআলার নাম নিতে ভুলে গেলে যেন বলে, বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু (প্রথমে ও শেষে আল্লাহর নামে)। (আবু দাউদ : বাবুত তাসমিয়াতি আলাত তয়ামি, ইফা-৩৭২৫)

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه (تِرْمِذِي : بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ)

৩. হজরত সাহল ইবনে মুয়াজ ইবনে আনাস (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি আহার শেষে বলল, আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আতআমানি হাযা ওয়া রাজাক্বানিহি মিন গাইরি হাওলিন মিন্নি ওয়ালা কুওয়াতিন, (সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে এ খাবার খাওয়ালেন, আমাকে রিজিক দিলেন আমার কোনোরূপ চেষ্টা ও শক্তি ছাড়াই)। তার পেছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। (তিরমিজি : বাবু মা ইয়াকুলু ইজা ফারাগা মিনাত তয়ামি, ইফা-৩৪৫৮)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (تِرْمِذِي : بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ)

৪. হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, সবচেয়ে উত্তম জিকির হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর সবচেয়ে উত্তম দুআ হলো, আলহামদুলিল্লাহ। (তিরমিজি : বাবু মা'জা আ আন্না দাওয়াতাল মুসলিমি মুস্তাজাবাতুন, ইফা-৩৩৮৩)

عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى اَلْأَشْعَرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَالْأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيْحُهَا طَيِّبٌ وَالَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيْحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيْحَ لَهَا (بُخَارِي : بَابُ فَضْلِ الْقُرْاٰنِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ)

৫. হজরত আবু মুসা আশআরি (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন কমলালেবু যার স্বাদ চমৎকার এবং খুশবু মনোরম। আর যে কুরআন পড়ে না, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন খেজুরের মতো যার স্বাদ চমৎকার কিন্তু তার কোনো সুগন্ধ নেই। আর যে পাপাচারী ব্যক্তি কুরআন পড়ে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন রাইহান ফুলের মতো, যার খুশবু মনোরম কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে পাপাচারী কুরআন পড়ে না তার দৃষ্টান্ত হলো এমন মাকাল ফলের মতো যার স্বাদ তিক্ত এবং তার কোনো সুগন্ধও নেই। (বুখারি : বাবু ফাদলিল কুরআনি আলা সায়িরিল কালামি, ইফা-৪৬৫০)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ، خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِيْ الْمِيْزَانِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ (البُخَارِي : بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالٰى : وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، مُسْلِمُ : بَابُ فَضْلِ التَّهْلِيْلِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالدُّعَاءِ)

৬. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি কারিম (সা.) বলেছেন, এমন দুটি বাক্য আছে, যা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়, মুখে উচ্চারণে হালকা, কিন্তু পাল্লায় (ওজনে) ভারী, তা হলো সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আজিম। (বুখারি : বাবু ক্বাওলিল্লাহি তাআলা 'ওয়া নাদাউল মাওয়াজিনাল ক্বিসতা লি ইয়াওমিল ক্বিয়ামাতি, ইফা-৭০৫৩, মুসলিম : বাবু ফাদলিত তাহলিলি ওয়াত তাসবিহি ওয়াদ দুয়ায়ি, ইফা-৬৬০১)

৩৩. নিফাক : اَلنِّفَاقُ

আল কুরআন

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۝

১. 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। আর তুমি কখনও তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না।' (সূরা নিসা-৪ : ১৪৫)

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ.

২. 'হে নবি! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং তাদের ওপর কঠোর হও, আর তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম; আর তা কতই-না নিকৃষ্ট স্থান।' (সূরা তাওবা-৯ : ৭৩)

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝

৩. 'আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী ও কাফিরদের জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাতে তারা চিরদিন থাকবে, এটি তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের লানত করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আজাব।' (সূরা তাওবা-৯ : ৬৮)

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۝

৪. 'যখন তোমার কাছে মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি– নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন– অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।' (সূরা মুনাফিকুন-৬৩ : ১)

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَ إِذَا قَامُوْٓا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا ۟

৫. 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। অথচ তিনি তাদের ধোঁকা (এর জবাব) দানকারী। আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়, তারা লোকদের দেখায় এবং তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে।' (সূরা নিসা-৪ : ১৪২)

وَ إِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚۖ وَ إِذَا خَلَوْا إِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا إِنَّا مَعَكُمْ ۙ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ۟

৬. 'আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে– আমরা ঈমান এনেছি এবং যখন গোপনে তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে– নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী।' (সূরা বাকারা-২ : ১৪)

وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ يُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۖ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۟

৭. 'আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নাজিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়। তা না হলে তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকে জাহান্নামে একত্রকারী।' (সূরা নিসা-৪ : ১৪০)

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ۟

৮. 'মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও যে, নিশ্চয়ই তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।' (সূরা নিসা-৪ : ১৩৮)

يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ؕ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا○

৯. 'তারা মানুষের কাছ থেকে লুকাতে চায়, আর আল্লাহর কাছ থেকে লুকাতে চায় না। অথচ তিনি তাদের সাথেই থাকেন যখন তারা রাতে এমন কথার পরিকল্পনা করে, যা তিনি পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তারা যা করে, তা পরিবেষ্টন করে আছেন।' (সূরা নিসা-৪ : ১০৮)

আল হাদিস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: 'اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ (بُخَارِي : بَابُ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ)

১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি, ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে ২. যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে ৩. আর যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় বিশ্বাসঘাতকতা করে।' (বুখারি : বাবু আলামাতিল মুনাফিকি, ইফা-৩২)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (الْبُخَارِيّ : بَابُ خِصَالِ الْمُنَافِقِ)

২. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেন, নবি কারিম (সা.) বলেছেন, 'চারটি বিষয় যার মধ্যে রয়েছে, সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মাঝে চারটির কোনো একটি রয়েছে, তার মাঝে নিফাকির একটি চিহ্ন রয়েছে যতক্ষণ সে তা না ছাড়ে। ১. যখন আমানত রাখা হয়, বিশ্বাসঘাতকতা করে ২. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে ৩. যখন চুক্তিবদ্ধ হয় তা লঙ্ঘন করে ৪. আর যখন ঝগড়া করে গালাগালি করে।' (বুখারি : বাবু খিছালিল মুনাফিকি, ইফা-৩৩)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِيْ مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَلَا فِقْهٌ فِي الدِّيْنِ (تِرْمِذِيْ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ)

৩. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'দুটি গুণ কোনো মুনাফিকের মধ্যে সম্মিলিত হয় না। ১. সু-স্বভাব ২. দীনের যথার্থ জ্ঞান।' (তিরমিজি : বাবু মা জা,আ ফি ফাদলিল ফিকহি আলাল ইবাদাতি, ইফা-২৬৮৪)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: تَجِدُوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ، خِيَارُهُمْ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا، وَتَجِدُوْنَ خَيْرَ النَّاسِ فِيْ هٰذَا الشَّأْنِ اَشَدَّهُمْ لَه كَرَاهِيَةً، وَتَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَأْتِيْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِيْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ (بُخَارِي : بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى يَا اَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثٰى)

৪. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা দেখবে মানুষ খনিজসম্পদের মতো। তাদের মধ্যে যারা জাহেলি যুগে উত্তম ছিল ইসলামী সমাজেও তারাই উত্তম হবে যখন তারা (দ্বীন ইসলামের) পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করবে। তোমরা প্রশাসনে ঐ লোকদের ভালো পাবে যারা সরকারি দায়িত্ব গ্রহণ করতে খুবই অপছন্দ করে। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে খারাপ, যে একবার এই দলের নিকট এক রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং আরেকবার অন্য এক রূপ নিয়ে অন্য দলের নিকট আত্মপ্রকাশ করে।' (বুখারি : বাবু কাওলিল্লাহি তাআলা ইয়া আইয়ুহান্নাসু ইন্না খালাক্বনাকুম মিন জাকারিন ওয়া উনসা, ইফা-৩২৪৬)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيْرُ إِلٰى هٰذِهِ مَرَّةً وَإِلٰى هٰذِهِ مَرَّةً (مُسْلِم : كِتَابُ صِفَاتِ الْمُنَافِقِيْنَ وَأَحْكَامِهِمْ)

৫. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হলো দুটি ছাগলের মাঝে একটি বানডাকা বকরির মতো, যে একবার এদিকে অন্যবার সেদিকে ছোটাছুটি করে।' (মুসলিম : কিতাবু ছিফাতিল মুনাফিকিন ওয়া আহকামিহিম, ইফা-৬৭৮৬)

৩৪. তাওবা : اَلتَّوْبَةُ

আল কুরআন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ○

১. ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, খাঁটি তাওবা; আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদের এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, নবি ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের সেদিন আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের আলো তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে। তারা বলবে– হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন; নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে সর্বক্ষমতাবান।’ (সূরা তাহরিম-৬৬ : ৮)

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَ تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ○

২. ‘আর মুমিন নারীদের বলো, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করবে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে

বক্ষদেশ আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজেদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই-এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারও কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।' (সূরা নুর-২৪ : ৩১)

اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৩. 'সুতরাং তারা কি আল্লাহর নিকট তাওবা করবে না এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাইবে না? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা মায়েদা-৫ : ৭৪)

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

৪. 'নিশ্চয়ই তাওবা কবুল করা আল্লাহর জিম্মায় তাদের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে। তারপর শিগগির তাওবা করে। অতঃপর আল্লাহ এদের তাওবা কবুল করবেন আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা নিসা-৪ : ১৭)

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

৫. 'আর তাওবা নেই তাদের, যারা অন্যায় কাজ করতে থাকে, অবশেষে যখন তাদের কারও মৃত্যু এসে যায়, তখন বলে– আমি এখন তাওবা করলাম। আর তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা কাফির অবস্থায় মারা যায়; আমি এদের জন্যই তৈরি করেছি যন্ত্রণাদায়ক আজাব।' (সূরা নিসা-৪ : ১৮)

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۠ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۪ۙ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

৬. ‘আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনে-শুনে তা তারা বারবার করে না।’ (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৩৫)

وَ الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَ اٰمَنُوْٓا ۫ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۝

৭. ‘আর যারা খারাপ কাজ করল, তারপর তাওবা করল এবং ঈমান আনল, নিশ্চয়ই তোমার রব এরপরও ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সূরা আ’রাফ-৭ : ১৫৩)

وَ هُوَ الَّذِیْ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ یَعْفُوْا عَنِ السَّیِّاٰتِ وَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ۝

৮. ‘আর তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন। আর তোমরা যা করো, তা তিনি জানেন।’ (সূরা শুরা-৪২ : ২৫)

اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ۝

৯. ‘অতঃপর যে তার জুলুমের পর তাওবা করবে এবং নিজেকে সংশোধন করবে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সূরা মায়িদা-৫ : ৩৯)

আল হাদিস

عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْاَغَرَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَى اللهِ فَإِنِّيْ أَتُوْبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ (مُسْلِم : بَابٌ فِي التَّوْبَةِ)

১. হজরত আবু বুরদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) এর সাহাবি আগার (রা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর নিকট

বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'হে মানবমণ্ডলী তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো, নিশ্চয়ই আমি প্রতিদিন একশতবার তাওবা করে থাকি।' (মুসলিম : বাবুন ফিত-তাওবাতি, ইফা-৬৬১৩)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ (تِرْمِذِي: بَابٌ فِيْ فَضْلِ التَّوْبَةِ وَالْاِسْتِغْفَارِ)

২. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু না হওয়া পর্যন্ত তাঁর বান্দার তাওবা কবুল করেন।' (তিরমিজি : বাবুন ফি ফাদলিত তাওবাতি ওয়াল ইস্তেগফারি, ইফা-৩৫৩৭)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَللهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهٖ وَقَدْ أَضَلَّه فِيْ أَرْضٍ فَلَاةٍ (بُخَارِي : بَابُ التَّوْبَةِ)

৩. হজরত আনাস (রা.) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবায় তোমাদের ওই ব্যক্তির চেয়েও বেশি আনন্দিত হন, যার উট মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর সে তা ফিরে পেল।' (বুখারি : বাবুত তাওবাতি, ইফা-৫৮৭০)

عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَه بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَه بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (مُسْلِم : بَابُ قَبُوْلِ التَّوْبَةِ مِنَ الذُّنُوْبِ)

৪. হজরত আবু মুসা (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'পশ্চিমদিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত (কিয়ামত পর্যন্ত) আল্লাহ তাআলা প্রতি রাতে তার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে দিনের গুনাহগার তাওবা করে। আর তিনি প্রতিদিন তার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে রাতের গুনাহগার তাওবা করে।' (মুসলিম : বাবু কুবুলিত তাওবাতি মিনাজ জুনুবি, ইফা-৬৭৩৪)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغٰى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللهُ عَلٰى مَنْ تَابَ (بُخَارِي : بَابُ مَا يُتَّقٰى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ)

৫. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবি কারিম (সা.)-কে বলতে শুনেছি, ‘যদি আদম সন্তানের জন্য সম্পদের দুটি উপতাকাও থাকে সে তৃতীয় আরেকটি কামনা করে। আর বনি আদমের মুখ মাটি ছাড়া আর কিছুতেই ভরবে না। আর যে ব্যক্তি তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।’ (বুখারি : বাবু মা ইউত্তাকা মিন ফিতনাতিল মালি, ইফা-৫৯৯৩)

৩৫. গিবত : اَلْغِيْبَةُ

আল কুরআন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ○

১. ‘হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয়ই কোনো কোনো অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গিবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাকো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু।’ (সূরা হুজুরাত-৪৯ : ১২)

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ○

২. ‘মন্দ কথার প্রচার আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে কারও ওপর জুলুম করা হলে ভিন্ন কথা। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।’ (সূরা নিসা-৪ : ১৪৮)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ○

৩. ‘দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে সামনে নিন্দাকারী ও পেছনে গিবতকারী।’ (সূরা হুমাজাহ-১০৪ : ১)

আল হাদিস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَه وَمَنْ كَانَ

يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَه (بُخَارِي : بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ، مُسْلِم : بَابُ الْحَثِّ عَلٰى اِكْرَامِ الضَّيْفِ...)

১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখিরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।' (বুখারি : বাবু হিফজিল লিসানি, ইফা-৬০৩১, মুসলিম : ইফা-৭৯)

عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ : أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ (تِرْمِذِي : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حِفْظِ اللِّسَانِ)

২. হজরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! কিসে মুক্তি নিহিত রয়েছে? রাসূল (সা.) বললেন, তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখো, তোমার ঘরকে প্রশস্ত রাখো এবং তোমার কৃত অপরাধের জন্য (আল্লাহর দরবারে) কান্নাকাটি করো।' (তিরমিজি : বাবু মা জা'আ ফি হিফজিল লিসানি, ইফা-২৪০৯)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ : لَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا. اَلْمُسْلِمُ اَخُوْ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُه وَلَا يَخْذُلُه وَلَا يَحْقِرُه، اَلتَّقْوٰى هَاهُنَا وَيُشِيْرُ إِلٰى صَدْرِه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ امْرِءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُه وَمَالُه وَعِرْضُه (مُسْلِم : بَابُ تَحْرِيْمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ وَخَذْلِه وَاحْتِقَارِه وَدَمِه وَعِرْضِه وَمَالِه)

৩. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা পরস্পরের প্রতি হিংসা পোষণ করো না, ঘৃণা বিদ্বেষ

পোষণ করো না, পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, কেউ অপর কারও ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর ক্রয়-বিক্রয় করো না। আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভাই ভাই হয়ে থাকো। মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তাকে জুলুম করতে পারে না, অপমান অপদস্থ করতে পারে না এবং হীন জ্ঞানও করতে পারবে না। তাকওয়া এখানে। এ কথাটা তিনি তিনবার বলেন এবং নিজের বক্ষস্থলের দিকে ইশারা করেন। কোনো ব্যক্তির খারাপ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, সে তার মুসলিম ভাইকে ঘৃণা করে, হীন মনে করে। প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত (জীবন) ধন-সম্পদ ও মান সম্মান অন্য সব মুসলিমের জন্য হারাম।' (মুসলিম : বাবু তাহরিমি জুলমিল মুসলিমি ওয়া খাজলহি ওয়া ইহতি কারিহি ওয়া দামিহি ওয়া ইরদিহি ওয়া মালিহি, ইফা-৬৩০৯)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا : اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيْلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ (مُسْلِم : بَابُ تَحْرِيْمِ الْغِيْبَةِ)

৪. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা কি জানো গিবত কী? সাহাবিগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেন, তোমার ভাইকে তার অনুপস্থিতিতে এমনভাবে উল্লেখ করা, যা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হলো, বলুন তো আমি যা বলছি তা যদি সত্যিই ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে কী হবে? তিনি বলেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে তুমি তার গিবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তুমি তাকে মিথ্যা অপবাদ দিলে। (মুসলিম : বাবু তাহরিমিল গিবাতি, ইফা-৬৩৫৭)

৩৬. হাদিস বর্ণনায় সতর্কতা : اَلْحَذَرُ فِيْ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ

আল কুরআন

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ○

১. ‘হে ঈমানদারগণ, যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশঙ্কায় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো কওমকে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।’ (সূরা হুজুরাত-৪৯ : ৬)

وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ؕ○

২. ‘এই যে তোমাদের মুখ মিথ্যা হুকুম জারি করে যে, এ জিনিস হালাল ও ওই জিনিস হারাম, এভাবে তোমরা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করো না। যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা বানিয়ে বলে তারা কখনো সফল হতে পারে না।’ (সূরা নাহল-১৬ : ১১৬)

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ○

৩. ‘তার মুখ থেকে যে শব্দই বের হয়, তা (রেকর্ড করার জন্য) পাহারাদার হাজির রয়েছে।’ (সূরা ক্বাফ-৫০ : ১৮)

আল হাদিস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ اٰيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (بُخَارِي: بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ)

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেন, নবি কারিম (সা.) বলেন, 'তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও তা প্রচার করো। আর বনি ইসরাইল সম্পর্কে আলোচনা করো তাতে কোনো দোষ নেই। আর যে ব্যক্তি আমার নামে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে তালাশ করে।' (বুখারি : বাবু মা জুকিরা আন বনি ইসরাইল, ইফা-৩২১৫)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلَ : نَضَّرَ اللهُ اِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَه كَمَا سَمِعَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ (تِرْمِذِي : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلٰى تَبْلِيْغِ السِّمَاعِ)

২. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবি কারিম (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোনো হাদিস শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবেই তা অপরের নিকট পৌঁছিয়েছে। কেননা, অনেক সময় যাকে পৌঁছানো হয়, সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক রক্ষণাবেক্ষণকারী বা জ্ঞানী হয়ে থাকে।' (তিরমিজি : বাবু মা জা'আ ফিল হাসসি আলা তাবলিগিস সিমাই, ইফা-২৬৫৮)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لاَ يُلْقِيْ لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِيْ لَهَا بَالًا يَهْوِيْ بِهَا فِيْ جَهَنَّمَ (بُخَارِي : بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ)

৩. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিমূলক কথা বলে কিন্তু এ পরিণামের পরোয়া করে না, তখন এর পরিবর্তে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আবার

বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে কিন্তু এর পরিণাম সম্পর্কে সে মোটেই চিন্তা করে না, তখন কথা দ্বারা সে নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে।' (বুখারি : বাবু হিফজিল লিসানি, ইফা-৬০৩৪)

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ (مُسْلِم : بَابُ مُقَدِّمَةُ الصَّحِيْحِ)

৪. হজরত হাফস ইবনে আসেম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়। (মুসলিম : মুকাদ্দিমাতুস সহিহ : ৫)

৩৭. সহিহ নিয়ত : النِّيَّةُ الصَّحِيْحَةُ

আল কুরআান

وَ مَاۤ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِیَعۡبُدُوا اللّٰهَ مُخۡلِصِیۡنَ لَهُ الدِّیۡنَ ۙ حُنَفَآءَ وَ یُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ یُؤۡتُوا الزَّکٰوۃَ وَ ذٰلِکَ دِیۡنُ الۡقَیِّمَۃِ ؕ۝

১. ‘তাদের এছাড়া অন্য হুকুম দেওয়া হয়নি যে, তারা যেন দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খালিস করে একমুখী হয়ে আল্লাহর দাসত্ব করে এবং নামাজ কায়েম করে ও জাকাত আদায় করে– এটাই সঠিক মজবুত দ্বীন।’ (সূরা বায়্যিনাহ-৯৮ : ৫)

مَنۡ کَانَ یُرِیۡدُ حَرۡثَ الۡاٰخِرَۃِ نَزِدۡ لَهٗ فِیۡ حَرۡثِهٖ ۚ وَ مَنۡ کَانَ یُرِیۡدُ حَرۡثَ الدُّنۡیَا نُؤۡتِهٖ مِنۡهَا وَ مَا لَهٗ فِی الۡاٰخِرَۃِ مِنۡ نَّصِیۡبٍ ۝

২. ‘যারা আখিরাতের চাষের জমি চায়, আমি তার কৃষিভূমি বাড়িয়ে দিই। আর যারা দুনিয়ার ক্ষেত-ফসল চায় তাকে দুনিয়া থেকেই কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু আখিরাতে তার কোনো হিস্যা নেই।’ (সূরা শুরা-৪২ : ২০)

اِنَّمَا نُطۡعِمُکُمۡ لِوَجۡهِ اللّٰهِ لَا نُرِیۡدُ مِنۡکُمۡ جَزَآءً وَّ لَا شُکُوۡرًا ۝

৩. (তারা বলে,) ‘আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান চাই না এবং কোনো শোকরও না।’ (সূরা দাহর-৭৬ : ৯)

وَ مِنَ النَّاسِ مَنۡ یَّشۡرِیۡ نَفۡسَهُ ابۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ رَءُوۡفٌۢ بِالۡعِبَادِ ۝

৪. ‘অপরদিকে মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন দিয়ে দেয় এবং এমন বান্দাদের ওপর আল্লাহ বড়োই মেহেরবান।’ (সূরা বাকারা-২ : ২০৭)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ○ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ○

৫. 'যে দুনিয়া চায় আমি সেখানে তাকে দ্রুত দিয়ে দিই, যা আমি চাই, যার জন্য চাই। তারপর তার জন্য নির্ধারণ করি জাহান্নাম, সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত, বিতাড়িত অবস্থায়। আর যে আখিরাত চায় এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে মুমিন অবস্থায়, তাদের চেষ্টা হবে পুরস্কারযোগ্য।' (সূরা বনি ইসরাইল-১৭ : ১৮-১৯)

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৬. 'বলো, তোমরা যদি তোমাদের অন্তরসমূহে যা আছে তা গোপন করো অথবা প্রকাশ করো, আল্লাহ তা জানেন। আর আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও জমিনে যা আছে, তাও তিনি জানেন। আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ২৯)

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৭. 'আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশত ও রক্ত; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবেই তিনি সেসবকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর তাকবির পাঠ করতে পারো, এ জন্য যে, তিনি তোমাদের হিদায়াত দান করেছেন; সুতরাং তুমি সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দাও।' (সূরা হাজ্জ-২২ : ৩৭)

আল হাদিস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرَ إِلٰى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرَ إِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (مُسْلِم : بَابُ تَحْرِيْمِ ظُلْمِ الْمُسْلِمِ)

১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে লক্ষ করেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কার্যপ্রণালীর দিকে লক্ষ রাখেন।' (মুসলিম : বাবু তাহরিমি জুলমিল মুসলিমি, ইফা-৬৩১১)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِلٰى اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلٰى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (بُخَارِي : بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ)

২. হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়তের উপরেই নির্ভর করে। আর প্রতিটি লোক (পরকালে) তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি হিজরত করে দুনিয়ার দিকে তাকে অর্জন করার জন্য অথবা কোনো মহিলার দিকে তাকে বিয়ে করার জন্য তাহলে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে।' (বুখারি : বাবু কাইফা কানা বাদউল অহি : ইফা-০১)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِه فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اُسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُّقَالَ جَرِيْءٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أَمَرَ بِه فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِه حَتّٰى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَأُتِيَ بِه فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أَمَرَ بِه فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِه حَتّٰى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِه فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ

فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَّادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَبِه ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ (مُسْلِم : بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ اِسْتَحَقَّ النَّارَ)

৩. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে, যিনি শহিদ হয়েছেন, তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করে তার প্রতি আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে। সেই সব নিয়ামত প্রাপ্তি ও ভাগের কথা স্বীকার করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তুমি এসব নিয়ামত পেয়ে কী করেছ? সে উত্তরে বলবে আমি আপনার পথে লড়াই করতে করতে শেষ পর্যন্ত শহিদ হয়ে গিয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি বীর খ্যাতি অর্জনের জন্য লড়াই করেছ এবং সে খ্যাতি তুমি দুনিয়াতেই পেয়ে গেছ। অতঃপর তাকে উপুড় করে পা ধরে টেনে-হিঁচড়ে দোজখে নিক্ষেপ করার হুকুম দেওয়া হবে এবং এভাবেই সে দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে। এরপর আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে এমন এক ব্যক্তিকে যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেছে, দ্বীনের শিক্ষা দিয়েছে এবং আল কুরআন পড়েছে। তাকে তার প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে। সে ব্যক্তি এসব নিয়ামত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এসব নিয়ামত পেয়ে তুমি কী করেছ? সে বলবে আমি দ্বীনের ইলম অর্জন করেছি, ইলম শিক্ষা দিয়েছি আর আপনার সন্তুষ্টির জন্য আল কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন তুমি মিথ্যা বলেছ! তুমি আলেম হিসেবে খ্যাতি লাভের জন্য জ্ঞান অর্জন করেছ। তুমি ক্বারি হিসেবে খ্যাতি পাওয়ার জন্য আল কুরআন পড়েছ। সে খ্যাতি তুমি অর্জনও করেছ। তারপর ফায়সালা দেওয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে পা ধরে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর হাজির করা হবে এমন এক ব্যক্তিকে, যাকে আল্লাহ স্বচ্ছলতা ও নানা রকম ধন সম্পদ দান করেছেন। তাকে তার প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে। সে এসব নিয়ামত

প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে এসব পেয়ে তুমি কী করেছ? সে বলবে আমি আপনার পছন্দনীয় সব খাতেই আমার সম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি দাতারূপে খ্যাত হওয়ার জন্যই দান করেছ। সে খ্যাতি তুমি অর্জনও করেছ। তারপর ফায়সালা দেওয়া হবে এবং উপুড় করে পা ধরে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (মুসলিম : বাবু মান কাতালা লিররিয়াই ওয়াস সুমআতি ইসতাহাক্কান্নারা, ইফা-৪৭৭০)

عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : اَلرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهُ فَمَنْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ (بُخَارِي : بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا)

৪. হজরত আবু মুসা আশয়ারি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি নবি কারিম (সা.) এর নিকট আসল। অতঃপর সে বলল (হে আল্লাহর রাসূল) কোনো ব্যক্তি লড়াই করে গনিমতের জন্য, কেউ লড়াই করে খ্যাতির জন্য, আবার কোনো ব্যক্তি লড়াই করে তার অবস্থান দেখানোর জন্য, তাহলে কার লড়াই আল্লাহর পথে গণ্য হবে? রাসূল (সা.) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য লড়াই করে, সেই শুধু আল্লাহর পথের (সৈনিক) হিসেবে গণ্য হবে।' (বুখারি : বাবু মান কাতাল লিতাকুনা কালিমাতুল্লাহি হিয়াল উলইয়া, ইফা-২৬১৫)

৩৮. ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা : نِظَامُ الدَّوْلَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ

আল কুরআন

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○

১. ‘তারা এমন যাদের আমি জমিনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, জাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে।’ (সূরা হজ-২২ : ৪১)

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرٰىكَ اللّٰهُ ؕ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ○

২. ‘নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাজিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করো সে অনুযায়ী যা আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছেন। আর তুমি খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না।’ (সূরা নিসা-৪ : ১০৫)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৩. ‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে জমিনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত

করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না। আর এরপর যারা কুফরি করবে তারাই ফাসিক।' (সূরা আন নুর-২৪ : ৫৫)

وَ قُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا۝

৪. 'আর বলো, হে আমার রব, আমাকে প্রবেশ করাও উত্তমভাবে এবং বের করো উত্তমভাবে। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান করো।' (সূরা বনি ইসরাইল-১৭ : ৮০)

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ یُغْشِی الَّیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهٗ حَثِیْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ۝

৫. 'নিশ্চয়ই তোমাদের রব আসমানসমূহ ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে উঠেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। প্রত্যেকটি একে অপরকে দ্রুত অনুসরণ করে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজি, যা তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। জেনে রেখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। আল্লাহ মহান, যিনি সকল সৃষ্টির রব।' (সূরা আরাফ-৭ : ৫৪)

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِیَّةِ یَبْغُوْنَ ؕ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ یُّوْقِنُوْنَ۝

৬. 'তারা কি তবে জাহিলিয়াতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?' (সূরা মায়িদা-৫ : ৫০)

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّیْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ۝

৭. 'তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদাত করছ, যাদের নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা করেছ, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ প্রমাণ নাজিল করেননি। বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদাত করো না। এটিই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।' (সূরা ইউসুফ-১২ : ৪০)

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ۠

৮. '(হে দাউদ), নিশ্চয়ই আমি তোমাকে জমিনে খলিফা বানিয়েছি, অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করো আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। কেননা, তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠিন আজাব রয়েছে। কারণ, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল।' (সূরা সোয়াদ-৩৮ : ২৬)

আল হাদিস

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّه مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً (بُخَارِي : بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ أُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَه)

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি তার নেতার মাঝে এমন কিছু দেখে যা অপছন্দনীয় সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য থেকে সামান্যতমও দূরে গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।' (বুখারি : বাবু ক্বাওলিন নাবিয়্যি সাতারাওনা বা'দি উমুরান তুনকিরুনাহু, ইফা-৬৫৭৬)

عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرَ الْغَالِيْ فِيْهِ وَالْجَافِيْ عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ (أَبُوْ دَاوُدَ: بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا)

২. হজরত আবু মুসা আশয়ারি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা, আল-কুরআনের বাহক যদি তাতে অতিরঞ্জিত কিছু না করে তাকে সম্মান করা এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত।' (আবু দাউদ : বাবুন ফির রজুলি ইয়াজলিসু বাইনার রজুলাইনি বিগাইরি ইযনিহিমা, ইফা-৪৭৬৮)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ثَلَاثٌ أَخَافُ عَلٰى أُمَّتِيْ اَلِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ وَحَيْفُ السُّلْطَانِ وَتَكْذِيْبٌ بِالْقَدْرِ (اَلْأَلْبَانِيْ : صَحِيْحُ الْجَامِعِ)

৩. হজরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে তিনটি বিষয়ের আশঙ্কা করি ১. তারকারাজির মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা ২. শাসকদের পক্ষ থেকে অত্যাচার ৩. তাকদিরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।' (আলবানি : সহিহুল জামি : ৩০২২)

৩৯. ইসলামী অর্থব্যবস্থা : نِظَامُ الإِقْتِصَادِ الْإِسْلَامِيِّ

আল কুরআন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○

১. ‘হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।’ (সূরা নিসা-৪ : ২৯)

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

২. ‘আর তোমরা নিজেদের মধ্যে তোমাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না এবং তা বিচারকদের (ঘুষ হিসেবে) প্রদান করো না। যাতে মানুষের সম্পদের কোনো অংশ পাপের মাধ্যমে জেনে-বুঝে খেয়ে ফেলতে পারো।’ (সূরা বাকারা-২ : ১৮৮)

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○

৩. ‘আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।’ (সূরা জারিয়াত-৫১ : ১৯)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ○ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۗ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○

৪. 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিজিক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো ধ্বংস হবে না। যাতে তিনি তাদের পূর্ণ প্রতিফল দান করেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের আরো বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী।' (সূরা ফাতির-৩৫ : ২৯-৩০)

وَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ؕ وَ مَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ۝

৫. 'আর কোনো নবির জন্য উচিত নয়, সে খিয়ানত করবে। আর যে খিয়ানত করবে, কিয়ামতের দিনে উপস্থিত হবে তা নিয়ে যা সে খিয়ানত করেছে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরোপুরি দেওয়া হবে যা সে উপার্জন করেছে এবং তাদেরকে জুলুম করা হবে না।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৬১)

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِیْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَ اَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۝

৬. 'যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য– তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হলো, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।' (সূরা বাকারা-২ : ২৭৫)

وَ ابْتَغِ فِيْمَاۤ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ اَحْسِنْ كَمَاۤ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَ لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِی الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ۝

৭. 'আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান করো। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ করো। আর জমিনে ফাসাদ করতে চেয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালোবাসেন না।' (সূরা কাসাস-২৮ : ৭৭)

আল হাদিস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ (اَلْبَيْهَقِي : شُعَبُ الْإِيْمَانِ، ضَعَّفَهُ الْاَلْبَانِي)

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'ফরজ ইবাদাতের পরে হালাল রুজির সন্ধান করাও ফরজ।' (বায়হাকি : শোয়াবুল ঈমান-৮৪৮২, আলবানি এর সনদকে দুর্বল বলেছেন)

عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ قَالَ اِسْتَعْمَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : رَجُلًا عَلٰى صَدَقَاتِ بَنِيْ سُلَيْمٍ يُدْعٰى اِبْنُ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ هٰذَا مَالُكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : فَهَلَّا جَلَسْتَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْكَ وَأُمِّكَ حَتّٰى تَأْتِيْكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّيْ أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِيَ اللهُ فَيَأْتِيْ فَيَقُوْلُ هٰذَا مَالُكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِيْ أَفَلَا جَلَسَ فِيْ بَيْتِ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ حَتّٰى تَأْتِيَهُ هَدِيَّةٌ وَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتّٰى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ بَصُرَ عَيْنِيْ وَسَمِعَ أُذُنِيْ (بُخَارِي : بَابُ اِحْتِيَالِ الْعَامِلِ لِيُهْدٰى لَهُ)

২. হজরত আবু হুমাইদি আস সায়েদি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) একদা বনি সুলাইম গোত্রের ইবনুল লুতিবিয়া নামক এক ব্যক্তিকে জাকাত উত্তোলনের কাজে নিযুক্ত করলেন। অতঃপর যখন (জাকাত) সে হিসেব দিতে আসল সে বলল, এটা তোমাদের সম্পদ আর এটা আমার জন্য হাদিয়া (হিসেবে দেওয়া হয়েছে)। অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন, তুমি কি তোমার পিতা-মাতার ঘরে বসে থাকতে পারলে না। অতঃপর দেখতে তোমার জন্য হাদিয়া নিয়ে আসা হয় কি না? যদি তুমি তোমার দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকো! অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের উদ্দেশে বক্তব্য পেশ করলেন। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও তাঁর গুণ-কীর্তন করলেন, অতঃপর বললেন, আম্মাবা'দু, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে কোনো কাজে নিযুক্ত করি যে বিষয়ে আল্লাহ তাআলা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। অতঃপর সে (কর্মকর্তা) এসে বলে, এটা তোমাদের সম্পদ আর এটা আমাকে হাদিয়াস্বরূপ দেওয়া হয়েছে। তাহলে সে কি তার পিতা-মাতার ঘরে বসে থাকতে পারে না, দেখুক কেউ তার জন্য হাদিয়া নিয়ে আসে কি না? আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ যখন অন্যায়ভাবে কোনো কিছু গ্রহণ করে, অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে এগুলো (কাঁধে) বহন করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। আমি তোমাদের কাউকে জানি, সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমনভাবে, সে উট বহন করবে আর তা ছি ছি করবে অথবা গাভী বহন করবে যা হাম্বা হাম্বা করবে অথবা বকরি বহন করবে যা ভ্যা ভ্যা করে চিৎকার করবে। অতঃপর রাসূল (সা.) তার হাত এমনভাবে উত্তোলন করলেন যে তার বগলের শুভ্রতা দেখা গেল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি আমার দায়িত্ব পৌঁছিয়ে দিয়েছি? (রাসূল (সা.) এর এই অবস্থা আমার চোখ দেখেছে এবং আমার কান শ্রবণ করেছে।' (বুখারি : বাবু ইহতিয়ালিল আমেলে লিইউহদা লাহু, ইফা-৬৫০৮)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ فَأَنَا أَوْلَى

بِالْمُؤْمِنِيْنَ (صَحِيْحُ اِبْنِ حِبَّانٍ: فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ)

২. হজরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মুমিনদের জন্য আমার ভালোবাসা তার নিজ সত্তার চাইতেও বেশি। যে ব্যক্তি (মৃত্যুবরণের সময়) সম্পদ রেখে গেল, তা তার পরিবার পরিজনের জন্য। আর যে ব্যক্তি ঋণ বা অসহায় সন্তান রেখে গেল তার দায় দায়িত্ব আমার ওপর। কেননা মুমিনদের প্রতি আমার ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি।' (সহিহ ইবনু হিব্বান : ফাসলুন ফিস সালাতি আলাল জানাজাতি, বা, হা : ৩০৬২)

৪০. ত্যাগ-কুরবানি : التَّضْحِيَةُ وَالْقُرْبَانُ

আল কুরআন

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ○

১. ‘আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেকে বিকিয়ে দেয়। আর আল্লাহ (তার) বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল।’ (সূরা বাকারা-২ : ২০৭)

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ○

২. ‘তোমরা কি মনে করো তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও জানেননি তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে এবং জানেননি ধৈর্যশীলদের।’ (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৪২)

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ○ۙ

৩. ‘আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।’ (সূরা বাকারা-২ : ১৫৫)

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْۤا اَنْ يَّقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ○ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ○

৪. ‘মানুষ কি মনে করে যে আমরা ঈমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা

সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী।’ (সূরা আনকাবুত-২৯ : ২-৩)

الَّذِىۡ خَلَقَ الۡمَوۡتَ وَ الۡحَيٰوةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ اَيُّكُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ؕ وَ هُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡغَفُوۡرُ ۙ

৫. ‘যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।’ (সূরা মুলক-৬৭ : ২)

اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تَدۡخُلُوا الۡجَنَّةَ وَ لَمَّا يَاۡتِكُمۡ مَّثَلُ الَّذِيۡنَ خَلَوۡا مِنۡ قَبۡلِكُمۡ ؕ مَسَّتۡهُمُ الۡبَاۡسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلۡزِلُوۡا حَتّٰى يَقُوۡلَ الرَّسُوۡلُ وَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ مَتٰى نَصۡرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصۡرَ اللّٰهِ قَرِيۡبٌ ۙ

৬. ‘নাকি তোমরা ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তাদের মতো কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। তাদের স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথি মুমিনগণ বলছিল, কখন আল্লাহর সাহায্য (আসবে)? জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।’ (সূরা বাকারা-২ : ২১৪)

مَاۤ اَصَابَ مِنۡ مُّصِيۡبَةٍ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ ؕ وَ مَنۡ يُّؤۡمِنۡۢ بِاللّٰهِ يَهۡدِ قَلۡبَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ ۙ

৭. ‘আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই আপতিত হয় না। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে সৎপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ।’ (সূরা তাগাবুন-৬৪ : ১১)

اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تُتۡرَكُوۡا وَ لَمَّا يَعۡلَمِ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ جٰهَدُوۡا مِنۡكُمۡ وَ لَمۡ يَتَّخِذُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَ لَا رَسُوۡلِهٖ وَ لَا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَلِيۡجَةً ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ ۙ

৮. 'তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে? অথচ এখনও আল্লাহ যাচাই করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। আর তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।' (সূরা তাওবা-৯ : ১৬)

وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰىۙ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَاْوٰىؕ

৯. 'আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে, নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।' (সূরা নাজিয়াত-৭৯ : ৪০-৪১)

আল হাদিস

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ أَيْمُ اللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ السَّعِيْدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيْدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيْدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنِ، وَلَمَنْ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا (اَبُوْ دَاوُدَ : بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ فِي الْفِتْنَةِ)

১. হজরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই সে সৌভাগ্যবান, যাকে পরীক্ষার ফিতনা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, নিশ্চয়ই সে সৌভাগ্যবান, যাকে পরীক্ষার ফিতনা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, নিশ্চয়ই সে সৌভাগ্যবান, যাকে পরীক্ষার ফিতনা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, আর যাকে পরীক্ষা করা হয়েছে অতঃপর সে ধৈর্য ধারণ করেছে তার জন্য তো রয়েছে অশেষ সু-সংবাদ।' (আবু দাউদ : বাবু ফিন্নাহি আনিস সাইয়ি ফিল ফিতনাতি, ইফা-৪২১৪)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ (تِرْمِذِي : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ)

২. হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'বিপদ ও পরীক্ষা যত কঠিন হবে, তার প্রতিদানও তত বড়ো হবে। আর আল্লাহ তাআলা যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, তখন তাদের পরীক্ষায় ফেলেন। যে ব্যক্তি (পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে) খুশি থাকে, আল্লাহও তার ওপর খুশি হন। আর যে, অসন্তুষ্ট হয়, আল্লাহও তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়।' (তিরমিজি : বাবু মা জা'আ ফিস সাবরি আলাল বালাই, ইফা-২৩৯৯)

عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ (تِرْمِذِي : بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ)

৩. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'মানুষের ওপর এমন এক যুগ আসবে, যখন দ্বীনদারের জন্য দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মতো কঠিন হবে।' (তিরমিজি : বাবু মা জা'আ আন সাব্বির রিয়াহি, ইফা-২২৬৩)

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُوْ اللهَ لَنَا؟ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ، وَاللهِ لَيَتِمَّنَّ هٰذَا الْأَمْرُ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلٰى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ (بُخَارِي : بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ)

৪. হজরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একদা আমরা নবি-কারিম (সা.)-এর নিকট (আমাদের ওপর নির্যাতন সম্পর্কে) অভিযোগ করলাম এমন অবস্থায় যে, তিনি তখন তাঁর চাদরটিকে বালিশ বানিয়ে কাবার ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আমাদের জন্য

কি দুআ করবেন না? তখন তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদার লোকদের অবস্থা ছিল– তাদের কারও জন্য গর্ত খোঁড়া হতো, অতঃপর গর্তে নিক্ষেপ করা হতো, অতঃপর করাত নিয়ে এসে মাথার ওপর স্থাপন করা হতো এবং তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো। কিন্তু এত কিছুর পরও তাকে দ্বীন থেকে সরানো যেত না। কারও শরীর লোহার চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে হাড় থেকে মাংস ও স্নায়ু তুলে ফেলা হতো কিন্তু এতেও তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারত না। আল্লাহর কসম! অবশ্যই এই দ্বীন পূর্ণতা লাভ করবে এমনকি তখন যে কোনো আরোহী সানআ থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ (নিরাপদে) পাড়ি দেবে। এ দীর্ঘ সফরে সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবে না এবং মেষপালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া আর কারও (চোর, ডাকাত) ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা বড়োই তাড়াহুড়া করছ। (বুখারি : বাবু আলামাতিন নবুয়্যাতি ফিল ইসলামি, ইফা-৩৩৫৪)

৪১. কবিরা গুনাহ : اَلْكَبَائِرُ

আল কুরআন

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا

১. ‘তোমরা যদি সেসব কবিরা গুনাহ পরিহার করো, যা থেকে তোমাদের বারণ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবো এবং তোমাদের প্রবেশ করাব সম্মানজনক প্রবেশস্থলে।’ (সূরা নিসা-৪ : ৩১)

وَ الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ

২. ‘(এরা হচ্ছে সে সব মানুষ) যারা বড়ো বড়ো গুনাহ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে, (বিশেষ করে) যখন রাগান্বিত হয় তখন তার (অন্যদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেয়)।’ (সূরা শূরা-৪২ : ৩৭)

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَ اِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى

৩. ‘যারা ছোটোখাটো দোষ-ত্রুটি ছাড়া বড়ো বড়ো পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে, নিশ্চয়ই তোমার রব ক্ষমার ব্যাপারে উদার, তিনি তোমাদের ব্যাপারে সম্যক অবগত। যখন তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে। কাজেই তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। কে তাকওয়া অবলম্বন করেছে, সে সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত।’ (সূরা নাজম-৫৩ : ৩২)

وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَ يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ۚ وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا۠

৪. 'আমলনামা তোমাদের সামনে রেখে দেওয়া হবে। তোমরা তখন দেখতে পাবে, অপরাধীরা তাদের আমলনামায় লেখা সব বিষয় সম্পর্কে ভয় পাচ্ছে এবং বলছে হায়রে আমাদের মন্দ কপাল! এটা কেমন কিতাব যে আমাদের ছোটো-বড়ো এমন কোনো কাজ নেই, যা এ কিতাবে লেখা হয়নি। যা কিছু তারা করেছে সবই তাদের সামনে হাজির পাবে এবং আপনার রব কারও ওপর সামান্য জুলুমও করবেন না।' (সূরা কাহ্ফ-১৮ : ৪৯)

وَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا

৫. 'অভাব-অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তাদের রিজিক দিই এবং তোমাদেরও। নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা মহাপাপ।' (সূরা বনি ইসরাইল-১৭ : ৩১)

وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

৬. 'আর স্মরণ করো, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শিরক করো না; নিশ্চয়ই শিরক হলো বড়ো জুলুম।' (সূরা লুকমান-৩১ : ১৩)

وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَ سَآءَ سَبِيْلًا

৭. 'আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয়ই তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।' (সূরা বনি ইসারাইল-১৭ : ৩২)

وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا

৮. 'আর তোমরা সেই নাফসকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সঙ্গত কারণ ছাড়া। যে অন্যায়ভাবে নিহত হয় আমি অবশ্যই তার অভিভাবককে ক্ষমতা দিয়েছি। সুতরাং হত্যার ব্যাপারে সে সীমালঙ্ঘন করবে না; নিশ্চয়ই সে হবে সাহায্যপ্রাপ্ত।' (সূরা বনি ইসরাইল-১৭ : ৩৩)

আল হাদিস

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ

(بُخَارِي : بَابُ عُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ)

১. হজরত মুগিরা ইবনে শো'বা (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মায়ের অবাধ্য হওয়া, প্রাপকের প্রাপ্য আটক রাখা, কন্যাসন্তানদের জীবন্ত কবর দেওয়া তোমাদের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। আর অযথা তর্ক-বিতর্ক অধিক (অবান্তর) প্রশ্ন করা এবং সম্পদ নষ্ট করাকে তোমাদের জন্য অপছন্দনীয় করেছেন।' (বুখারি : বাবু উকুকিল ওয়ালেদাইনে মিনাল কাবায়ের, ইফা-৫৫৫০)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ اَلشِّرْكُ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ : أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ قَوْلُ الزُّوْرِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ ظَنِّيْ أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ

(بُخَارِي : بَابُ عُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ)

২. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) কবিরা গুনাহসমূহের উল্লেখ করলেন অথবা তাঁর কাছে তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক, প্রাণ হত্যা করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। অতঃপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেবো না কবিরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক কোনটি? তিনি

বলেন, মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। বর্ণনাকারী শোবা বলেন, আমার বেশি ধারণা হয়, সম্ভবত মিথ্যা সাক্ষ্যের কথাই বলেছেন।' (বুখারি : বাবু উকিকুল ওয়ালেদাইনে মিনাল কাবায়েরে, ইফা-৫৫৫২)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَعْضِ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِيْ قُبُوْرِهِمَا فَقَالَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيْرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ فَجَعَلَ كِسْرَةً فِيْ قَبْرِ هٰذَا وَكِسْرَةً فِيْ قَبْرِ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (بُخَارِي : بَابُ النَّمِيْمَةِ مِنَ الْكَبَائِرِ)

৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একদা নবি কারিম (সা.) মদিনার একটি বাগানে বের হলেন, অতঃপর তিনি দুজন ব্যক্তিকে তাদের কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে এমর্মে আওয়াজ শুনলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তাদের দুজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কোনো বড়ো বিষয়ের কারণে তাদের শাস্তি হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ! বিষয়টা বড়োই। তাদের একজন পেশাব করার সময় পর্দা করত না। অপরজন চোগলখুরি করে বেড়াত। অতঃপর তিনি একটি খেজুরের ডাল কেটে আনালেন। অতঃপর ডালটিকে দুই ভাগ করলেন, একটি ডালকে একটি কবরে পুঁতে দিলেন এবং অপর ডালটিকে দ্বিতীয় কবরে পুঁতলেন। অতঃপর বললেন, সম্ভবত ডাল দুটি শুকানোর পূর্ব পর্যন্ত তাদের শাস্তি হালকা করা হতে পারে।' (বুখারি : বাবুন নামিমাতি মিনাল কাবায়িরে, ইফা-৫৬২৯)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ (مُسْلِم : بَابُ بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا)

৪. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া কবিরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল

(সা.) কোনো ব্যক্তি কি তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়? রাসূল (সা.) বলেছেন, হ্যাঁ, সে অন্যের পিতাকে গালি দেয়, তখন ওই ব্যক্তিও তার পিতাকে গালি দেয়। সে অন্যের মাকে গালি দেয় অতঃপর সে ব্যক্তিও তার মাকে গালি দেয়।' (মুসলিম : বাবু বায়ানিল কাবায়িরি ওয়া আকবারিহা, ইফা-১৬৫)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَاهُنَّ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ (بُخَارِي : بَابُ رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ. مُسْلِم : بَابُ بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا)

৫. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকো। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) সেগুলো কী কী? তিনি (সা.) বললেন, ১. আল্লাহর সাথে শিরক করা ২. জাদুটোনা করা ৩. আল্লাহ যে প্রাণকে হত্যা করা হারাম করেছেন অন্যায়ভাবে তা হত্যা করা ৪. সুদ খাওয়া ৫. ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা ৭. সতী-সাধ্বী, সরল মুমিন নারীর ব্যাপারে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।' (বুখারি : বাবু রামইল মুহসানাতি, ইফা-৬৩৯৩, মুসলিম : বাবু বায়ানিল কাবায়িরে ওয়া আকবারিহা, ইফা-১৬৪)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ أَنْ تَدْعُوَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قَالَ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قَالَ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَصْدِيْقَهَا [وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا] (مُسْلِمٌ : بَابُ كَوْنِ الشِّرْكِ أَقْبَحُ الذُّنُوْبِ وَبَيَانِ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ)

৬. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড়ো অপরাধ কোনটি? রাসূল (সা.) বললেন, আল্লাহর জন্য সমকক্ষ তৈরি করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। ওই লোক বলল, অতঃপর কোনটি? রাসূল (সা.) বললেন, তোমার সন্তান তোমার খাবারের অংশীদার হবে এই ভয়ে তাকে হত্যা করা। ওই লোকটি বলল, অতঃপর কোনটি? রাসূল (সা.) বললেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এগুলোর সত্যায়নে আয়াত নাজিল করলেন। "(রহমানের প্রকৃত বান্দাহ তারাই) যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ তাআলা যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা অন্যায়ভাবে বধ করে না এবং তারা জেনা করে না।" আর যে এগুলোতে লিপ্ত হয়, সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।' [ফুরকান ২৫ : ৬৮] (মুসলিম : বাবু কাওনিশ শিরকি আকবাহুজ জুনুবি ওয়া বায়ানি আজমিহা বাদাহু, ইফা-১৬০)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ (مُسْلِم : بَابُ تَحْرِيْمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ)

৭. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকারও রয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বলল (হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি কামনা করে তার কাপড় সুন্দর হউক, তার জুতা সুন্দর হউক! রাসূল (সা.) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন। (জেনে রাখো) অহংকার হচ্ছে সত্যকে গর্ব সহকারে অস্বীকার আর মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।' (মুসলিম : বাবু তাহরিমিল কিবরি ওয়া বায়ানিহি, ইফা-১৬৭)

৪২. জান্নাত : اَلْجَنَّةُ

আল কুরআন

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ۝

১. ‘নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের মেহমানদারির জন্য ফিরদাউস নামক বেহেশত রয়েছে, যেখানে তারা চিরদিন থাকবে এবং সেখান থেকে অন্য কোথাও তারা যেতে চাইবে না।’ (সূরা কাহফ-১৮ : ১০৭-১০৮)

وَ سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

২. ‘আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও জমিনের সমান, যা মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।’ (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৩৩)

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَ لَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَ سُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ۝

৩. ‘মুত্তাকিদের যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হলো, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহরসমূহ, দুধের ঝরনাধারা, যার স্বাদ পরিবর্তিত হয়নি, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবং আছে পরিশোধিত মধুর ঝরনাধারা। তথায় তাদের জন্য থাকবে সব ধরনের ফলমূল আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা। তারা কি তাদের ন্যায়, যারা জাহান্নামে স্থায়ী

হবে এবং তাদের ফুটন্ত পানি পান করানো হবে ফলে তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন–বিচ্ছিন্ন করে দেবে?' (সূরা মুহাম্মদ-৪৭ : ১৫)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ۝

৪. 'নিশ্চয়ই যারা বলে আল্লাহই আমাদের রব অতঃপর অবিচল থাকে, ফেরেশতারা তাদের কাছে নাজিল হয় (এবং বলে,) তোমরা ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো তোমাদেরকে যার ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল।' (সূরা হা-মিম আস সাজদাহ-৪১ : ৩০)

لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ۝

৫. 'জাহান্নামবাসী ও জান্নাতবাসীরা সমান নয়; জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।' (সূরা হাশর-৫৯ : ২০)

وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙۗ وَّ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۝

৬. 'আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তুমি তাদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। যখনই তাদের জান্নাত থেকে কোন ফল খেতে দেওয়া হবে, তারা বলবে–এটা তো পূর্বে আমাদের খেতে দেওয়া হয়েছিল। আর তাদের তা দেওয়া হবে সাদৃশ্যপূর্ণ করে এবং তাদের জন্য তাতে থাকবে পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে হবে স্থায়ী।' (সূরা বাকারা-২ : ২৫)

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ۝

৭. 'আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে এবং

(ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড়ো। এটাই মহাসফলতা।' (সূরা তাওবা-৯ : ৭২)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ؕ

৮. 'নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ। এটাই বিরাট সফলতা।' (সূরা বুরুজ-৮৫ : ১১)

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ۙ

৯. 'নিশ্চয়ই মুত্তাকিরা থাকবে জান্নাতসমূহে ও ঝরনাধারায়।' (সূরা জারিয়াত-৫১ : ১৫)

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَ اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۞

১০. 'প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৮৫)

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۙ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۙ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۙ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ؕ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۘ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۙ وَّ اَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۙ وَّ نَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۙ وَّ زَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ؕ

১১. 'সেদিন অনেক চেহারা হবে লাবণ্যময়। নিজেদের চেষ্টা সাধনায় সন্তুষ্ট। সুউচ্চ জান্নাতে সেখানে তারা শুনবে না কোনো অসার বাক্য। সেখানে থাকবে প্রবহমান ঝরনাধারা, সেখানে থাকবে সুউচ্চ আসনসমূহ। আর প্রস্তুত

পানপাত্রসমূহ। আর সারি সারি বালিশসমূহ। আর বিস্তৃত বিছানো কার্পেটরাজি।' (সূরা গাশিয়াহ-৮৮ : ৮-১৬)

وَ سِيۡقَ الَّذِيۡنَ اتَّقَوۡا رَبَّهُمۡ اِلَى الۡجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوۡهَا وَ فُتِحَتۡ اَبۡوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيۡكُمۡ طِبۡتُمۡ فَادۡخُلُوۡهَا خٰلِدِيۡنَ○

১২. 'আর যারা তাদের রবকে ভয় করেছে তাদের দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে এসে পৌঁছবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদের বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা ভালো ছিলে। অতএব স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এখানে প্রবেশ করো।' (সূরা জুমার-৩৯ : ৭৩)

আল হাদিস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : قَالَ اللهُ تَعَالٰى أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَأُوْا إِنْ شِئْتُمْ (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) (بُخَارِيّ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ الْجَنَّةِ)

১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার নেক বান্দাহদের জন্য এ (জান্নাত) তৈরি করে রেখেছি, যা কোনো চোখ কোনো দিন দেখেনি, কোনো কান কোনো দিন শুনেনি এবং কোনো মানবহৃদয় তা কল্পনাও করতে পারেনি। যদি তোমরা ইচ্ছে করো (এর সমর্থনে) পড়তে পারো, কোনো প্রাণ জানে না তাদের জন্য চক্ষুশীতলকারী যা গোপন রাখা হয়েছে।' (বুখারি : বাবু মা জা'আ ফি সিফাতিল জান্নাতি, ইফা-৩০১০)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُوْنَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ وَلَا يَتْفُلُوْنَ وَلَا يَبُوْلُوْنَ وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ قَالُوْا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ

جُشَاءٌ وَ رَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُوْنَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ كَمَا يُلْهَمُوْنَ النَّفَسَ (مُسْلِمٌ : بَابٌ فِيْ صِفَاتِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِهَا)

২. হজরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি কারিম (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'জান্নাতের অধিবাসীরা তথায় খাবে, পান করবে অথচ তাদের থুথু ফেলতে হবে না। পেশাব-পায়খানাও করতে হবে না, নাকের ময়লাও ফেলতে হবে না। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বললেন, তাহলে ভবিষ্যৎ খাদ্যের কী হবে? রাসূল (সা.) বললেন, ঢেকুর ও ঘামের মধ্য দিয়ে বের হবে কিন্তু তাতে থাকবে মিশকের ঘ্রাণ। আর তোমরা যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে থাকো, এমন শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো তারা আল্লাহর তাসবিহ ও প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করতে থাকবে।' (মুসলিম : বাবু ফি সিফাতিল জান্নাতি ওয়া আহলিহা, ইফা-৬৮৮৯)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِطَّلَعْتُ فِيْ الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِيْ النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ (الْبُخَارِيّ : بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ، مُسْلِمٌ : بَابُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اَلْفُقَرَاءُ)

৩. হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে দেখেছি, তার অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র। আর জাহান্নামে উঁকি দিয়ে দেখেছি তার অধিকাংশ মহিলা।' (বুখারি : বাবু সিফাতিল জান্নাতি ওয়ান নারি, ইফা-৬১০৩, মুসলিম : বাবু আকসারি আহলিল জান্নাতি আল ফুকারাউ, ইফা-৬৬৮৭)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَوْضِعُ سَوْطٍ فِيْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا (الْبُخَارِيّ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ الْجَنَّةِ)

৪. হজরত সাহল ইবনে সাদ সায়েদি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'একটি চাবুক রাখার পরিমাণ সম জান্নাতের

মর্যাদা গোটা পৃথিবী এবং তার মাঝে যা রয়েছে, তার চাইতেও উত্তম।' (বুখারি : বাবু মা জা'আ ফি সিফাতিল জান্নাতি, ইফা-৩০২৩)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا (الْبُخَارِيّ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ الْجَنَّةِ، مُسْلِمٌ : بَابُ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً)

৫. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবি (সা.) বলেন, 'জান্নাতে এমন একটি গাছ রয়েছে, যার ছায়াতলে কোনো আরোহী একশো বছর দৌড়ালেও গাছের ছায়া শেষ হবে না।' (বুখারি : বাবু মা জা'আ ফি সিফাতিল জান্নাতি, ইফা-৩০২৪, মুসলিম : ইফা-৬৮৭৭)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ لَا تَبْلٰى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنٰى شَبَابُهُ (مُسْلِمٌ : بَابٌ فِيْ دَوَامِ نَعِيْمِ أَهْلِ الْجَنَّةِ)

৬. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে; আশাহত হবে না এবং তার পোশাক কখনো পুরাতন-জীর্ণ হবে না আর যৌবনও কখনো শেষ হবে না।' (মুসলিম : বাবুন ফি দাওয়ামি নায়িমি আহলিল জান্নাতি, ইফা-৬৮৯৩)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يُنَادِيْ مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوْا فَلَا تَسْقَمُوْا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوْتُوْا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوْا فَلَا تَهْرَمُوْا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوْا فَلَا تَبْأَسُوْا أَبَدًا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ [وَنُوْدُوْا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَهُ] (مُسْلِمٌ : بَابٌ فِيْ دَوَامِ نَعِيْمِ أَهْلِ الْجَنَّةِ)

৭. হজরত আবু সাইদ খুদরি (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবি (সা.) বলেন, '(জান্নাতের মধ্যে) একজন ঘোষক

ঘোষণা দিয়ে বলবেন, নিশ্চয়ই তোমরা চিরকাল সুস্থ থাকবে আর কখনো অসুস্থ হবে না। তোমরা চিরজীবন লাভ করবে কখনো আর মরবে না, তোমরা চির যৌবন থাকবে কখনো তোমরা বৃদ্ধ হবে না, তোমরা নিয়ামতে ধন্য হবে, আর কখনো তোমরা আশাহত হবে না। আর তাই মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আওয়াজ আসবে এটি জান্নাত, তোমরা এর উত্তরাধিকারী, এটা হলো তোমাদের কর্মের প্রতিদান।' (মুসলিম : বাবুন ফি দাওয়ামি নায়িমি আহলিল জান্নাতি, ইফা-৬৮৯৪)

عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَاتُضَامُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَّا تُغْلَبُوْا عَلٰى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَافْعَلُوْا (الْبُخَارِيّ : بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالٰى : (وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) (مُسْلِمٌ : بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ)

৮. হজরত জারির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূল (সা.) পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, ‘নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের রবকে এমনভাবে (সুস্পষ্ট) দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা এ চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ এবং তাঁকে দেখতে তোমাদের হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে না। কাজেই যদি তোমরা সূর্য উদিত হওয়া ও সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বের (ফজর ও আসর) নামাজের ওপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য না দিতে পারো, তাহলে তাই করো।' (অর্থাৎ এ নামাজ দুটি যথাসময় আদায় করো)। (বুখারি : বাবু কাওলিল্লাহি তাআলা ওয়া ওজুহুন ইয়াওমায়িজিন নাজেরা, ইলা রাব্বিহা নাজেরা, ইফা-৬৯২৮, মুসলিম : বাবু বায়ানি আন্না অউয়ালা ওয়াকতিল মাগরিবি ইনদা গুরুবিশ শামসি, ইফা-১৩০৯)

৪৩. জাহান্নাম : اَلنَّارُ

আল কুরআন

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝ لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا ۝ لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ۝ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّ لَا شَرَابًا ۝ اِلَّا حَمِيْمًا وَّ غَسَّاقًا ۝ جَزَآءً وِّفَاقًا ۝

১. 'নিশ্চয়ই জাহান্নাম গোপন ফাঁদ। সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রত্যাবর্তনস্থল। সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। সেখানে তারা কোনো শীতলতা আস্বাদন করবে না এবং না কোনো পানীয়। ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া। উপযুক্ত প্রতিফলস্বরূপ।' (সূরা নাবা-৭৮ : ২১-২৬)

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ۝ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَ هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ۝ وَ مَا ظَلَمْنٰهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ۝

২. 'নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহান্নামের আজাবে স্থায়ী হবে; তাদের থেকে আজাব কমানো হবে না এবং তাতে তারা হতাশ হয়ে পড়বে। আর আমি তাদের ওপর জুলুম করিনি; কিন্তু তারাই ছিল জালিম।' (সূরা জুখরুফ-৪৩ : ৭৪-৭৬)

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ۝

৩. 'আর যারা কুফরি করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের প্রতি এমন কোনো ফয়সালা দেওয়া হবে না যে, তারা মারা যাবে এবং তাদের থেকে জাহান্নামের আজাবও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।' (সূরা ফাতির-৩৫ : ৩৬)

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝ لَّا يُسْمِنُ وَ لَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ۝

৪. 'সেদিন অনেক চেহারা হবে অবনত। কর্মক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত ঝরনা থেকে। তাদের জন্য কাঁটাবিশিষ্ট গুল্ম ছাড়া কোনো খাদ্য থাকবে না। তা মোটা-তাজাও করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না।' (সূরা গাশিয়াহ-৮৮ : ২-৭)

فَاِنۡ لَّمۡ تَفۡعَلُوۡا وَ لَنۡ تَفۡعَلُوۡا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیۡ وَ قُوۡدُهَا النَّاسُ وَ الۡحِجَارَۃُ ۚۖ اُعِدَّتۡ لِلۡکٰفِرِیۡنَ ○

৫. 'অতএব যদি তোমরা তা না করো– আর কখনো তোমরা তা করতে না অতএব আগুনকে ভয় করো যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।' (সূরা বাকারা-২ : ২৪)

وَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا وَ کَذَّبُوۡا بِاٰیٰتِنَاۤ اُولٰٓئِکَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِیۡهَا خٰلِدُوۡنَ ○

৬. 'আর যারা কুফরি করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।' (সূরা বাকারা-২ : ৩৯)

فَالۡیَوۡمَ لَا یَمۡلِکُ بَعۡضُکُمۡ لِبَعۡضٍ نَّفۡعًا وَّ لَا ضَرًّا ؕ وَ نَقُوۡلُ لِلَّذِیۡنَ ظَلَمُوۡا ذُوۡقُوۡا عَذَابَ النَّارِ الَّتِیۡ کُنۡتُمۡ بِهَا تُکَذِّبُوۡنَ ○

৭. 'ফলে আজ তোমাদের একে অপরের কোনো উপকার কিংবা অপকার করার ক্ষমতা কেউ রাখবে না। আর আমি জালিমদের উদ্দেশে বলব– তোমরা আগুনের আজাব আস্বাদন করো যা তোমরা অস্বীকার করতে।' (সূরা সাবা-৩৪ : ৪২)

وَ قَالَ الَّذِیۡنَ فِی النَّارِ لِخَزَنَۃِ جَهَنَّمَ ادۡعُوۡا رَبَّکُمۡ یُخَفِّفۡ عَنَّا یَوۡمًا مِّنَ الۡعَذَابِ ○

৮. 'আর যারা আগুনে থাকবে তারা আগুনের দারোয়ানদের বলবে, তোমাদের রবকে একটু ডাকো না! তিনি যেন একটি দিন আমাদের আজাব লাঘব করে দেন।' (সূরা মুমিন-৪০ : ৪৯)

وَ مَنۡ یَّعۡصِ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ وَ یَتَعَدَّ حُدُوۡدَهٗ یُدۡخِلۡهُ نَارًا خَالِدًا فِیۡهَا ۪ وَ لَهٗ عَذَابٌ مُّهِیۡنٌ ○

৯. 'আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করে এবং তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক আজাব।' (সূরা নিসা-৪ : ১৪)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ○

১০. 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকুল, যারা আল্লাহ তাদের যে নির্দেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদের আদেশ করা হয়।' (সূরা তাহরিম-৬৬ : ৬)

وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَ لٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ○

১১. 'আর কাফিরদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে এসে পৌঁছবে তখন তার দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদের বলবে– তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কি রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করত এবং এ দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করত? তারা বলবে, অবশ্যই এসেছিল; কিন্তু কাফিরদের ওপর আজাবের বাণী সত্যে পরিণত হলো।' (সূরা জুমার-৩৯ : ৭১)

আল হাদিস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا (الْبُخَارِيّ : بَابُ صِفَةِ النَّارِ وَ أَنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ)

১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের এই (দুনিয়ার) আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ উত্তাপ মাত্র। বলা হলো হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! কেন, এই আগুনই কি যথেষ্ট ছিল না? রাসূল (সা.) বললেন, 'দুনিয়ার আগুন থেকে জাহান্নামের আগুনকে ঊনসত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর প্রতিটি অংশই আলাদাভাবে দুনিয়ার আগুনের সমতুল্য।' (বুখারি : বাবু সিফাতিন নারি, ইফা-৩০৩৭)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اِشْتَكَتِ النَّارُ إِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ أَكَلَ بَعْضِيْ بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ (الْبُخَارِيّ : بَابُ صِفَةِ النَّارِ وَأَنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ، مُسْلِمٌ : بَابُ إِسْتِحْبَابِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ)

২. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'জাহান্নাম তার রবের নিকট অভিযোগ করে বলল, হে আমার রব! (আমার উত্তাপ এত বেশি যে,) আমার একাংশ অপরাংশকে খেয়ে ফেলছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে দুটি শ্বাস ফেলার অনুমতি দিয়েছেন একটি শীতকালে, অপরটি গ্রীষ্মকালে। এ কারণেই তোমরা গ্রীষ্মকালে গরম ও শীতকালে শীতের তীব্রতা অনুভব করে থাক।' (বুখারি : বাবু সিফাতিন নারি ওয়া আন্নাহা মাখলুকাত, ইফা-৩০৩২, মুসলিম : বাবু ইসতিহবাবিল আবরাদি বিজজুহরি ফি শিদ্দাতিল হাররি, ইফা-১২৭৭)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَدْرُوْنَ مَاهٰذَا؟ قَالَ قُلْنَا : اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ هٰذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِيْنَ

خَرِيْفًا فَهُوَ يَهْوِيْ فِي النَّارِ الْاٰنَ حَتّٰى انْتَهٰى إِلٰى قَعْرِهَا (مُسْلِمٌ : بَابٌ فِيْ شِدَّةِ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ وَبُعْدِ قَعْرِهَا)

৩. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ছিলাম। হঠাৎ করে এক বিকট শব্দ শোনা গেল। অতঃপর নবি কারিম (সা.) বললেন, তোমরা কি জানো, এটা কী? আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমরা বললাম আল্লাহ ও তার রাসূলই অধিক ভালো জানেন। রাসূল (সা.) বললেন, এটা হলো সে পাথর যা সত্তর বছর যাবৎ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, এই মাত্র পাথরটি গর্তের সর্বনিম্নে পৌঁছেছে।' (মুসলিম : বাবু ফি শিদ্দাতি হাররি নারি জাহান্নামা ওয়া বু'দি কা'রিহা, ইফা-৬৯০৪)

عَنْ سَمُرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلٰى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلٰى حُجْزَتِه وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلٰى عُنُقِه (مُسْلِمٌ : بَابٌ فِيْ شِدَّةِ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ وَبُعْدِ قَعْرِهَا)

৪. হজরত সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবি (সা.) কে বলতে শুনেছেন, 'জাহান্নামের আগুনে জাহান্নামিদের কারও গোড়ালি পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত, কারও ঘাড় পর্যন্ত পুড়তে থাকবে।' (মুসলিম : বাবুন ফি শিদ্দাতি হাররি নারি জাহান্নামা ওয়া বু'দি কা'রিহা, ইফা-৬৯০৬)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ : لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَدَمَهُ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ وَيُزْوٰى بَعْضُهَا إِلٰى بَعْضٍ (اَلْبُخَارِيّ: بَابُ الْحَلَفِ بِعِزَّةِ اللهِ وَصِفَتِهِ وَكَلِمَاتِهِ، مُسْلِمٌ : بَابٌ فِيْ شِدَّةِ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ وَبُعْدُ قَعْرِهَا)

৫. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবি কারিম (সা.) বলেছেন, 'জাহান্নাম অনবরত বলতেই থাকবে আরও (অপরাধী) আছে কি? এমনকি শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাআলা তার পা দ্বারা তাকে চেপে ধরবেন। জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট, যথেষ্ট। তোমার ইজ্জতের কসম! একাংশ

অপরাংশকে নিবিষ্ট করে দিচ্ছে।' (মুসলিম : বাবুন ফি শিদ্দাতি হাররি নারি জাহান্নামা ওয়া বু'দি কা'রিয়া, ইফা-৬৯১৪, বুখারি : ইফা-৬২০৬)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : يُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَ يُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْمُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُوْلُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فِيْهِ خَالِدٌ فِيْمَا هُوَ فِيْهِ (اَلْبُخَارِيّ: بَابُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُوْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، مُسْلِمٌ : بَابُ فِيْ شِدَّةِ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ وَبُعْدِ قَعْرِهَا)

৬. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা জান্নাতিদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর জাহান্নামিদের জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। অতঃপর একজন ঘোষক দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেবেন, হে জান্নাতের অধিবাসীগণ! আর তোমাদের মৃত্যু নেই। ওহে জাহান্নামি! আর তোমাদের মৃত্যু নেই। প্রত্যেকেই স্ব স্ব অবস্থানে চিরকাল থাকবে।' (মুসলিম : বাবুন ফি শিদ্দাতি হাররি নারি জাহান্নামা ওয় বু'দি কা'রিহা, ইফা-৬৯২০, বুখারি : ইফা-৬১০১)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ (مُسْلِمٌ : بَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَتُ نَعِيْمِهَا وَأَهْلِهَا)

৭. হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'জান্নাতকে আবৃত রাখা হয়েছে কষ্টকর কার্য দ্বারা আর জাহান্নামকে লোভনীয় বস্তু দ্বারা আবৃত করে রাখা হয়েছে।' (মুসলিম : বাবুল জান্নাতি ওয়া সিফাতু নায়িমিহা ওয়া আহলিহা, ইফা-৬৮৬৯)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ (اِتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّوْمِ قُطِرَتْ فِيْ دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلٰى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُوْنُ طَعَامَهُ (التِرْمِذِيّ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ شَرَابِ أَهْلِ النَّارِ)

৮. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) উক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেন– ইত্তাকুল্লাহ হাক্কা তুকাতিহি...(তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো, আর পূর্ণাঙ্গ মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।) অতঃপর রাসূল (সা.) বলেন, 'যদি জাক্কুম বৃক্ষের এক ফোঁটা রস দুনিয়ার জমিনে ঢেলে দেওয়া হয়, তাহলে তা গোটা দুনিয়াবাসী ধ্বংস করে দেবে। (কারণ তার বিষক্রিয়া, দুর্গন্ধ এত বেশি)। সুতরাং জাক্কুম যার খাদ্য হবে, তাদের (জাহান্নামিদের) অবস্থা কেমন হবে?' (তিরমিজি : বাবু মা জা'আ ফি সিফাতি সারাবি আহলিন নারি, ইফা-২৫৮৬)

৪৪. সুদ ও ঘুষ : اَلرِّبٰى وَالرِّشْوَةُ

আল কুরআন

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ○

১. 'আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সদাকাকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না।' (সূরা বাকারা-২ : ২৭৬)

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَ اَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২. 'যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হলো, সে ক্ষেত্রে যা কিছু সে খেয়ে ফেলেছে তাতো খেয়ে ফেলেছেই। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।' (সূরা বাকারা-২ : ২৭৫)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ۚ وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ ○

৩. 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা মুমিন হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও,

আর যদি তোমরা তাওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের জুলুম করা হবে না।' (সূরা বাকারা-২ : ২৭৮-২৭৯)

وَلَا تَأْكُلُوٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۠

৪. 'তোমরা একে অপরের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না। আবার জেনে-বুঝে অন্যায়ভাবে অন্যদের সম্পদের কোনো অংশ ভোগ করার জন্য বিচারকদের (ঘুষ হিসেবে) প্রদান করো না।' (সূরা বাকারা-২ : ১৮৮)

يَٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۠

৫. 'হে মুমিনগণ, তোমরা সুদ খাবে না বহুগুণ বৃদ্ধি করে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হও।'
(সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৩০)

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ۠

৬. 'আর তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তা মূলত আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা যে জাকাত দিয়ে থাকো আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (তাই বৃদ্ধি পায়) এবং তারাই বহুগুণ সম্পদ প্রাপ্ত।' (সূরা রুম-৩০ : ৩৯)

আল হাদিস

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَه وَكَاتِبَه وَشَاهِدَيْه وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (مُسْلِمٌ : بَابُ لَعْنِ اٰكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلِه)

১. হজরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদ চুক্তি লেখক এবং সুদি কারবারের সাক্ষী সবাইকে অভিসম্পাত দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, তারা সবাই সমান অপরাধী।'

(মুসলিম : বাবু লায়ানি আকিলির রিবা ওয়া মুকিলিহি, ইফা-৩৯৪৮)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَلرِّبَا سَبْعُوْنَ حُوْبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ (اِبْنُ مَاجَةَ : بَابُ التَّغْلِيْظِ فِيْ الرِّبَا)

২. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'সুদের রয়েছে সত্তর প্রকার গুনাহ। তার মধ্যে সবচেয়ে নিম্নতম হলো আপন মায়ের সাথে ব্যভিচার করা।' (ইবনু মাজাহ : বাবুত তাগলিজি ফির রিবা, বা.হা-২২৭৪)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَقَالَ مَا ظَهَرَ فِيْ قَوْمٍ اَلرِّبَا وَالزِّنَا إِلَّا أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (أَحْمَدُ : مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ)

৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবি কারিম (সা.) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদি কারবারের সাক্ষী এবং তার চুক্তি লেখককে অভিসম্পাত দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (সা.) আরও বলেছেন, কোন সম্প্রদায়ে যখন সুদ ও জেনা প্রকাশ্যে ঘটতে থাকে তখন তারা নিজেদের আল্লাহ তাআলার আজাবের উপযুক্ত করে নেয়।' (আহমদ : বা.হা-৩৮০৯, মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ (أَبُوْ دَاوُدَ : بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَّةِ الرِّشْوَةِ)

৪. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘুষ গ্রহণকারী ও ঘুষদানকারী উভয়কেই অভিসম্পাত করেছেন।' (আবু

দাউদ : বাবুন ফি কারাহিয়াতির রিশওয়াতি, ইফা-৩৫৪২)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَّ ثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً (أَحْمَدُ: حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ)

৫. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হানজালাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে এক দিরহাম সুদ গ্রহণ করল, সে ছত্রিশবার জেনা করার চাইতেও বড়ো অপরাধ করল।' (আহমদ : বা.হা-২২০০৭, হাদিসু আব্দুল্লাহিবনে হানজালা)

৪৫. কৃপণতা : اَلْبُخْلُ

আল কুরআন

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَ يَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ۝

১. ‘যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয়, আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।’ (সূরা হাদিদ-৫৭ : ২৪)

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ لِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ۠

২. ‘আর আল্লাহ যাদের তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে। আর আসমানসমূহ ও জমিনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্য। আর তোমরা যা আমল করো সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত।’ (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৮০)

هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَ مَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْۤا اَمْثَالَكُمْ۠

৩. ‘তোমরাই তো তারা, তোমাদের আহ্বান করা হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। অথচ তোমাদের কেউ কেউ কার্পণ্য করছে। তবে যে কার্পণ্য করছে সে তো নিজের প্রতিই কার্পণ্য করছে। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত

এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের ছাড়া অন্য কোনো কওমকে স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর তারা তোমাদের অনুরূপ হবে না।' (সূরা মুহাম্মাদ-৪৭ : ৩৮)

وَ اَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَ اسْتَغْنٰىۙ وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنٰىۙ فَسَنُیَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰىؕ

৪. 'আর যে কার্পণ্য করেছে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছে, আর কল্যাণের পথকে মিথ্যা বলে মনে করেছে। আমি তার জন্য সহজ করে দেবো কঠিন (অকল্যাণের) পথকে।' (সূরা লাইল-৯২ : ৮-১০)

وَ الَّذِیْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَ الْاِیْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَیْهِمْ وَ لَا یَجِدُوْنَ فِیْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّاۤ اُوْتُوْا وَ یُؤْثِرُوْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ؕۚ وَ مَنْ یُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَۚ

৫. 'আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদিনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের জন্যও এ সম্পদে অংশ রয়েছে), আর যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তাদের ভালোবাসে। আর মুহাজিরদের যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোনো ঈর্ষা অনুভব করে না। এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদের অগ্রাধিকার দেয়। যাদের মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।' (সূরা হাশর-৫৯ : ৯)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوْا وَ اَطِیْعُوْا وَ اَنْفِقُوْا خَیْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَ مَنْ یُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

৬. 'অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো, শ্রবণ করো, আনুগত্য করো এবং তোমাদের নিজেদের কল্যাণে ব্যয় করো, আর যাদের অন্তরের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়, তারাই মূলত সফলকাম।' (সূরা তাগাবুন-৬৪ : ১৬)

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

৭. 'যদি কোনো নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে কোনো দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তাহলে তারা উভয়ে কোনো মীমাংসা করলে তাদের কোনো অপরাধ নেই। আর মীমাংসা কল্যাণকর এবং মানুষের মধ্যে কৃপণতা বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি তোমরা সৎকর্ম করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো তবে আল্লাহ তোমরা যা করো সে বিষয়ে সম্যক অবগত।' (সূরা নিসা-৪ : ১২৮)

আল হাদিস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اضْطَرَّتْ أَيْدِيْهِمَا إِلٰى تَرَاقِيْهِمَا وَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِهِ اِتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتّٰى تُعَفِّيَ أَثَرَهُ وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيْلُ بِالصَّدَقَةِ اِنْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلٰى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلٰى تَرَاقِيْهِ فَسَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا فَلَا تَتَّسِعُ (الْبُخَارِيُّ : بَابُ مَا قِيْلَ فِيْ دِرْعِ النَّبِيِّ ﷺ)

১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবি কারিম (সা.) বলেন, 'কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উদাহরণ হলো এমন দুই ব্যক্তির মতো, যাদের দুজনের গায়ে দুটি লোহার জুব্বা রয়েছে। জুব্বা দুটি এত আঁটসাঁট যে, তা উভয়ের হাত ঘাড়ের দিকে টেনে ধরেছে। (কিন্তু) দানশীল ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে তখন জুব্বাটি তার শরীরের ওপর প্রসারিত হয়, এমনকি শরীরের নিচে ঝুলতে থাকে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে তখন জামাটির প্রতিটি আংটা পরস্পর আটকে গিয়ে তার শরীরকে চেপে ধরে এবং তার হাত ঘাড়ের সাথে লেগে যায়। অতঃপর আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, সে

হাত দুটিকে প্রসারিত করতে চেষ্টা করে কিন্তু তা প্রসারিত হয় না।' (বুখারি : বাবু মা কিলা ফি দিরইন নাবিয়্যি সা., ইফা-২৭১৬)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ (الْبُخَارِيّ : بَابُ إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ، مُسْلِمٌ : بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ)

২. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি কারিম (সা.) মানত করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন, 'মানত কোনো (বিপদকে) তাড়াতে পারে না। এটা দ্বারা শুধুমাত্র কৃপণদের থেকে কিছু বের করে নেওয়া হয়।' (বুখারি : বাবু ইলকায়িন নাজরিল আবদা ইলাল কাদরি, ইফা-৬১৫৫, মুসলিম : বাবুন নাহয়্যি আনিন নাজরি, ইফা-৪০৯৬)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَلْبَخِيْلُ الَّذِيْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ (التِرْمِذِيّ : بَابُ قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ)

৩. হজরত আলি ইবনে আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যার সামনে আমার নাম স্মরণ করা হলো অথচ সে আমার ওপর দরুদ পড়েনি সে কৃপণ।' (তিরমিজি : বাবু কাওলি রাসূলুল্লাহি (সা.) রাগিমা আনফু রাজুলিন, ইফা-৩৫৪৬)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ (التِرْمِذِيّ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبُخْلِ)

৪. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তি আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ও দানশীল, আর পাপী ব্যক্তি প্রতারক ও নিন্দনীয়।' (তিরমিজি : বাবু মা জা'আ ফিল বুখলি, ইফা-১৯৭০)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ (الْبُخَارِيّ : بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ)

৫. হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লহ (সা.) এই দুআ করতেন, 'হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে অক্ষমতা ও আলস্য থেকে; কাপুরুষতা, কার্পণ্যতা ও বার্ধক্য থেকে; আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে কবরের আজাব থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে।' (বুখারি : বাবুত তায়াব্বুজে মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি, বা.হা-৬৩৬৭, মুসলিম : বা.হা-২৭০৬)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ، قَالُوْا وَمَا الْهَرَجُ؟ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ (الْبُخَارِيُّ : بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبُخْلِ)

৬. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, '(কিয়ামতের আলামত হলো) যুগ নিকটবর্তী হয়ে যাবে, কাজ সঙ্কুচিত হয়ে যাবে, কৃপণতা প্রকাশ পাবে এবং হারজ বেড়ে যাবে। সাহাবায়ে কেরামগণ বললেন, হারজ কী? রাসূল (সা.) বললেন, হত্যা, হত্যা।' (বুখারি : বাবু হুসনিল খুলুকি ওয়াস সাখায়ি ওয়ামা ইউকরাহু মিনাল বুখলি, ইফা-৫৬১১)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِيْ بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ) (الْبُخَارِيّ : بَابُ إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ)

৭. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে ধন সম্পদ পেয়েছে কিন্তু সে উহার

জাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন ওই ধনসম্পদ এমন বিষধর সাপে পরিণত করা হবে, যার মাথার ওপর থাকবে দুটি কালো দাগ, এ সাপ সে ব্যক্তির গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সাপ উক্ত ব্যক্তির গলায় ঝুলে তার দু'গালে কামড়াতে থাকবে এবং বলবে আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সম্পদ। অতঃপর রাসূল (সা.) তিলাওয়াত করলেন, (ওলা ইয়াহসাবান্নাল্লাজিনা ইয়াবখালুনা।) (বুখারি : বাবু ইছমি মানি'য়িজ জাকাতি, ইফা-১৩২১)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : اِتَّقُوْا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوْا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ، أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى أَنْ سَفَكُوْا دِمَائَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ (مُسْلِمٌ : بَابُ تَحْرِيْمِ الظُّلْمِ)

৮. হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা জুলুম করা থেকে বিরত থাকো। কেননা জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোঁায়ায় পরিণত হবে। তোমরা কৃপণতার কলুষতা থেকে দূরে থাকো। কেননা কৃপণতাই তোমাদের পূর্বের অনেক লোককে ধ্বংস করেছে। কৃপণতা তাদের রক্তপাত ও মারামারি করতে প্ররোচিত করেছে এবং হারামকে হালাল করতে উসকানি দিয়েছে। (মুসলিম : বাবু তাহরিমিজ জুলমি, ইফা-৬৩৪০)

عنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَلسَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِّنَ النّارِ، وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللهِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِّنَ النّارِ، وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ أَحَبُّ إِلَي اللهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ (اَلتِرْمِذِيّ : بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّخَاءِ، اَلسُّيُوْطِيّ : اَلْجَامِعُ الصَّغِيْرُ)

৯. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)

বলেছেন, 'দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী জান্নাতেরও নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে। আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে, জান্নাত থেকেও দূরে এবং জাহান্নামের নিকটে। দানশীল মূর্খ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট কৃপণ আবেদ অপেক্ষা অধিক প্রিয়।' (তিরমিজি : বাবু মা জা'আ ফিস সাখায়ি, ইফা-১৯৬৭, সুয়ুতি : আল জামিউস সগির, বা.হা-৪৭৮৮)

৪৬. অপচয় ও অপব্যয় : اَلْإِسْرَافُ وَالتَّبْذِيْرُ

আল কুরআন

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ۠

১. 'হে বনি আদম, তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ করো এবং খাও, পান করো ও অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।' (সূরা আরাফ-৭ : ৩১)

وَ اٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْۤا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝

২. 'আর আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরকেও । আর কোনোভাবেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।' (সূরা বনি ইসরাইল-১৭ : ২৬-২৭)

وَ الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَ لَمْ يَقْتُرُوْا وَ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۝

৩. 'আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে।' (সূরা ফুরকান-২৫ : ৬৭)

وَ هُوَ الَّذِيْۤ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّ غَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَ الزَّيْتُوْنَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَ اٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ٭ وَ لَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

৪. 'আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন এমন বাগানসমূহ যার কিছু মাচায় তোলা হয় আর কিছু তোলা হয় না এবং খেজুর গাছ ও শস্য, যার স্বাদ বিভিন্ন রকম, জায়তুন ও আনার যার কিছু দেখতে একরকম, আর কিছু ভিন্ন রকম। তোমরা তার ফল থেকে আহার করো, যখন তা ফলদান করে এবং ফল কাটার দিনেই তার হক দিয়ে দাও। আর অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।' (সূরা আনআম-৬ : ১৪১)

وَ ابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰۤى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْۤا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَ لَا تَاْكُلُوْهَاۤ اِسْرَافًا وَّ بِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ؕ وَ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَ مَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا○

৫. 'আর তোমরা ইয়াতিমদের পরীক্ষা করো যতক্ষণ না তারা বিবাহের বয়সে পৌঁছে। সুতরাং যদি তোমরা তাদের মধ্যে বিবেকের পরিপক্বতা দেখতে পাও, তবে তাদের ধন-সম্পদ তাদের দিয়ে দাও। আর তোমরা তাদের সম্পদ খেয়ো না অপচয় করে এবং তারা বড়ো হওয়ার আগে তাড়াহুড়া করে। আর যে ধনী সে যেন সংযত থাকে, আর যে দরিদ্র সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে খায়। অতঃপর যখন তোমরা তাদের ধন-সম্পদ তাদের নিকট সোপর্দ করবে তখন তাদের ওপর তোমরা সাক্ষী রাখবে। আর হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।' (সূরা নিসা-৪ : ৬)

আল হাদিস

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ (مُسْلِمٌ : بَابُ كَرَاهِيَّةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَ اللِّبَاسِ)

১. হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কারও ঘরে একটি বিছানা তার জন্যে। অপরটি তার স্ত্রীর জন্যে। তৃতীয়টি মেহমানের জন্যে আর চতুর্থটি শয়তানের জন্যে।' (মুসলিম : বাবু কারাহিয়াতি মা যাদা আলাল হাজাতি মিনাল ফিরাশি ওয়াল লিবাসি, ইফা-৫২৭৭)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنِّيْ ذُوْ مَالٍ كَثِيْرٍ وَأَهْلٍ وَ وَلَدٍ فَكَيْفَ يَجِبُ لِيْ أَنْ أَصْنَعَ أَوْ أُنْفِقُ؟ قَالَ أَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ. فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وَاٰتِ صِلَةَ الرَّحِمِ وَاعْرِفْ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَقْلِلْ لِيْ قَالَ فَآتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلٰى رَسُوْلِكَ فَقَدْ أَدَّيْتُهَا إِلَى اللهِ وَإِلٰى رَسُوْلِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلٰى رَسُوْلِيْ فَقَدْ أَدَّيْتَهَا مِنْهَا وَلَكَ أَجْرُهَا وَعَلٰى مَنْ بَدَّلَهَا إِثْمُهَا (الْمُسْتَدْرَكُ لِلْحَاكِمِ : وَمِنْ تَفْسِيْرِ سُوْرَةِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ)

২. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। 'এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) ; আমি অঢেল সম্পদের অধিকারী, পরিবার পরিজন ও সন্তানের অধিকারী। অতএব কিভাবে আমার ওপর খরচ করার দায়িত্ব হবে? রাসূল (সা.) বললেন, ফরজ জাকাত আদায় করো। এটা তোমাকে পবিত্র করে দেবে। নিকট আত্মীয়দেরকে দাও, প্রতিবেশী, মিসকিন, মুসাফির, সকলের হক আদায় করো। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমার জন্য কমিয়ে দেন। রাসূল (সা.) বললেন, নিকট আত্মীয়দের, মিসকিনদের এবং মুসাফিরদের তাদের হক দাও। আর অপচয় করো না। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) যদি আপনার প্রেরিত কোনো দূতের নিকট জাকাত আদায় করি, তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আদায় হিসেবেই গণ্য হবে? রাসূল (সা.) বললেন, হ্যাঁ যখন তুমি আমার দূতের

নিকট আদায় করলে, তখন তোমার জাকাত আদায় হয়ে গেল। আর তোমার জন্য থাকবে প্রেরিত জাকাতের পুরস্কার, আর সে যদি পরিবর্তন করে ফেলে, তাহলে অপরাধ তার ওপরেই বর্তাবে। (মুস্তাদরাক লিল হাকেম : ওয়া মিন তাফসিরে সূরাতে বনি ইসরাইল, মা.শা-৩৩৩১)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَالْبَسُوْا فِيْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيْلَةٍ (النَسَائِيّ : اَلْاِخْتِيَالُ فِي الصَّدَقَةِ)

৩. হজরত আমর ইবনে শোয়াইব (রা.) তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা খাও, দান করো এবং পরিধান করো, অপব্যয় এবং অহংকার ব্যতীত।' (নাসাই : আল ইখতিয়ালু ফিস সাদাকাতি, ইফা-২৫৬১)

৪৭. পবিত্রতা : اَلطَّهَارَةُ

আল কুরআন

وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَ لَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ۝

১. ‘আর তারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, তা কষ্ট। সুতরাং তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং ভালোবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদের।’ (সূরা বাকারা-২ : ২২২)

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ۝ فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ۝ لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ۝

২. ‘নিশ্চয়ই এটি মহিমান্বিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, কেউ তা স্পর্শ করবে না পবিত্রগণ ছাড়া।’ (সূরা ওয়াকিয়া-৫৬ : ৭৭-৭৯)

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَاَنْذِرْ ۝ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝

৩. ‘হে বস্ত্রাবৃত! উঠ, অতঃপর সতর্ক করো। আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র করো। আর অপবিত্রতা বর্জন করো।’ (সূরা মুদ্দাসসির-৭৪ : ১-৫)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ

تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۝

৪. 'হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করো, মাথা মাসেহ করো এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত করো)। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও। আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাকো অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস করো অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসেহ করো। আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না; বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তার নিয়ামত তোমাদের ওপর পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।' (সূরা মায়েদা-৫ : ৬)

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ۝

৫. 'তাদের সম্পদ থেকে সদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদের তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দুআ করো, নিশ্চয়ই তোমার দুআ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সূরা তাওবা-৯ : ১০৩)

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ؕ۝

৬. 'স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন তাঁর পক্ষ থেকে নিরাপত্তাস্বরূপ এবং আকাশ থেকে তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর যাতে এর মাধ্যমে তিনি তোমাদের পবিত্র করেন, আর তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করেন, তোমাদের অন্তরসমূহ দৃঢ় রাখেন এবং এর মাধ্যমে তোমাদের পাসমূহ স্থির রাখেন।' (সূরা আনফাল-৮ : ১১)

وَهُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ۝

৭. 'আর তিনিই তাঁর রহমতের প্রাক্কালে সুসংবাদস্বরূপ বায়ু পাঠিয়েছেন এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করেছি।' (সূরা ফুরকান-২৫ : ৪৮)

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ۗ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ۗ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ۝

৮. 'তুমি সেখানে কখনো (সালাত কায়েম করতে) দাঁড়িও না। অবশ্যই যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর প্রথম দিন থেকে তা বেশি হকদার যে, তুমি সেখানে সালাত কায়েম করতে দাঁড়াবে। সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে। আর আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।' (সূরা তাওবা-৯ : ১০৮)

আল হাদিস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُوْرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ (مُسْلِمٌ : بَابُ وُجُوْبِ الطَّهَارَةِ)

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'পবিত্রতা ছাড়া সালাত গ্রহণযোগ্য হয় না। আর খিয়ানতের সম্পদ থেকে দান সদকা গ্রহণযোগ্য হয় না।' (মুসলিম : বাবু উজুবিত তাহারাতি, ইফা-৪২৮)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ (اِبْنُ مَاجَةُ)

২. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবি (সা.) বলেছেন, 'অধিকাংশ কবরের আজাব হয়ে থাকে পেশাব থেকে অসতর্কতার কারণে। (অর্থাৎ ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন না করার কারণে)।' (ইবনু মাজাহ : ৩৪৮)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا؟ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا (البُخَارِيّ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ غَسْلِ الْبَوْلِ)

৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবি কারিম (সা.) দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। অতঃপর তিনি দুজন ব্যক্তিকে তাদের কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে এ মর্মে আওয়াজ শুনলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তাদের দুজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কোনো বড়ো বিষয়ের কারণে তাদের শাস্তি হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব করার সময় পর্দা করত না। অপরজন চোগলখুরি করে বেড়াত। অতঃপর একটি তাজা খেজুরের ডাল নিলেন। অতঃপর ডালটিকে দুই ভাগ করলেন, একটি ডাল এক কবরে এবং অপর ডালটি দ্বিতীয় কবরে পুঁতলেন। সাহাবিগণ বললেন, হে, আল্লাহর রাসূল (সা.)! এমনটি কেন করলেন? তিনি বললেন, সম্ভবত ডাল দুটি শুকানোর পূর্ব পর্যন্ত তাদের শাস্তি হালকা করা হতে পারে।' (বুখারি : বাবু মা জা'আ ফি গাসলিল বাওলি, ইফা-২১৮, মুসলিম : ইফা-৫৭০)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُوْلُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ دَعُوْهُ حَتّٰى إِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ (البُخَارِيّ : بَابُ تَرْكِ النَّبِيِّ وَالنَّاسِ الْأَعْرَبِيَّ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ)

৪. হজরত আনাস ইবনে মালেক (সা.) থেকে বর্ণিত। নবি কারিম (সা.) এক বেদুইনকে মসজিদে পেশাব করতে দেখলেন। অতঃপর বললেন, 'তাকে ছেড়ে দাও (বাধা দিও না)। এমনকি সে পেশাব শেষ করল, তখন রাসূল (সা.) পানি আনালেন এবং পেশাবের ওপর পানি ঢেলে দিলেন।' (বুখারি : বাবু তারকিন নাবিয়্যি ওয়ান নাসিল আ'রাবিয়্যা হাত্তা ফারাগা মিন বাওলিহি ফিল মাসজিদি, ইফা-২১৯)

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللهُ ﷺ فِيْ حِجْرِهِ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ (الْبُخَارِيّ : بَابُ بَوْلِ الصِّبْيَانِ)

৫. উম্মে কাইস বিনতে মিহসান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তার শিশুপুত্রসহ যে তখনও ভাত খাওয়া ধরেনি, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে নিজের কোলে বসালেন। সে তার কাপড়ে পেশাব করে দিলো, তিনি পানি আনিয়ে কাপড়ে ছিটিয়ে দিলেন। কিন্তু তা ধুইলেন না।' (বুখারি : বাবু বাওলিস সিবইয়ানি, ইফা-২২৩)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَايَدْرِيْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ (مُسْلِمٌ : بَابُ كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضِّئِ وَغَيْرِهِ.....)

৬. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, সে যেন তার হাতকে তিনবার ধৌত করা ব্যতীত পাত্রে প্রবেশ না করায়। কেননা সে জানে না, তার হাত কোথায় রাত অতিবাহিত করেছে।' (মুসলিম : বাবু কারাহাতি গামসিল মুতাওয়াদ্দিয়ি ওয়া গাইরিহি....., ইফা-৫৩৬)

عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْا فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا (مُسْلِمٌ : بَابُ فَضْلِ الْوُضُوْءِ)

৭. হজরত আবু মালেক আল আশয়ারি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। আলহামদুলিল্লাহ

বাক্যটি মিজান (দাঁড়িপাল্লা) ভরে দেয় এবং 'সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ' এই বাক্যদ্বয় ভরে দেয় বা এদের প্রতিটি ভরে দেয় আসমান ও পৃথিবীর মাঝখানের সবটুকু। আর সালাত হলো আলোকবর্তিকা, সদকা হলো বুরহান (দলিল), আর ধৈর্য হলো উজ্জ্বলতা। আর কুরআন হলো প্রমাণ গ্রন্থ, হয়তো তোমার পক্ষে নয়তো বিপক্ষে। প্রত্যেক মানুষ এমনভাবে সকালে উপনীত হয় যে, সে তার নিজেকে বিক্রি করে দেয়, অতঃপর এটি হয় তাকে রক্ষা করে অথবা ধ্বংস করে দেয়।' (মুসলিম : বাবু ফাদলিল উজুয়ি, ইফা-৪২৭)

৪৮. তায়াম্মুম : اَلتَّيَمُّمُ

আল কুরআন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَ لَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ○

১. ‘হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পারো যা তোমরা বলো এবং অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল করো, তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী হও। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব–পায়খানা থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রী সম্ভোগ করো, তবে যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম করো। সুতরাং তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।’ (সূরা নিসা-৪ : ৪৩)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

২. 'হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করো, মাথা মাসেহ করো এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত করো)। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাকো, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও। আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাকো অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস করো অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসেহ করো। আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না; বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তার নিয়ামত তোমাদের ওপর পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।' (সূরা মায়িদা-৫ : ৬)

আল হাদিস

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ : جُعِلَتْ صُفُوْفُنَا كَصُفُوْفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَ جُعِلَ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ (مُسْلِمٌ)

১. হজরত হুজাফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তিনটি বিষয়ে সমগ্র মানবজাতির উপরে আমাদের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ১. (নামাজে) আমাদের সারিকে ফেরেশতাগণের সারির ন্যায় করা হয়েছে। ২. সমগ্র পৃথিবীকে আমাদের জন্য মসজিদতুল্য করা হয়েছে। ৩. আর যখন পানি না পাওয়া যাবে তখন মাটিই আমাদের জন্য পবিত্রতাকারী হবে।' (মুসলিম : ইফা-১০৪৮)

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ (التِرْمِذِيّ : بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ)

২. হজরত আবু জর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'পবিত্র মাটি মুসলমানের জন্য পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম। যদি দশ বছরও পানি না পাওয়া যায় (তবুও তা প্রযোজ্য)। আর যখন সে পানি পাবে তখন তা দিয়ে যেন তার শরীর ধুয়ে নেয়। কেননা সেটাই (পবিত্রতার জন্য) উত্তম।' (তিরমিজি : বাবু মা জা'আ ফিত তায়াম্মুমি লিল জুনুবি ইযা লাম ইয়াজিদিল মা'আ, ইফা-১২৪)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِيْ سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّه فِيْ رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُوْنَ لِيْ رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ فَقَالُوْا مَانَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِرَ بِذٰلِكَ فَقَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلَا سَأَلُوْا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوْا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ شَكَّ مُوْسٰى عَلٰى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيُغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ (أَبُوْ دَاوُدْ : بَابٌ فِي الْمَجْرُوْحِ يَتَيَمَّمُ)

৩. হজরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একবার আমরা এক সফরে বের হলাম। অতঃপর আমাদের এক ব্যক্তি পাথর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হলো এবং এতে সে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা পেল। অতঃপর তার স্বপ্নদোষ হলে সে তার সাথীদের জিজ্ঞাসা করল, আমার জন্য তায়াম্মুম করার কোনো অবকাশ আছে কি? তারা বলল, আমরা তোমার জন্য কোনো অবকাশ দেখছি না, কেননা তুমি পানি ব্যবহারে সক্ষম। অতঃপর সে গোসল করল। ফলে মৃত্যুবরণ করল। তারপর আমরা যখন নবি (সা.) এর নিকট আসলাম তাকে এ সংবাদ দেওয়া হলে তিনি বললেন, তারা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। যেহেতু তারা জানে না কেন তারা জিজ্ঞাসা করল না? কেননা প্রশ্নই হলো অজ্ঞতার আরোগ্য। আর তার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, তায়াম্মুম করা এবং এক টুকরা কাপড় চিবিয়ে ক্ষত স্থান মুছে দেবে এবং সারা শরীর ভিজিয়ে দেবে।' (আবু দাউদ : বাবুন ফিল মাজরুহি ইয়াতাইয়াম্মামু, ইফা-৩৩৬)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا

مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ (أَبُو دَاوُدَ : بَابٌ فِي الْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ مَا يُصَلِّيْ فِي الْوَقْتِ)

৪. হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘দুই ব্যক্তি এক সফরে বের হলো। অতঃপর নামাজের সময় উপস্থিত হলো, অথচ তাদের সাথে পানি ছিল না, ফলে তারা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করল আর নামাজ আদায় করল। অতঃপর তারা নামাজের সময় বাকি থাকতেই পানি পেয়ে গেল। তাদের দুজনের একজন পুনরায় অজু করে সালাত আদায় করল। অপরজন পুনর্বার (সালাত, অজু) কোনোটাই করেনি। দু’জনেই রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে ঘটনা বর্ণনা করল, অতঃপর যে লোকটি দ্বিতীয়বার নামাজ আদায় করেনি, রাসূল (সা.) তাকে বললেন, তুমি সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করেছ এবং তোমার নামাজ যথেষ্ট হয়েছে। আর যে লোক পুনরায় অজু করে নামাজ আদায় করল, রাসূল (সা.) তাকে বললেন, তোমার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার নির্ধারিত রয়েছে।’ (আবু দাউদ : বাবুন ফিল মুতাইয়াম্মিমি ইয়াজিদুল মাআ বা’দা মা ইউসাল্লি ফিল ওয়াকতি, ইফা-৩৩৮)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ (اَلْمُسْتَدْرَكُ لِلْحَاكِمِ)

৫. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘তায়াম্মুমের জন্য রয়েছে (মাটিতে) দুটি আঘাত। একটি মুখমণ্ডলের জন্য অপরটি কনুই পর্যন্ত দুই হাতের জন্য।’ (আল মুস্তাদরাক লিল হাকেম : বা.হা-৬৩৬)

৪৯. পিতা-মাতার অধিকার : حَقُّ الْوَالِدَيْنِ

আল কুরআন

وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِی الْقُرْبٰی وَ الْيَتٰمٰی وَ
الْمَسٰكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِی الْقُرْبٰی وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَ
مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۝

১. 'তোমরা ইবাদাত করো আল্লাহর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না। আর সদ্ব্যবহার করো পিতা-মাতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতিম, মিসকিন, নিকট আত্মীয়-প্রতিবেশী, অনাত্মীয়-প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদের যারা দাম্ভিক, অহংকারী।' (সূরা নিসা-৪ : ৩৬)

وَ قَضٰی رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۝ وَ اخْفِضْ
لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِیْ صَغِيْرًا ۝ؕ

২. 'আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের "উফ" বলো না এবং তাদের ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বলো, হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন।' (সূরা বনি ইসরাইল-১৭ : ২৩-২৪)

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰی وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِیْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ

لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۗ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ○

৩. 'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় করো। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই।' (সূরা লুকমান-৩১ : ১৪)

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ۗ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا ۗ وَ حَمْلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۗ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰى وَالِدَيَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

৪. 'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে– হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার ওপর ও আমার পিতা-মাতার ওপর যে নিয়ামত দান করেছ, তোমার সে নিয়ামতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পছন্দ করো। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয়ই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।' (সূরা আহকাফ-৪৬ : ১৫)

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۗ وَ اِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৫. 'আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করতে। তবে যদি তারা তোমার ওপর প্রচেষ্টা চালায় আমার সাথে এমন কিছুকে শরিক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের

আনুগত্য করবে না। আমার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যা করতে আমি তা তোমাদের জানিয়ে দেবো।' (সূরা আনকাবুত-২৯ : ৮)

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ۟

৬. 'হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন এবং ধ্বংস ছাড়া আপনি জালিমদের আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না।' (সূরা নুহ-৭১ : ২৮)

আল হাদিস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ (مُسْلِمٌ : بَابُ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ)

১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তার নাক ধুলায় মলিন হোক, তার নাক ধুলায় মলিন হোক, তার নাক ধুলায় মলিন হোক! সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! কে সে হতভাগা? রাসূল (সা.) বললেন, সে হলো ওই ব্যক্তি যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা কোনো একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও বেহেশতে যেতে পারল না।' (মুসলিম : বাবু রাগিমা আনফু মান আদরাকা আবওয়াইহি, ইফা-৬২৮০)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوْكَ (الْبُخَارِيّ : بَابُ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ، مُسْلِمٌ : بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَأَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهِ)

২. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর

নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.) ! আমার সর্বোত্তম ব্যবহারের হকদার কে? রাসূল (সা.) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার বলল, অতঃপর কে? রাসূল (সা.) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার বলল, অতঃপর কে? রাসূল (সা.) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার বলল, তারপর কে? রাসূল (সা.) বললেন, অতঃপর তোমার পিতা।' (বুখারি : বাবু মান আহাক্কুন্নাসি বি হুসনিস সুহবাতি, ইফা-৫৫৪৬, মুসলিম : বাবু বিররিল ওয়ালিদাইনে ওয়া আন্নাহুমা আহাক্কু বিহি, ইফা-৬২৬৯)

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ (الْبُخَارِيّ: بَابُ مَا يُنْهٰى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، مُسْلِمٌ : بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ)

৩. হজরত মুগিরা ইবনে শোবা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবি (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর মায়ের অবাধ্যতা, কন্যাদের জীবন্ত কবর দেওয়া, কারও প্রাপ্য না দেওয়া হারাম করেছেন। আর অর্থহীন কথা বলা, খুব বেশি প্রশ্ন করা এবং সম্পদ ধ্বংস করা তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন।' (বুখারি : বাবু মা ইউনহা আন ইদাআতিল মালি, ইফা-২২৪৮, মুসলিম : বাবুন নাহি আন কাসরাতিল মাসায়িলি, ইফা-৫৫১৮)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ أُجَاهِدُ قَالَ لَكَ أَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ (الْبُخَارِيّ : بَابٌ لَا يُجَاهِدُ إِلَّا بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنِ)

৪. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলল, আমি কি জিহাদ করব? তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতা আছে কি? লোকটি জবাব দিলো, হ্যাঁ আছে। রাসূল (সা.) বললেন, তাহলে তাদের দু'জনের মধ্যে জিহাদ করো।' (বুখারি : বাবু লা ইউজাহিদু ইল্লা বিইজনিল আবওয়াইনি, ইফা-৫৫৪৭, মুসলিম : ইফা-৬২৭৩)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ

الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلُ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ (البُخَارِيّ : بَابٌ لَا يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ)

৫. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কবিরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো কোনো লোক তার পিতা-মাতাকে লানত করা। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! কিভাবে একজন ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে লানত করতে পারে? রাসূল (সা.) বললেন, একজন অন্যের পিতা-মাতাকে গালি দেয়। তখন সেও ওই লোকের পিতা-মাতাকে গালি দেয়।' (বুখারি : বাবু লা ইয়াসুব্বুর রাজুলু ওয়ালিদাইহি, ইফা-৫৫৪৮)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ اِسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِيْ نَذْرٍ كَانَ عَلٰى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ (البُخَارِيّ : بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ، مُسْلِمٌ : بَابُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ النَّذْرِ)

৬. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (সা.) থেকে বর্ণিত, 'সাআদ ইবনে উবাদাহ নবি কারিম (সা.)-এর নিকট তার মায়ের মান্নত সম্পর্কে ফতোয়া চাইলেন, যে মান্নত পূর্ণ করার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নবি কারিম (সা.) ফতোয়া দিলেন, তার পক্ষ থেকে মান্নত পুরা করে দাও। এরপর থেকে তা সুন্নাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।' (বুখারি : বাবু মান মাতা ওয়া আলাইহি নাজরুন, ইফা-৬২৪১, মুসলিম : বাবুল আমরি বিকদায়িন নাজরি, ইফা-৪০৮৯)

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ : مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ (اِبْنُ مَاجَةَ : بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ)

৭. হজরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! সন্তানের ওপর পিতার-মাতার প্রাপ্য কী? তিনি বললেন, তারা তোমার বেহেশত ও দোজখ।' (ইবনু মাজাহ : বাবু বিররিল ওয়ালিদাইনি, মা.শা-৩৬৫২) [সনদ দুর্বল]

৫০. আত্মীয়স্বজনের অধিকার : حَقُّ الْأَقْرَبِيْنَ

আল কুরআন

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

১. ‘হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চাও। আর ভয় করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক।’ (সূরা নিসা-৪ : ১)

وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ۙ وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

২. ‘আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করো। আর মুমিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি তুমি তোমার বাহুকে অবনত করো।’ (সূরা শুআরা-২৬ : ২১৪-২১৫)

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۫ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

৩. ‘অতএব আত্মীয়স্বজনকে তাদের হক দিয়ে দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরকেও। এটি উত্তম তাদের জন্য, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় এবং তারাই সফলকাম।’ (সূরা রুম-৩০ : ৩৮)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۝

৪. 'তোমাদের ওপর ফরজ করা হয়েছে যে, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হবে, যদি সে কোনো সম্পদ রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায়ভিত্তিক অসিয়ত করবে। এটি মুত্তাকিদের দায়িত্ব।' (সূরা বাকারা-২ : ১৮০)

وَ اٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝

৫. 'আর আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরকেও। আর কোনোভাবেই অপব্যয় করো না।' (সূরা বনি ইসরাইল-১৭ : ২৬)

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝

৬. 'নবি মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর। আর তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতাস্বরূপ। আর আল্লাহর বিধান অনুসারে মুমিন ও মুহাজিরদের তুলনায় আত্মীয়স্বজনরা একে অপরের নিকটতর। তবে তোমরা যদি বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ভালো কিছু করতে চাও (তা করতে পারো)। এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।' (সূরা আহজাব-৩৩ : ৬)

আল হাদিস

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلرَّحِمُ شِجْنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ (البُخَارِيّ : بَابُ مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللهُ)

১. হজরত আয়েশা (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আর রাহিম শব্দটি (আর রহমান থেকে) উৎপন্ন। যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পর্ক অটুট রাখে আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখি। আর যে তার সাথে সম্পর্ক

ছিন্ন করে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।' (বুখারি : বাবু মান ওয়াসালা ওয়াসালাহুল্লাহু, ইফা-৫৫৬৩)

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ (الْبُخَارِيّ : بَابُ إِثْمِ الْقَاطِعِ، مُسْلِمٌ : بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ وَتَحْرِيْمِ قَطِيْعَتِهَا)

২. হজরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবি কারিম (সা.) কে বলতে শুনেছেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (বুখারি : বাবু ইছমিল কাতিয়ুন, ইফা-৫৫৫৮ মুসলিম : বাবু সিলাতির রাহিমি ওয়া তাহরিমি কতিয়াতিহা, ইফা-৬২৮৯)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (الْبُخَارِيّ: بَابُ مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، مُسْلِمٌ : بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ وَتَحْرِيْمِ قَطِيْعَتِهَا)

৩. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রিজিক বৃদ্ধি পাক এবং তার হায়াত দীর্ঘায়িত হোক, সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে।' (বুখারি : বাবু মান বুসিতা লাহু ফির রিজকি বিসিলাতির রাহিমি, ইফা-৫৫৬০, মুসলিম : বাবু সিলাতির রাহিমি ওয়া তাহরিমি কতিয়াতিহা, ইফা-৬২৯৩)

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ (التِّرْمِذِيّ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ أَوَانِي الْحَوْضِ)

৪. হজরত আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'এমন অপরাধ যেই অপরাধীকে আল্লাহ পাক আখিরাতে উহার শাস্তি জমা রাখা সত্ত্বেও দুনিয়াতে তাকে তাড়াতাড়ি শাস্তি দিয়ে থাকেন, রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধ সেই শাস্তির উপযুক্ত নহে।' (তিরমিজি : বাবু মা জাআ ফি সিফাতি আওয়ানিল হাওজি, ইফা-২৫১৩)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَلرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللهُ (مُسْلِمٌ : بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ وَتَحْرِيْمِ قَطِيْعَتُهَا)

৫. হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'রাহিম আরশের সাথে ঝুলন্ত আছে। সে বলে, যে আমাকে মিলিয়ে রাখবে, আল্লাহ তাকে মিলিয়ে রাখুন এবং যে আমাকে কেটে দেবে আল্লাহ তাকে কেটে দিন।' (মুসলিম : বাবু সিলাতির রাহিমি ওয়া তাহরিমি কাতিয়াতিহা, ইফা-৬২৮৮)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِيْ قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِيْ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيْؤُوْنَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَيَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ (مُسْلِمٌ : بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ وَتَحْرِيْمُ قَطِيْعَتُهَا)

৬. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমার এমন কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি, অথচ তারা আমার সেই বন্ধন কেটে দেয়। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদের প্রতি সহিষ্ণু, তারা আমার প্রতি মূর্খের মতো আচরণ করে। অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন, তুমি যা বলেছ, যদি ঘটনা তা-ই হয়, তাহলে মনে হয় যেন তুমি তাদের প্রতি গরম ছাই নিক্ষেপ করলে। অর্থাৎ তোমার ধৈর্যের অনল তাদের শেষ করে দেবে। আর যতক্ষণ তুমি এই অবস্থার ওপর অটল থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের মোকাবিলায় তোমার জন্য একজন সাহায্যকারী বরাদ্দ থাকবে।' (মুসলিম : বাবু সিলাতির রাহিম ওয়া তাহরিমি কাতিয়াতিহা, ইফা-৬২৯৪)

৫১. প্রতিবেশীর অধিকার : حَقُّ الْجَارِ

আল কুরআন

وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۟ۙ

১. 'তোমরা ইবাদাত করো আল্লাহর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না। আর সদ্ব্যবহার করো পিতা-মাতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতিম, মিসকিন, নিকট আত্মীয়-প্রতিবেশী, অনাত্মীয়-প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদের যারা দাম্ভিক, অহংকারী।' (সূরা নিসা-৪ : ৩৬)

আল হাদিস

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ (الْبُخَارِيّ : بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْجَارِ، مُسْلِمٌ : بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْجَارِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ)

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'জিবরাইল (আ.) নিয়মিতই আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন, এমনকি আমি ধারণা করলাম, হয়তো প্রতিবেশীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেওয়া হবে।' (বুখারি : বাবুল ওসিয়্যাতি বিল জারি, ইফা-৫৫৯০, মুসলিম : বাবুল ওসিয়্যাতি বিল জারি ওয়াল ইহসানি ইলাইহি, ইফা-৬৪৪৮)

عَنْ أَبِيْ شُرَيْحٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللهِ لَايُؤْمِنُ وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، قِيْلَ وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ اَلَّذِيْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (البُخَارِيّ : بَابُ إِثْمِ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)

২. হজরত আবু শুরাইহ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবি কারিম (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহর কসম! সেই ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর কসম! সেই ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর কসম! সেই ব্যক্তি মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো? হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! কে সে? রাসূল (সা.) বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।’ (বুখারি : বাবু ইছমি মান লা ইয়ামানু জারুহু বাওয়ায়িকাহু, ইফা-৫৫৯১)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَيْسَ الْمُؤْمِنُ اَلَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ (اَلْأَلْبَانِيّ : اَلسِّلْسِلَةُ الصَّحِيْحَةُ)

৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, সেই ব্যক্তি মুমিন নয়, যে পেট ভরে তৃপ্তি সহকারে খায় অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী অভুক্ত।’ আলবানি : সিলসিলাতুস সহিহাতু, বা.হা-১৪৯)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِيْ جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِيْ؟ قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا (البُخَارِيّ : بَابُ أَيِّ الْجِوَارِ أَقْرَبُ)

৪. হজরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমার দুজন প্রতিবেশী আছে, তাহলে আমি কাকে হাদিয়া দেবো? রাসূল (সা.) বলেছেন, দরজার দিক থেকে যে তোমার বেশি নিকটবর্তী।’ (বুখারি : বাবু আইয়িল জিওয়ারি আকরাবু, ইফা-২১১৬)

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَائَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ (مُسْلِمٌ : بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْجَارِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ)

৫. হজরত আবু জর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'হে আবু জর! যখন তুমি তরকারি পাকাবে, তখন ঝোল হিসেবে পানি একটু বেশি দেবে, যাতে তোমার প্রতিবেশীর খোঁজ খবর নিতে পারো।' (মুসলিম : বাবুল অসিয়্যাতি বিল জারি ওয়াল ইহসানি ইলাইহি, ইফা-৬৪৪৯)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ : يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ (الْبُخَارِيّ : بَابُ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، مُسْلِمٌ : بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالْقَلِيْلِ)

৬. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলতেন, 'হে মুসলিম রমণীগণ! তোমরা প্রতিবেশীর বাড়িতে সামান্য বস্তু পাঠানোকেও তুচ্ছ মনে করবে না। এমনকি যদি তা বকরির পায়ের সামান্য অংশও হয়।' (বুখারি : বাবু লা তাহকিরান্না জারাতুন লি-জারাতিহা, ইফা-৫৫৯২, মুসলিম : বাবুল হাসসি আলাস সদাকাতি ওয়া লাও বিল কালিলি, ইফা-২২৫১)

৫২. নারী অধিকার : حَقُّ النِّسَاءِ

আল কুরআন

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَ لَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ○

১. 'হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিশ হবে। আর তোমরা তাদের আবদ্ধ করে রেখ না, তাদের যা দিয়েছ তা থেকে তোমরা কিছু নিয়ে নেওয়ার জন্য, তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করো। আর যদি তোমরা তাদের অপছন্দ করো, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন।' (সূরা নিসা-৪ : ১৯)

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۠ وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۠ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَ لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

২. 'সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাক। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা নিজেদের সাথে খিয়ানত করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদের ক্ষমা

করেছেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান করো। আর আহার করো ও পান করো যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো। আর তোমরা মাসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না। এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য স্পষ্ট করেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।' (সূরা বাকারা-২ : ১৮৭)

وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا۝

৩. 'আর পুরুষ কিংবা নারীর মধ্য থেকে যে নেক কাজ করবে এমতাবস্থায় যে, সে মুমিন, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি খেজুরবিচির আবরণ পরিমাণ জুলুমও করা হবে না।' (সূরা নিসা-৪ : ১২৪)

وَ الْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ۠

৪. 'আর তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবে এবং তাদের জন্য হালাল হবে না যে, আল্লাহ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন, তা তারা গোপন করবে, যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে। আর এর মধ্যে তাদের স্বামীরা তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে অধিক হকদার, যদি তারা সংশোধন চায়। আর নারীদের রয়েছে বিধি মোতাবেক অধিকার। যেমন আছে তাদের ওপর (পুরুষদের) অধিকার। আর পুরুষদের রয়েছে তাদের ওপর মর্যাদা এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা বাকারা-২ : ২২৮)

وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْٓـًٔا مَّرِیْٓـًٔا ۝

৫. 'আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তিসহকারে খাও।' (সূরা নিসা-৪ : ৪)

لِلرِّجَالِ نَصِیْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِیْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِیْبًا مَّفْرُوْضًا ۝

৬. 'পুরুষদের জন্য পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ তা থেকে কম হোক বা বেশি হোক– নির্ধারিত হারে।' (সূরা নিসা-৪ : ৭)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّیْ لَاۤ اُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰی ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَ اُوْذُوْا فِیْ سَبِیْلِیْ وَ قٰتَلُوْا وَ قُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّاٰتِهِمْ وَ لَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝

৭. 'অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কোনো পুরুষ অথবা মহিলা আমলকারীর আমল নষ্ট করব না। তোমাদের একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং যাদের তাদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং যাদের আমার রাস্তায় কষ্ট দেওয়া হয়েছে, আর যারা যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ বিলুপ্ত করে দেবো এবং তাদের প্রবেশ করাবো জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ; আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানস্বরূপ। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৯৫)

وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

৮. 'আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা মারা যাবে এবং স্ত্রীদের রেখে যাবে, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষায় থাকবে। অতঃপর যখন তারা ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে, তখন তারা নিজেদের ব্যাপারে বিধি মোতাবেক যা করবে, সে ব্যাপারে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আর তোমরা যা করো, সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক অবগত।' (সূরা বাকারা-২ : ২৩৪)

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْۤ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَ لِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

৯. 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার পিতা-মাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিশ হয় তার পিতা-মাতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা-মাতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য

থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তোমরা তা জানো না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা নিসা-৪ : ১১)

আল হাদিস

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَائَتْنِيْ اِمْرَأَةٌ مَعَهَا اِبْنَتَانِ تَسْأَلُنِيْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِيْ غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ اِبْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ يَلِيْ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّار (الْبُخَارِيّ : بَابُ رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيْلِهِ، مُسْلِمٌ : بَابُ فَضْلِ الْإِحْسَانِ إِلَى الْبَنَاتِ)

১. হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একদা আমার কাছে এক মহিলা তার দুটি কন্যাসন্তানসহ এসে কিছু চাইল। কিন্তু আমার নিকট দেওয়ার মতো একটি খেজুর ছাড়া কিছুই ছিল না। আমি তাকে তা দিলাম। অতঃপর সে খেজুর তার দুই কন্যার মাঝে ভাগ করে দিলো এবং (সে নিজে না খেয়ে) চলে গেল। অতঃপর রাসূল (সা.) ঘরে প্রবেশ করলে আমি তাঁকে ঘটনাটি খুলে বললাম। তখন তিনি বললেন, যাকে আল্লাহ এ ধরনের কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেছেন, অতঃপর সে কন্যাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে (কিয়ামতের দিন) এ কন্যাই তার জন্য দোজখের ঢালস্বরূপ হবে।' (বুখারি : বাবু রাহমাতিল ওলাদি ওয়া তাকবিলিহি, ইফা-৫৫৬৯, মুসলিম : বাবু ফাদলিল ইহসানি ইলাল বানাতি, ইফা-৬৪৫৪)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُ (التِرْمِذِيّ : بَابُ فَضْلِ أَزْوَاجِ النَّبِيِ)

২. হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে তার পরিবার পরিজনের নিকট উত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম। আর তোমাদের কোন সঙ্গী যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন তাকে

তোমরা ছেড়ে দেবে (অর্থাৎ কোনো দাবি রাখবে না)।' (তিরমিজি : বাবু ফাদলি আযওয়াজিন নাবিয়্যি, বা.হা-৩৮৯৫)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ (مُسْلِمٌ : بَابُ فَضْلِ الْإِحْسَانِ إِلَى الْبَنَاتِ)

৩. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুটি মেয়েকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন পালন করল, সে কিয়ামতের দিন এরূপ অবস্থায় আসবে যে, আমি ও সে এরকম একত্রিত থাকব। তিনি তার আঙুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।' (মুসলিম : বাবু ফাদলিল ইহসানি ইলাল বানাতি, ইফা-৬৪৫৬)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيْفَيْنِ الْيَتِيْمِ وَالْمَرْأَةِ (اِبْنُ مَاجَةَ : بَابُ حَقِّ الْيَتِيْمِ)

৪. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'হে আল্লাহ! দুই দুর্বল অর্থাৎ ইয়াতিম ও নারীদের প্রাপ্য ও অধিকার নষ্ট করাকে আমি অন্যায় ও গুনাহ হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিলাম।' (ইবনে মাজাহ : বাবু হাক্কিল ইয়াতিম, ইফা-৩৬৭৮)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ (الْبُخَارِيّ : بَابُ خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَذُرِّيَّتِهِ، مُسْلِمٌ : بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ)

৫. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা আমার কাছে থেকে মেয়েদের সাথে সদ্ব্যবহার করার শিক্ষা গ্রহণ করো। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে ওপরের হাড়টা সর্বাপেক্ষা বাঁকা। অতএব তুমি যদি তা সোজা করতে যাও তবে ভেঙে ফেলার আশঙ্কা রয়েছে এবং যদি ফেলে রাখো তা বাঁকাই

থাকবে। অতএব তোমরা নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার করো।' (বুখারি : বাবু খালকি আদামা সালাওয়াতুল্লাহি আলাইহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি, ইফা-৩০৯৬, মুসলিম : বাবুল ওয়াসিয়্যাতি বিননিসায়ি, ইফা-৩৫১৫)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِيْ عَقَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ [إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا] انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيْزٌ عَارِمٌ مَنِيْعٌ فِيْ رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِيْ زَمْعَةَ وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ اِمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِيْ ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ (الْبُخَارِيّ : سُوْرَةُ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مُسْلِمٌ : بَابُ النَّارِ يَدْخُلُهَا الجَبَّارُوْنَ)

৬. আবদুল্লাহ ইবনে জামাআ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবি (সা.)-কে খুতবা দিতে শুনলেন। তিনি সেই উষ্ট্রী এবং তার হত্যাকারীর কথা উল্লেখ করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'যখন তারা তাদের হতভাগা দুষ্ট লোকটাকে পাঠাল অর্থাৎ (সামুদ জাতির) এক বড়ো সরদার, নিকৃষ্ট দুষ্ট ও সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি স্ফূর্তি ও উন্মত্ততার সাথে (উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্য) দাঁড়িয়ে গেল! নবি (সা.) তার বক্তৃতায় মেয়েদের কথা উল্লেখ করলেন, তাদের সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন, তোমাদের কেউ তার স্ত্রীকে মারতে উদ্যত হয় এবং তাতে গোলাম বাঁদির ন্যায় মারে, দিনের শেষে সে আবার তার সাথে একই বিছানায় মিলিত হয় (সঙ্গম করে, কত অকৃতজ্ঞ)। অতঃপর তিনি বায়ু নিঃসরণের কারণে তাদের হাসি সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে বলেন, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি সে কাজের জন্য কেন হাসে, যা সে নিজেই করে?' (বুখারি : সূরাতু ওয়াশ শামছি ওয়া দুহাহা, ইফা-৪৫৭৮, মুসলিম : বাবুন নারি ইয়াদখুলুহাল হাব্বারুনা, ইফা-৬৯২৭)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ (مُسْلِمٌ : بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ)

৭. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কোনো মুসলিম পুরুষ যেন কোনো মুসলিম মহিলার প্রতি হিংসা-

বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ না করে। কেননা তার কোনো একটি দিক তার কাছে খারাপ লাগলেও অন্য একটি দিক তার পছন্দ হবে।' (মুসলিম : বাবুল অসিয়্যাতি বিন নিসায়ি, ইফা-৩৫১৬)

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (أَبُوْ دَاوُدَ : بَابٌ فِيْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلٰى زَوْجِهَا)

৮. হাকিম ইবনে মুয়াবিয়া আল কুশাইরি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.) ! আমাদের কোনো ব্যক্তির ওপর তার স্ত্রীর কী অধিকার রয়েছে? তিনি বলেন, তুমি যখন আহার করো তাকেও আহার করাও, তুমি যখন পরিধান করো, তাকেও পরিধান করাও, কখনও মুখমণ্ডলে প্রহার করো না, কখনও অশ্লীল ভাষায় গালি দিও না এবং ঘরের মধ্যে ছাড়া তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (আবু দাউদ : বাবুন ফি হাক্কিল মারআতি আলা জাওজিহা, ইফা-২১৩৯)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (مُسْلِمٌ : بَابُ خَيْرِ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ)

৯. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সমগ্র পৃথিবীটাই সম্পদ। আর পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্পদ হলো সৎকর্মপরায়ণ স্ত্রী।' (মুসলিম : বাবুল ওয়াসিয়্যাতি বিন নিসায়ি, ইফা-৩৫১২)

৫৩. শ্রমিকের অধিকার : حَقُّ الْأَجِيْرِ

আল কুরআন

قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

১. 'সে বলল, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার মজুরি করবে। আর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ করো, তবে সেটা তোমার পক্ষ থেকে (অতিরিক্ত)। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। তুমি ইনশাআল্লাহ আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত পাবে।' (সূরা কাসাস-২৮ : ২৭)

قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۫ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ○

২. 'নারীদ্বয়ের একজন বলল, হে আমার পিতা, আপনি তাকে মজুর নিযুক্ত করুন। নিশ্চয়ই আপনি যাদের মজুর নিযুক্ত করবেন তাদের মধ্যে সে উত্তম, যে শক্তিশালী বিশ্বস্ত।' (সূরা কাসাস-২৮ : ২৬)

আল হাদিস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : أَعْطُوْا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهُ (اِبْنُ مَاجَة : بَابُ أَجْرِ الْأُجَرَاءِ)

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তাদের মজুরি দিয়ে দাও।' (ইবনে মাজাহ : বাবু আজারিল উজারা-ই, মা.শা-২৪২৪, বা.হা-২৪৪৩)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطٰى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ مِنْهُ رَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (الْبُخَارِيّ : بَابُ إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا)

২. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি স্বয়ং অবস্থান করব। ১. যে ব্যক্তি আমার নামে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তা ভঙ্গ করেছে, ২. যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করেছে, ৩. যে ব্যক্তি কোনো শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করে পূর্ণ কাজ আদায় করে নেয়, অথচ তার বিনিময় দেয় না।' (বুখারি : বাবু ইসমে মান বাআ হুররান , ইফা-২০৮৬)

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ، فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهٖ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَأَعِيْنُوْهُمْ (الْبُخَارِيّ : بَابُ الْمَاعَصِيْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، مُسْلِمٌ : بَابُ إِطْعَامِ الْمَمْلُوْكِ مِمَّا يَأْكُلُ)

৩. হজরত আবু জর গিফারি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের চাকর-চাকরানি ও দাস-দাসীরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের ভাই, তাদের আল্লাহ তাআলা তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছে সে যেন তাকে তাই খাওয়ায়, যা সে নিজে খায়। তাকে যেন তা পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। আর সাধ্যের বাহিরে কোনো কাজ চাপিয়ে দিও না। একান্ত যদি চাপানো হয়, তবে তা সমাধান করার ব্যাপারে তাদের সাহায্য করো।' (বুখারি : বাবুল মায়াসি মিন আমরিল জাহিলিয়াতি, ইফা-৩০, মুসলিম : বাবু ইতয়ামি মামলুকি মিম্মা ইয়াকুলু, ইফা-৪১৬৯)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ: اَلصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا حَتّٰى مَا يَفِيْضَ بِهَا لِسَانُهُ (اِبْنُ مَاجَةُ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ ذِكْرِ مَرَضِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ)

৪. হজরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, যে অসুস্থতার মধ্য দিয়ে রাসূল (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন, তখন তিনি প্রায়ই বলতেন, 'সালাত ও দাস-দাসীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। এ কথা তিনি অনবরত বলতেই থাকলেন এমনকি এক পর্যায়ে তার জিহ্বার স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল।' (ইবনে মাজাহ : বাবু মা জাআ ফি জিকরি মারাদি রাসূলুল্লাহি (সা.) , মা.শা-১৬১৪)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ (بُخَارِيْ : بَابُ خَرَاجِ الْحَجَّامِ)

৫. হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিঙ্গা গ্রহণ করতেন, কিন্তু কখনও তিনি বিনিময় দিতে কারও ওপর জুলুম করেননি।' (বুখারি : বাবু খারাজিল হাজ্জাম, ২১১৯)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا كَفٰى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَإِنْ أَبٰى فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمْهَا إِيَّاهُ (التِرْمِذِيُّ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مَعَ الْمَمْلُوْكِ وَالْعِيَالِ)

৬, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'তোমাদের ভৃত্য যদি তোমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে নিয়ে আসে, তখন তাকে হাতে ধরে নিজের সঙ্গে খেতে বসাও। সে যদি বসতে অস্বীকার করে তবুও দুই-এক মুঠি খাদ্য অন্তত তাকে অবশ্যই খেতে দিতে হবে। কারণ, সে আগুনের উত্তাপ ও ধূম্র এবং খাদ্য প্রস্তুত করার কষ্ট সহ্য করেছে।' (তিরমিজি : বাবু মা জাআ ফিল আকলি মায়াল মামলুকি ওয়াল ইয়ালি, ইফা-১৮৫৯)

৫৪. খিলাফাহ : اَلْخِلَافَةُ

আল কুরআন

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ○

১. 'আর স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, নিশ্চয়ই আমি জমিনে একজন খলিফা সৃষ্টি করছি। তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তাতে ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবিহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি জানি যা তোমরা জানো না।' (সূরা বাকারা-২ : ৩০)

وَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَ اِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○

২. 'আর তিনি সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জমিনের খলিফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে তিনি তোমাদের যা প্রদান করেছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন। নিশ্চয়ই তোমার রব দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা আনআম-৬ : ১৬৫)

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ○

৩. 'তারপর আমি তোমাদের জমিনে তাদের পরে স্থলাভিষিক্ত করেছি, যাতে আমি দেখি তোমরা কেমন আমল করো।' (সূরা ইউনুস-১০ : ১৪)

اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ؕ وَ اذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۝

৪. 'তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছ যে, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির নিকট উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে? আর তোমরা স্মরণ করো, যখন তিনি তোমাদের নুহের কওমের পর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন এবং সৃষ্টিতে তোমাদের দৈহিক গঠন ও শক্তিতে সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং তোমরা স্মরণ করো আল্লাহর নিয়ামতসমূহ, যাতে তোমরা সফলকাম হও।' (সূরা আরাফ-৭ : ৬৯)

قَالُوْۤا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؕ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ۝

৫. 'তারা বলল, তুমি আমাদের কাছে আসার পূর্বে আমাদের কষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং তুমি আমাদের কাছে আসার পরেও। সে বলল, আশা করা যায়, তোমাদের রব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং জমিনে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তিনি দেখবেন তোমরা কিভাবে আমল করো।' (সূরা আরাফ-৭ : ১২৯)

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ۝

৬. 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে জমিনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি

তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না। আর এরপর যারা কুফরি করবে তারাই ফাসিক।' (সূরা নুর-২৪ : ৫৫)

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلۡنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الۡاَرۡضِ فَاحۡكُمۡ بَيۡنَ النَّاسِ بِالۡحَـقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الۡهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ‌ؕ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمۡ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوۡمَ الۡحِسَابِ۝

৭. (হে দাউদ), 'নিশ্চয়ই আমি তোমাকে জমিনে খলিফা বানিয়েছি, অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করো। আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। কেননা, তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠিন আজাব রয়েছে। কারণ, তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল।' (সূরা সাদ-৩৮ : ২৬)

আল হাদিস

عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلٰى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ (مُسْلِمٌ : بَابُ حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ)

১. হজরত আরফাজা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা যখন একটি লোকের অধীনে সংঘবদ্ধ, এমন সময় কেউ এসে যদি তোমাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে চেষ্টা করে, তোমরা তাকে হত্যা করো।' (মুসলিম : বাবু হুকমি মান ফাররাকা আমরাল মুসলিমিনা ওয়া হুয়া মুজতামিউন, ইফা-৪৬৪৫)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَانَ بَشِيْرٌ رَجُلًا يَكُفُّ حَدِيْثَهُ فَجَاءَ أَبُوْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ فَقَالَ يَا بَشِيْرَ بْنِ سَعْدٍ أَتَحْفَظُ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْأُمَرَاءِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ فَجَلَسَ أَبُوْ

ثَعْلَبَةَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : تَكُوْنُ النُّبُوَّةُ فِيْكُمْ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُوْنُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُوْنُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُوْنُ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ (مُسْنَدُ أَحْمَدَ : حَدِيْثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ)

২. হজরত নুমান ইবনে বাশির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আমরা রাসূল (সা.)-এর সাথে একদা মসজিদে বসা ছিলাম। আর বাশির ছিল এমন ব্যক্তি যে হাদিস বর্ণনা থেকে বিরত থাকত। অতঃপর আবু সালাবা আল খুশানি আসল, অতঃপর বলল, হে বাশির ইবনে সাদ! শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত রাসূল (সা.)-এর হাদিসটা কি তোমার মুখস্থ আছে? অতঃপর হুজাইফা বলল, আমি রাসূল (সা.) এর বক্তব্য মুখস্থ করেছি। অতঃপর আবু সালাবা বসে পড়লে হুজাইফা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে ততদিন নবুওয়ত থাকবে, যতদিন আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যখন নবুওয়ত উঠিয়ে নিতে চাইবেন, তখন উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর নবুওয়তের পদ্ধতির আলোকে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর যতদিন খিলাফত রাখার ইচ্ছা আল্লাহ তাআলা করবেন, ততদিন রাখবেন। আবার যখন উঠিয়ে নিতে চাইবেন তখন উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আল্লাহ তাআলা যতদিন ইচ্ছা করবেন ততদিন তাকে রাখবেন, আবার যখন তা উঠিয়ে নিতে ইচ্ছা করবেন তখন তা উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আল্লাহ তাআলা যতদিন ইচ্ছা করবেন ততদিন তাকে টিকিয়ে রাখবেন। আবার যখন তা উঠিয়ে নিতে ইচ্ছা করবেন, তখন তা উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর পুনরায় পৃথিবীতে নবুওয়তের ভিত্তিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এ কথা বলে রাসূল (সা.) চুপ থাকলেন।’ (মুসনাদে আহমদ : হাদিসু নুমান ইবনে বাশির, মা.শা-১৭৬৮০, বা.হা-১৮৪০৬) [হাদিসের মান : হাসান]।

৫৫. অমুসলিমের অধিকার : حَقُّ غَيْرِ الْمُسْلِمِ

আল কুরআন

وَ لَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَ اِلٰهُنَا وَ اِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

১. 'আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবিদের সাথে বিতর্ক করো না। তবে তাদের মধ্যে ওরা ছাড়া, যারা জুলুম করেছে। আর তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই। আর আমরা তাঁরই সমীপে আত্মসমর্পণকারী।' (সূরা আনকাবুত-২৯ : ৪৬)

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

২. 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করছেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।' (সূরা মুমতাহিনা-৬০ : ৮)

وَ لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৩. 'আর তোমরা তাদের গালমন্দ করো না, আল্লাহ ছাড়া যাদের তারা ডাকে, ফলে তারা গালমন্দ করবে আল্লাহকে, শত্রুতা পোষণ করে অজ্ঞতাবশত। এভাবেই আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য তাদের কর্ম শোভিত করে দিয়েছি। তারপর তাদের রবের কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি জানিয়ে দেবেন তাদের, যা তারা করত।' (সূরা আনআম-৬ : ১০৮)

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ۠

৪. ‘আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনে, অতঃপর তাকে পৌঁছিয়ে দাও তার নিরাপদ স্থানে। তা এই জন্য যে, তারা এমন এক কওম, যারা জানে না।’ (সূরা তাওবা-৯ : ৬)

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

৫. ‘আর যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তুমিও তার প্রতি ঝুঁকে পড়ো, আর আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করো, নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’ (সূরা আনফাল-৮ : ৬১)

আল হাদিস

عَنْ صَفْوَانِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَبْنَاءِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ آبَائِهِمْ دِنْيَةً عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (أَبُوْ دَاوُدَ: بَابٌ فِيْ تَعْشِيْرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوْا بِالتِّجَارَاتِ)

১. হজরত সাফওয়ান ইবনে সুলইম (রা.) আসহাবে রাসূল (সা.)-এর কয়েকজন সন্তান থেকে বর্ণনা করেন, ‘তারা তাদের পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (সা.) বলেন, মনে রেখ যদি কোনো মুসলিম কোনো অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো কিছু তার ওপর চাপিয়ে দেয়, তার কোনো বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করব।’ (আবু দাউদ : বাবুন ফি তাশিরি আহলিজ জিম্মাতি ইজাখতালাফু বিত্তিজারাতি, ইফা-৩০৪১)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ (البُخَارِيّ : بَابٌ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ)

২. হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একজন খাদেম ছিল, সে ছিল ইয়াহুদি। একদিন সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবি (সা.) তাকে শুশ্রূষা করার জন্য এলেন। রাসূল (সা.) তার মাথার নিকট বসলেন। তারপর তাকে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। (এ কথা শুনে) ছেলেটি তার পাশে থাকা বাবার দিকে তাকাল। তারপর তার বাবা ছেলেকে বলল, আবুল কাশেম (নবি মুহাম্মদ (সা.)-এর কথা মেনে নাও! তখন ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করলো। অতঃপর নবি কারিম (সা.) এই কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন-সেই আল্লাহ তাআলার প্রশংসা যিনি তাকে (ছেলেটিকে) জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেছেন।’ (বুখারি : বাবু ইজা আসলামাস সাবিয়্যু ফামাতা, ১২৬৮)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ (البُخَارِيُّ : بَابُ شِرَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّسِيْئَةِ)

৩. হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। ‘নবি কারিম (সা.) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, একজন ইয়াহুদি থেকে খাদ্য ক্রয় করলেন এবং তার কাছে তিনি তাঁর লোহার বর্ম বন্ধক রাখলেন।’ (বুখারি : বাবু শিরাইন নাবিয়্যি (সা.) বিন নাসিয়াতি, ইফা-১৯৩৮)

৫৬. ইসলামী রাজনীতি : اَلسِّيَاسَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

আল কুরআন

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ ؕ وَ لَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۙ○

১. ‘নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাজিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করো সে অনুযায়ী যা আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছেন। আর তুমি খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না।’ (সূরা নিসা-৪ : ১০৫)

وَ اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ○

২. ‘আর তাদের মধ্যে তার মাধ্যমে ফয়সালা করো, যা আল্লাহ নাজিল করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাকো যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখো যে, আল্লাহ তো কেবল তাদেরকে তাদের কিছু পাপের কারণেই আজাব দিতে চান। আর মানুষের অনেকেই ফাসিক।’ (সূরা মায়িদা-৫ : ৪৯)

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۫ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ○

৩. ‘নিশ্চয়ই তোমাদের রব আসমানসমূহ ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে উঠেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। প্রত্যেকটি

একে অপরকে দ্রুত অনুসরণ করে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজি, যা তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। জেনে রাখো, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। আল্লাহ মহান, যিনি সকল সৃষ্টির রব।' (সূরা আরাফ-৭ : ৫৪)

وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖۗ وَ اِلَيْهِ اُنِيْبُ ○

৪. 'আর যেকোনো বিষয়েই তোমরা মতবিরোধ করো, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে; তিনিই আল্লাহ, আমার রব; তাঁরই ওপর আমি তাওয়াক্কুল করেছি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী হই।' (সূরা শুরা-৪২ : ১০)

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

৫. 'তারা কি তবে জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?' (সূরা মায়িদা-৫ : ৫০)

اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ وَ اللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ؕ وَ هُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

৬. 'তারা কি দেখে না, আমি জমিনকে চতুর্দিক থেকে সংকীর্ণ করে আনছি। আর আল্লাহই হুকুম করেন এবং তাঁর হুকুম প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই এবং তিনিই দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।' (সূরা রাদ-১৩ : ৪১)

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ○

৭. 'তুমি কি জানো না যে, নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহর। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।' (সূরা বাকারা-২ : ১০৭)

مَا تَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسۡمَآءً سَمَّیۡتُمُوۡهَاۤ اَنۡتُمۡ وَ اٰبَآؤُكُمۡ مَّاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنۡ سُلۡطٰنٍ ؕ اِنِ الۡحُكۡمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّیۡنُ الۡقَیِّمُ وَ لٰكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ۝

৮. 'তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদাত করছ, যাদের নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা করেছ, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ প্রমাণ নাজিল করেননি। বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদাত করো না। এটিই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।' (সূরা ইউসুফ-১২ : ৪০)

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنَا التَّوۡرٰىةَ فِیۡهَا هُدًی وَّ نُوۡرٌ ۚ یَحۡكُمُ بِهَا النَّبِیُّوۡنَ الَّذِیۡنَ اَسۡلَمُوۡا لِلَّذِیۡنَ هَادُوۡا وَ الرَّبّٰنِیُّوۡنَ وَ الۡاَحۡبَارُ بِمَا اسۡتُحۡفِظُوۡا مِنۡ كِتٰبِ اللّٰهِ وَ كَانُوۡا عَلَیۡهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخۡشَوُا النَّاسَ وَ اخۡشَوۡنِ وَ لَا تَشۡتَرُوۡا بِاٰیٰتِیۡ ثَمَنًا قَلِیۡلًا ؕ وَ مَنۡ لَّمۡ یَحۡكُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡكٰفِرُوۡنَ ۝

৯. 'নিশ্চয়ই আমি তাওরাত নাজিল করেছি, তাতে ছিল হিদায়াত ও আলো, এর মাধ্যমে ইয়াহুদিদের জন্য ফয়সালা প্রদান করত অনুগত নবিগণ এবং রব্বানি ও ধর্মবিদগণ। কারণ তাদের আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল এর ওপর সাক্ষী। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে সামান্য মূল্যে ক্রয় করো না। আর যারা আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।' (সূরা মায়িদা-৫ : ৪৪)

আল হাদিস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كَانَتْ بَنُوْا إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوْا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اِسْتَرْعَاهُمْ (الْبُخَارِيّ: بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، مُسْلِمٌ : بَابُ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ)

১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘বনি ইসরাইলদের নেতৃত্ব দিতেন নবিগণ। যখনই একজন নবি মৃত্যুবরণ করতেন তখনই তারপরে আরেকজন নবি আসতেন। আর আমার পরে কোনো নবি নেই। আমার পরে হবে খলিফা এবং তাদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে। সাহাবায়ে কেরামগণ বললেন, তাহলে তাদের ব্যাপারে আমাদের আপনি কী নির্দেশ দেবেন। রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা একজনের পর অপরজন ধারাবাহিকভাবে সকলের বাইয়াত পূর্ণ করো। তোমরা তাদেরকে তাদের অধিকার পূর্ণ করে দাও। নিশ্চয়ইই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাদের অধীনস্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।’ (বুখারি : বাবু মা যুকিরা আন বনি ইসরাইল, ইফা-৩২০৯, মুসলিম : বাবুল ওফায়ি বিবাইয়াতিল খুলাফায়ি আল আউয়ালি ফাল আউয়ালি, ইফা-৪৬২১)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : سَيَكُوْنُ بَعْدِىْ خُلَفَاءُ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ، وَسَيَكُوْنُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلَفَاءُ يَعْمَلُوْنَ بِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لَا يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ بَرِئَ وَمَنْ أَمْسَكَ يَدَهُ سَلِمَ وَ لٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ (صَحِيْحُ ابْنِ حِبَّانَ : ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُلُوْكَ يُطْلَقُ عَلَيْهِمْ)

২. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘আমার পরে এমন কিছু খলিফা আসবেন যারা তাদের জ্ঞান অনুসারে আমল করবেন এবং তাদের যা আদেশ করা হবে তারা তা পালন করবেন। আর তাদের পরে এমন কিছু শাসক আসবে তারা যা জানে না তার ওপর আমল করবে এবং তারা তা করবে যা তাদের আদেশ করা হয়নি। অতঃপর যে তাদের অস্বীকার করবে সে দায়মুক্ত। আর যে (তাদের আনুগত্য থেকে) বিরত থাকবে সেও দায়মুক্ত। তবে যে (তাদের প্রতি) সন্তুষ্ট থাকবে ও তাদের অনুসরণ করবে (সে দায়বদ্ধ হবে)।’ (সহিহ ইবনে হিব্বান : জিকরুল বায়ানি বি আন্নাল মুলুকা ইউতলাকু আলাইহিম, বা.হা-৬৬৬০)

৫৭. ইসলামে বিচারব্যবস্থা : اَلْقَضَاءُ فِي الْإِسْلَامِ

আল কুরআন

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝

১. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কতই-না সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।' (সূরা নিসা-৪ : ৫৮)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

২. 'নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদের স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড নাজিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি আরও নাজিল করেছি লোহা, তাতে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে। আর যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদের সাহায্য করে। অবশ্যই আল্লাহ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী।' (সূরা হাদিদ-৫৭ : ২৫)

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۗ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۗ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

৩. ‘এ কারণে তুমি আহ্বান করো এবং দৃঢ় থাক যেমন তুমি আদিষ্ট হয়েছ। আর তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না এবং বলো, আল্লাহ যে কিতাব নাজিল করেছেন আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমাদের রব এবং তোমাদের রব। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ-বিসম্বাদ নেই; আল্লাহ আমাদের একত্র করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে।’ (সূরা শুরা-৪২ : ১৫)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

৪. ‘হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দণ্ডায়মান হও। কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের কোনোভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ করো, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।’ (সূরা মায়িদা-৫ : ৮)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ○

৫. ‘হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়ের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। যদি সে বিত্তশালী হয় কিংবা দরিদ্র, তবে আল্লাহ উভয়ের ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো কিংবা এড়িয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমরা যা করো সে বিষয়ে সম্যক অবগত।’ (সূরা নিসা-৪ : ১৩৫)

إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَىٰ دَاوُۥدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَٱهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ ○

৬. ‘যখন তারা দাউদের কাছে প্রবেশ করল, তখন সে তাদের ভয় পেয়ে গেল। তারা বলল, আপনি ভয় করবেন না, আমরা বিবদমান দুপক্ষ। আমাদের একে অন্যের ওপর সীমালঙ্ঘন করেছে। অতএব আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আর আমাদের সরল পথের নির্দেশনা দিন।’ (সূরা ছোয়াদ-৩৮ : ২২)

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۝

৭. ‘আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু ইখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।’ (সূরা আহজাব-৩৩ : ৩৬)

আল হাদিস

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ (مُسْلِمٌ : بَابُ فَضِيْلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ)

১. হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনো কাজের তত্ত্বাবধায়ক হয় অতঃপর সে তাদের প্রতি কঠোরতা করে, তুমিও তার প্রতি কঠোরতা করো। পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনো কাজের তত্ত্বাবধায়ক হয়, অতঃপর সে তাদের প্রতি নরম ও কোমল আচরণ করে তুমিও তার প্রতি কোমল আচরণ করো।’ (মুসলিম : বাবু ফাদিলতিল ইমামিল আদিল, ইফা-৪৫৭১)

عَنْ مَعْقِلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَامِنْ وَالٍ يَلِيْ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (البُخَارِيْ: بَابُ مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ)

২. হজরত মা-কাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোনো বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক হয়েছে। অতঃপর সে এমতাবস্থায় মারা গেছে যে, সে তাদের সাথে প্রতারণা করেছে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।' (বুখারি : বাবু মানিস তুরইয়া রাইয়াতান ফালাম ইয়ানসাহ, ইফা-৬৬৬৬)

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِيْ فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلٰى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ (أَبُوْ دَاوُدُ: بَابٌ فِي الْقَاضِيْ يُخْطِئُ)

৩. হজরত ইবনে বরাইদাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবি (সা.) বলেছেন, 'তিন প্রকার বিচারক রয়েছেন তার মাঝে এক প্রকার জান্নাতে যাবে, বাকি দুই প্রকার জাহান্নামে যাবে। যে বিচারক জান্নাতে যাবে সে হলো এমন, প্রকৃত সত্য সে জানতে পেরেছে অতঃপর তদনুযায়ী বিচার ও ফায়সালা করেছে। যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্যকে জানতে পেরেও ফায়সালার ক্ষেত্রে অবিচার করেছে সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা সত্ত্বেও জনগণের মাঝে বিচার করেছে সেও জাহান্নামে যাবে।' (আবু দাউদ : বাবু ফিল কাদি ইয়ুখতি, ইফা-৩৫৩৫) [সনদের মান : সহিহ/হাসান]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِذَا تَقَاضٰى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتّٰى تَسْمَعَ كَلَامَ الْاٰخَرِ فَسَوْفَ تَدْرِيْ كَيْفَ تَقْضِيْ قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ (التِرْمِذِيّ : بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِيْ لَا يَقْضِيْ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَهُمَا)

৪. হজরত আলি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেছেন, 'যখন তোমার নিকট কোনো দু'ব্যক্তি বিচার লাভের আশা করে, তখন তুমি দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা শোনা ব্যতীত প্রথম ব্যক্তির ক্ষেত্রে রায় দেবে না। কেননা অচিরেই (কিয়ামতের দিন) তুমি জানতে পারবে তুমি কেমন ফায়সালা করেছ। আলি (রা.) বলেন, এরপর থেকে আমি এভাবেই বিচার করতাম।' (তিরমিজি : বাবু মা জাআ ফিল কাদি লা ইয়াকদ্বি বাইনাল খাসমাইনি হাত্তা ইয়াসমাআ কালামাহুমা, ইফা-১৩৩৫)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (الْبُخَارِيّ : بَابُ حَدِيْثِ الْغَارِ، مُسْلِمٌ : بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيْفِ)

৫. হজরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, 'কুরাইশগণ একদা মাখজুমি গোত্রের এক মহিলার অবস্থার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল। ওই মহিলাটি চুরি করেছিল। (তারা পরস্পর বলাবলি করছিল) এই মহিলার ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর নিকট কে কথা বলবে? অতঃপর তারা বলল, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় পাত্র ওসামা বিন জায়েদ ব্যতীত আর কে এ কথা বলার সাহস করতে পারে? অতঃপর ওসামা (রা.) এ ব্যাপারে রাসূল এর সাথে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি কি আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করছ? অতঃপর রাসূল (সা.) দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। আর বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে শুধু এই কারণেই। যখন তাদের সম্ভ্রান্ত কেউ চুরি করত, তাকে তারা ছেড়ে দিত আর দুর্বল (নিচু বংশের) কেউ চুরি করলে তার ওপর শাস্তি কার্যকর করত। (জেনে রাখো) আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মদ (সা.)-এর মেয়ে ফাতেমাও (আজ) চুরি করত, আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।' (বুখারি : বাবু

হাদিসুল গারি, ইফা-৩২২৯, মুসলিম : বাবু ক্বতহিস সারিকিস শারিফ, ইফা-৪২৬৩)

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ تُرْسِلُنِيْ وَأَنَا حَدِيْثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِيْ بِالْقَضَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللهَ سَيَهْدِىْ قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتّٰى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرٰى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِيْ قَضَاءٍ بَعْدُ (أَبُوْ دَاودَ: بَابُ كَيْفَ الْقَضَاءُ)

৬. হজরত আলি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে ইয়ামানে বিচারক হিসেবে পাঠালেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন, অথচ আমার বয়স কম, বিচারকার্য পরিচালনার জ্ঞান নেই। অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন আর তোমার জিহ্বাকে দৃঢ় করবেন। আর যখন দুই পক্ষ তোমার সামনে বিচারের জন্য বসবে, তা কখনোই দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা শোনা ব্যতীত রায় দেবে না, যেমন তুমি প্রথম ব্যক্তির কথা শুনেছ। এরূপ করলে তোমার নিকট সঠিক বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। আলি (রা.) বলেন, এরপর থেকে আমি এভাবেই ফায়সালা করেছি অথবা এরপর থেকে কোনো বিচারেই আমাকে সন্দেহের সম্মুখীন হতে হয়নি।' (আবু দাউদ : বাবু কাইফাল কাদাউ, ইফা-৩৫৪৪)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ وَ شَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهُ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (الْبُخَارِيّ : بَابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِيْنِ، مُسْلِمٌ : بَابُ فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ)

৭. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'কিয়ামতের দিন সাত শ্রেণির লোককে আল্লাহ তাআলা তাঁর ছায়ায় স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়াই থাকবে না– ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক ২. যে যুবক আল্লাহর ইবাদাতের মধ্যেই বেড়ে ওঠে ৩. এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে ঝুলন্ত থাকে ৪. যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য তারা মিলিত হয় এবং আল্লাহর জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় ৫. ওই ব্যক্তি যাকে কোনো সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী মহিলা (খারাপ কাজের জন্য) আহ্বান করে, কিন্তু সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি ৬. এমন ব্যক্তি যে দান করে তা গোপন করে এমনকি তার বাম হাত জানে না, ডান হাত কী দান করে ৭. যে লোক নিভৃতে একাকী আল্লাহকে স্মরণ করে দু-চোখে অশ্রু ঝরায় ।' (বুখারি : বাবুস সদকাতি বিল ইয়ামিন, ইফা-১৩৪০, মুসলিম : বাবু ফাদলি ইখফায়িস সদাকাতি, ইফা-২২৫২)

৫৮. ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি : اَلسِّيَاسَةُ الْخَارِجِيَّةُ فِي الْإِسْلَامِ

আল কুরআন

وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ۝

১. 'আর তোমরা ইয়াতিমের সম্পদের কাছে যেয়ো না সুন্দরতম পন্থা ছাড়া, যতক্ষণ না সে বয়সের পূর্ণতায় উপনীত হয়। আর অঙ্গীকার পূর্ণ করো, নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' (সূরা বনি ইসরাইল-১৭ : ৩৪)

وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝

২. 'আর যারা নিজেদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্নবান।' (সূরা মু'মিনুন-২৩ : ৮)

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ لَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ۝

৩. 'যে ব্যক্তি জানে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাজিল হয়েছে, তা সত্য, সে কি তার মতো, যে অন্ধ? বুদ্ধিমানরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না।' (সূরা রা'দ-১৩ : ১৯-২০)

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ عِنْدَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

৪. 'কিভাবে মুশরিকদের জন্য অঙ্গীকার থাকবে আল্লাহর কাছে ও তাঁর রাসূলের কাছে? অবশ্য যাদের সাথে মসজিদে হারামে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছ তাদের কথা আলাদা। অতএব যতক্ষণ তারা তোমাদের জন্য ঠিক

থাকে, ততক্ষণ তোমরাও তাদের জন্য ঠিক থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।' (সূরা তাওবা-৯ : ৭)

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّ لَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ○

৫. 'তবে মুশরিকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছ, অতঃপর তারা তোমাদের সাথে কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তোমরা তাদের দেওয়া চুক্তি তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।' (সূরা তাওবা-৯ : ৪)

وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ○

৬. 'আর যদি তারা তাদের অঙ্গীকারের পর তাদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে কটূক্তি করে, তাহলে তোমরা কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, নিশ্চয়ই তাদের কোনো কসম নেই, যেন তারা বিরত হয়।' (সূরা তাওবা-৯ : ১২)

আল হাদিস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ (البُخَارِيُّ : بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بِنَفْسِهِ)

১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে আল্লাহর প্রতি ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও পরকাল দিবসের প্রতি

বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন কল্যাণকর কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে।' (বুখারি : বাবু ইকরামিদ দয়ফি ওয়া খিদমাতিহু ইয়্যাহু বিনাফসিহি, ইফা-৫৭০৬)

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلٰى جَارِهٖ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ (مُسْلِمٌ : بَابُ الْحَثِّ عَلٰى إِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْفِ)

২. হজরত আবু শুরাইহিল খুজায়ি (রা.) থেকে বর্ণিত। নবি কারিম (সা.) বলেছেন, 'যে আল্লাহর প্রতি ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন কল্যাণকর কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে।' (মুসলিম : বাবুল হাসসি আলা ইকরামিল জারি ওয়াদ দইফি, ইফা-৭১৮০)

عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّوْمِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيْرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتّٰى إِذَا انْقَضَي الْعَهْدُ غَزَاهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلٰى فَرَسٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ فَنَظَرُوْا فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدُّ عُقْدَةً وَلَا يَحُلُّهَا حَتّٰى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ، فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ (أَبُوْ دَاودُ: بَابٌ فِي الْإِمَامِ يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ عَهْدٌ، الترمذي: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَدْرِ)

৩. হজরত সুলায়েম ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'হজরত মুয়াবিয়া ও রোমবাসীদের মাঝে একটি চুক্তি লিপিবদ্ধ ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ

না হতেই মুয়াবিয়া (রা.) তার বাহিনী নিয়ে রোম সীমান্তের দিকে রওয়ানা করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই তিনি তাদের ধাওয়া করবেন। পথিমধ্যে তার নিকট উপস্থিত হলো এক ঘোড়সাওয়ার। তিনি বলছেন, আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। চুক্তি রক্ষা করো, চুক্তি ভঙ্গ করো না। তার দিকে তাকাতেই মুয়াবিয়া (রা.) দেখলেন, তিনি আমর বিন আবাসা (রা.) । মুয়াবিয়া (রা.) বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যার সাথে কোনো সম্প্রদায়ের চুক্তি হয়, তার পক্ষে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে তাতে কোনো পরিবর্তন সাধন করা বৈধ নয়। তারপরে এটাও বৈধ নয় যে সে চুক্তি শত্রুর পক্ষে নিক্ষেপ করবে। হাদিস শুনে মুয়াবিয়া (রা.) তার সৈন্য নিয়ে ফিরে আসলেন।' (আবু দাউদ : বাবুন ফিল ইমামি ইয়াকুনু বাইনাহু ওয়া বাইনাল আদুব্বি আহদুন, ইফা-২৭৫০, তিরমিজি : ইফা-১৫৮৬)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لَا تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ كُنْتَ رَسُوْلًا لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ اُمْحُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا أَنَا بِالَّذِيْ أَمْحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ وَصَالَحَهُمْ عَلٰى أَنْ يَّدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُوْهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ فَسَأَلُوْهُ مَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ فَقَالَ اَلْقِرَابُ بِمَا فِيْهِ (الْبُخَارِيُّ : بَابٌ كَيْفَ يَكْتُبُ هٰذَا مَا صَالَحَ، مُسْلِمٌ : بَابُ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ)

৪. হজরত বারা ইবনে আজেব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যখন রাসূল (সা.) হুদাইবিয়ার সন্ধিতে সন্ধিবদ্ধ হলেন, তখন হজরত আলি ইবনে আবি তালিব (রা.) সন্ধির বিষয়গুলো লিখলেন। আর তিনি লিখলেন, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)' মুশরিকরা (আপত্তি তুলে) বলল, মুহাম্মাদুর

রাসূলুল্লাহ বাক্যটি লিখবে না। যদি তুমি রাসূলই হয়ে থাক, তাহলে তো আমরা তোমার সাথে লড়াই করতাম না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) আলি (রা.)-কে বললেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বাক্যটি মুছে ফেলো। আলি (রা.) বললেন, এটা মুছে ফেলার মতো এমন কাজ আমি পারব না। অতঃপর রাসূল (সা.) তাঁর নিজ হাত দ্বারা 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অংশটি মুছে ফেললেন। আর তাদের সাথে এই মর্মে সন্ধিবদ্ধ হলেন যে, তিনি এবং তাঁর সাহাবিগণ তিন দিনের বেশির জন্য মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না, আর সাথে কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।' (বুখারি : বাবুন কাইফা ইয়াকতবু হাযা মা সলাহা, ইফা-২৫১৮, মুসলিম : বাবু সুলহিল হুদাইবিয়াতি, ইফা-৪৪৭৮)

৫৯. ইসলামী সরকারের দায়িত্ব : وَاجِبَةُ الْحُكُوْمَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ

আল কুরআন

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝

১. 'তারা এমন যাদের আমি জমিনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, জাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে।' (সূরা হজ-২২ : ৪১)

وَ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ ؕ وَ يَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَ كُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ۝ وَ جَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۝ۙ

২. আর তাদের আমি নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাত। আমি তাদের প্রতি সৎকাজ করার, সালাত কায়েম করার এবং জাকাত প্রদান করার জন্য অহি প্রেরণ করেছিলাম। আর তারা আমারই ইবাদাত করত।' (সূরা আম্বিয়া-২১ : ৭৩)

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

৩. 'আল্লাহ সুবিচার, বদান্যতা ও নিকটাত্মীয়ের হক আদায় করার আদেশ দিচ্ছেন এবং বেহায়াপনা, নিষিদ্ধ কাজ ও জুলুম করা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি তোমাদের নসিহত করছেন যাতে তোমরা উপদেশ নিতে পারো।' (সূরা নাহল-১৬ : ৯০)

وَ اِنْ طَآىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ اَقْسِطُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

৪. ‘আর যদি মুমিনদের দুদল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করো এবং ন্যায়বিচার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন।’ (সূরা হুজুরাত-৪৯ : ৯)

আল হাদিস

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِيْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِه (مُسْلِمٌ : بَابُ فَضِيْلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوْبَةِ الْجَائِرِ)

১. হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনো কাজের তত্ত্বাবধায়ক হয় অতঃপর সে তাদের প্রতি কঠোরতা করল, তুমিও তার প্রতি কঠোরতা করো। পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনো কাজের তত্ত্বাবধায়ক হয়, অতঃপর সে তাদের প্রতি নরম ও কোমল আচরণ করে তুমিও তার প্রতি কোমল আচরণ করো।’ (মুসলিম : বাবু ফাদিলাতিল ইমামিল আদিল, ইফা-৪৫৭১)।

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ عَنْ أُوْلِي الضَّعْفَةِ وَالْحَاجَةِ اِحْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مُسْنَدُ أَحْمَدَ : حَدِيْثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ)

২. হজরত মুয়াজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের কোনো বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলো, অতঃপর সে দুর্বল ও নিঃস্বদের থেকে (সাহায্য করা থেকে) বিমুখ থাকল, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলাও তার থেকে বিমুখ থাকবেন।' (মুসনাদে আহমদ : হাদিসু মুয়াজুবনু জাবালিন, মা . শা-২১০৬১)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا فَغَشَّهُمْ فَهُوَ فِي النَّارِ (اَلْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ لِلطَّبْرَانِيْ : مِنْ اِسْمِهِ الْحُسَيْنِ)

৩. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোনো বিষয়ে দায়িত্বশীল নিযুক্ত হলো, অতঃপর সে বিশ্বাসঘাতকতা করল, তাহলে সে জাহান্নামি।' (আল মুজামুল আওসাতি লিত তাবরানি; মিন ইসমাহিল হোসাইনি, মা. শা-৩৬১৫)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيْرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (اَلْبُخَارِيُّ : بَابُ الْمَرْأَةِ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا، مُسْلِمٌ : بَابُ فَضِيْلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُبَةِ الْجَارِ)

৪. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর তোমাদের প্রত্যেককেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। শাসক সে দায়িত্বশীল, পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, স্ত্রী তার স্বামীর ঘর ও তার সন্তানাদির দায়িত্বশীলা অতঃপর (জেনে রাখো) তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর সকলকেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।' (বুখারি : বাবু আল মারআতু রায়িয়াতুন ফি বাইতি যাওজিহা, ইফা-৪৮২১, মুসলিম: ইফা-৪৫৭৩)

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ : لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِيْ حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (مُسْلِمٌ : بَابُ اِسْتِحْقَاقِ الْوَالِيْ الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ النَّارَ)

৫. হজরত মাকাল ইবনে ইয়াসার মুজান্নি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যদি আমি জানতাম আমি বেঁচে থাকব তাহলে আমি তোমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করতাম না। নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তার কোনো বান্দাহকে প্রজাসাধারণের তত্ত্বাবধায়ক বানানোর পর সে যদি তাদের সাথে প্রতারণা করে থাকে, তবে সে যেদিনই মৃত্যুবরণ করুক, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।' (মুসলিম : বাবু ইস্তিহকাকিল ওয়ালিল গাশশি লিরাইয়াতিহি আন্নারা, ইফা-২৬১)

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاكْرَهُوْا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوْا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ (مُسْلِمٌ : بَابُ خِيَارِ الْأَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ)

৬. হজরত আওফ ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের নেতাদের মধ্যে তারা সর্বোত্তম, তোমরা যাদের ভালোবাস এবং তারাও তোমাদের ভালোবাসে। তারা তোমাদের জন্য দুআ করে, আর তোমরাও তাদের জন্য দুআ করে থাক। আর তোমাদের নেতাদের মধ্যে তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যাদের তোমরা অপছন্দ করো আর তারাও তোমাদের ঘৃণা করে থাকে। তোমরা তাদের

অভিসম্পাত দিয়ে থাক আর তারাও তোমাদের অভিসম্পাত দেয়। (সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে) বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমরা কি ওই খারাপ লোকদেরকে তরবারি দিয়ে শায়েস্তা করব? অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন, না। যতক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে নামাজ কায়েম করে থাকে, ততক্ষণ তা করবে না। আর যখন তোমরা তোমাদের নেতাদের মাঝে এমন কিছু দেখবে, যা তোমাদের কষ্ট দিচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের কাজকে অপছন্দ করো তবে আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিও না।' (মুসলিম : বাবু খিয়ারিল আইম্মাতি ওয়া শিরারিহিম, ইফা-৪৬৫১)

৬০. ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ : اَلْعَلْمَانِيَّةُ

আল কুরআন

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا○ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا○ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَ اتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَ رُسُلِيْ هُزُوًا○

১. '(তাদের) বলুন, আমি কি তোমাদের বলবো নিজেদের কর্মের ব্যাপারে সবচেয়ে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত কারা? (তারা হলো ওইসব লোক) দুনিয়ার জীবনে যাদের সকল চেষ্টা-সাধনা ভুল পথে চলেছে এবং যারা মনে করে, তারা সবকিছু ঠিকই করছে। এরাই ওইসব লোক যারা তাদের রবের আয়াতসমূহকে মানতে অস্বীকার করেছে এবং তার সাথে সাক্ষাতের কথা বিশ্বাস করে না। এর ফলে তাদের সকল আমল বরবাদ হয়ে গিয়েছে। কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোনো গুরুত্বই দেবো না। তারা যে কুফরি করেছে এবং আমার আয়াত ও আমার রাসূলকে হাসি-ঠাট্টার পাত্র বানিয়েছে এর কারণে তাদের জন্য বদলা হিসেবে দোজখ রয়েছে।' (সূরা কাহফ-১৮ : ১০৩-১০৬)

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ○

২. 'আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ৮৫)

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ۫ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ؕ وَ اِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ

ذٰلِكَ مِنۡكُمۡ اِلَّا خِزۡیٌ فِی الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا ۚ وَ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ یُرَدُّوۡنَ اِلٰۤی اَشَدِّ الۡعَذَابِ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ○

৩. 'অতঃপর তোমরাই তো তারা, যারা নিজেদের হত্যা করছ এবং তোমাদের মধ্য থেকে একটি দলকে তাদের গৃহ থেকে বের করে দিচ্ছ; পাপ ও সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে সহায়তা করছ। আর তারা যদি বন্দি হয়ে তোমাদের নিকট আসে, তোমরা মুক্তিপণ দিয়ে তাদের মুক্ত করো। অথচ তাদের বের করা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখো আর কিছু অংশ অস্বীকার করো? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদের কঠিনতম আজাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।' (সূরা বাকারা-২ : ৮৫)

اَفَغَیۡرَ دِیۡنِ اللّٰهِ یَبۡغُوۡنَ وَ لَهٗۤ اَسۡلَمَ مَنۡ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ طَوۡعًا وَّ كَرۡهًا وَّ اِلَیۡهِ یُرۡجَعُوۡنَ ○

৪. 'তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে? অথচ আসমানসমূহ ও জমিনে যা আছে তা তাঁরই আনুগত্য করে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এবং তাদের তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ৮৩)

আল হাদিস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهُ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ (أَحْمَدُ : مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ)

১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'তিনটি বিষয় যার মাঝে থাকবে, সে মুনাফিক যদিও সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, নিজেকে মুসলমান বলে দাবিও করে। ১. সে যখন কথা

বলে মিথ্যা বলে ২. যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে ৩. আর যখন আমানত রাখা হয়, তখন খেয়ানত করে।' (আহমদ : মুসনাদে আবি হুরায়রা, মা . শা-১০৫০৪)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ وَقَالَ إِنِّيْ مُسْلِمٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ (مُسْنَدُ أَبِيْ يَعْلَى الْمُوْصِلِيّ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ)

২. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'তিনটি বিষয় যার মাঝে থাকবে সে মুনাফিক। যদিও সে রোজা রাখে, নামাজ পড়ে, হজ করে, ওমরাহ করে এবং বলে অবশ্যই আমি মুসলমান এরপরও সে মুনাফিক। ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ২. যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে, ৩. আর যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় খেয়ানত করে।' (মুসনাদে আবি ইয়ালা আল মুওসাল : সালাসুন মান কুন্না ফিহি ফাহুয়া মুনাফিকুন, মা. শা-৩৯৮৮)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : 'ايَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ (البُخَارِيّ : بَابُ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ، مُسْلِمٌ : بَابُ بَيَانِ خِصَالِ الْمُنَافِقِ)

৩. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ২. যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে, ৩. আর যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, তখন খেয়ানত করে। (বুখারি : ইফা-৩২, মুসলিম : ইফা-১১৫)

৬১. বিবাহ : اَلنِّكَاحُ

আল কুরআন

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِیْۤ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ نِسَآىِٕكُمْ وَ رَبَآىِٕبُكُمُ الّٰتِیْ فِیْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآىِٕكُمُ الّٰتِیْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ؗ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ ؗ وَ حَلَآىِٕلُ اَبْنَآىِٕكُمُ الَّذِیْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَیْنَ الْاُخْتَیْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِیْمًاۙ۝ وَّ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ ۚ وَ اُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِیْنَ غَیْرَ مُسٰفِحِیْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِیْضَةً ؕ وَ لَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیْمَا تَرٰضَیْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِیْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِیْمًا حَكِیْمًا۝

১. ‘তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদের, তোমাদের মেয়েদের, তোমাদের বোনদের, তোমাদের ফুফুদের, তোমাদের খালাদের, ভাতিজিদের, ভাগনি, তোমাদের সে সব মাতাকে যারা তোমাদের দুধপান করিয়েছে, তোমাদের দুধবোনদের, তোমাদের শাশুড়িদের, তোমরা যেসব স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছ সেসব স্ত্রীর অপর স্বামী থেকে যেসব কন্যা তোমাদের কোলে রয়েছে তাদের, আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলিত না হয়ে থাকো তবে তোমাদের ওপর কোনো পাপ নেই এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদের এবং দুই বোনকে একত্র করা (তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে)। তবে অতীতে যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন কথা। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর (হারাম করা হয়েছে) নারীদের মধ্য থেকে সধবাদের। তবে তোমাদের হাত যাদের মালিক হয়েছে তারা ছাড়া। এটি তোমাদের ওপর আল্লাহর বিধান এবং এরা ছাড়া সকল নারীকে তোমাদের

জন্য হালাল করা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের অর্থের বিনিময়ে তাদের চাইবে বিবাহ করে, অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়ে নয়। সুতরাং তাদের মধ্যে তোমরা যাদের ভোগ করেছ তাদের নির্ধারিত মোহর দিয়ে দাও। আর নির্ধারণের পর যে ব্যাপারে তোমরা পরস্পর সম্মত হবে তাতে তোমাদের ওপর কোনো অপরাধ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা নিসা-৪ : ২৩-২৪)

وَ اَنۡکِحُوا الۡاَیَامٰی مِنۡکُمۡ وَ الصّٰلِحِیۡنَ مِنۡ عِبَادِکُمۡ وَ اِمَآئِکُمۡ ؕ اِنۡ یَّکُوۡنُوۡا فُقَرَآءَ یُغۡنِهِمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیۡمٌ ○

২. 'আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।' (সূরা নুর-২৪ : ৩২)

وَ لۡیَسۡتَعۡفِفِ الَّذِیۡنَ لَا یَجِدُوۡنَ نِکَاحًا حَتّٰی یُغۡنِیَهُمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ وَ الَّذِیۡنَ یَبۡتَغُوۡنَ الۡکِتٰبَ مِمَّا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُکُمۡ فَکَاتِبُوۡهُمۡ اِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِیۡهِمۡ خَیۡرًا ٭ۖ وَّ اٰتُوۡهُمۡ مِّنۡ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِیۡۤ اٰتٰىکُمۡ ؕ وَ لَا تُکۡرِهُوۡا فَتَیٰتِکُمۡ عَلَی الۡبِغَآءِ اِنۡ اَرَدۡنَ تَحَصُّنًا لِّتَبۡتَغُوۡا عَرَضَ الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا ؕ وَ مَنۡ یُّکۡرِهۡهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنۡۢ بَعۡدِ اِکۡرَاهِهِنَّ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ○

৩. 'আর যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদের নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে। আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায় তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি করো, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলে জানতে পারো এবং আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদের দাও। তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের কামনায় তাদের ব্যভিচারে বাধ্য করো না। আর যারা তাদের বাধ্য করবে, নিশ্চয়ই তাদের বাধ্য করার পর আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।' (সূরা নুর-২৪ : ৩৩)

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَ
رُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا ؕ۝

৪. ‘আর যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, ইয়াতিমদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা বিয়ে করো নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে; দুটি, তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয় করো যে, তোমরা সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি অথবা তোমাদের হাত যার মালিক হয়েছে। এটা অধিকতর নিকটবর্তী যে, তোমরা জুলুম করবে না।’ (সূরা নিসা-৪ : ৩)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً
وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

৫. ‘আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।’ (সূরা রুম-৩০ : ২১)

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا
مَّرِيْٓـًٔا ۝

৬. ‘আর তোমরা নারীদের সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তিসহকারে খাও।’ (সূরা নিসা-৪ : ৪)

আল হাদিস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (مُسْلِمٌ : بَابُ اِسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ)

১. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখ, তোমরা বিবাহ করো। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। আর যে ব্যক্তি বিবাহের (ভরণ পোষণের) সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোজা রাখে। কেননা রোজা কামভাব দমনে সহায়ক।' (মুসলিম : বাবু ইস্তিহবাবিন নিকাহি লিমান তাকাত নাফসুহু, ইফা-৩২৭০)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله ﷺ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (الْبُخَارِيُّ : بَابُ الْأَكْفَاءِ فِي الدِّيْنِ، مُسْلِمُ : بَابُ اِسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّيْنِ)

২. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, '(স্বাভাবিকভাবে) মহিলাদের চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করা হয়। ১. তার সম্পদ ২. বংশ মর্যাদা ৩. সৌন্দর্য ৪. তার দ্বীনদারি। তবে তোমরা দ্বীনের বিষয়টিকে প্রাধান্য দাও তাহলে তোমাদের কল্যাণ হবে।' (বুখারি : বাবু আকাফা ফিদ দ্বীন, ইফা-৪৭১৯, মুসলিম : ইফা-৩৫০৪)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (مُسْلِمٌ : بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ)

৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু সম্পদস্বরূপ। আর দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হলো সতী স্বাধ্বী, নেককার স্ত্রী।' (মুসলিম : ইফা-৩৫১২)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ اَلْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ (التِرْمِذِيّ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْمُجَاهِدِ وَالنَّاكِحِ وَالْمُكَاتَبِ وَعَوْنِ اللهِ إِيَّاهُمْ)

৪. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ তাআলার স্বীয় দায়িত্ব। ১. আল্লাহর পথের মুজাহিদ ২. ওই চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস যে তার দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে চায় ৩. ওই বিবাহিত ব্যক্তি যে চরিত্র সংরক্ষণের জন্য বিয়ে করে।' (তিরমিজি : বাবু মা জাআ ফি মুজাহিদি ওয়ান নাকিহি ওয়াল মুকাবি ওয়া আওনিল্লাহি ইয়য়াহুম, ইফা-১৬৬১)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ ﷺ : إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَايَدْعُوْهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (أَبُوْ دَاودُ: بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَنْظُرَ إِلَى الْمَرْأَةِ وَهُوَ يُرِيْدُ تَزْوِيْجَهَا)

৫. হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করবে, সম্ভব হলে সে যেন এমন বিষয় দেখে নেয় যা তার বিয়ের পথকে সুগম করে।' (আবু দাউদ : বাবু ফির রাজুলি ইয়ানজুরু ইলাল মারআতি ওয়া হুয়া ইউরিদু তাজভিজাহা, ইফা-২০৭৮)

৬২. জেনা-ব্যভিচারের শাস্তি : حَدُّ الزِّنَا

আল কুরআন

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤی اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ○

১. 'আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয়ই তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।' (সূরা বনি ইসরাইল-১৭ : ৩২)

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

২. 'বলো, এসো, তোমাদের ওপর তোমাদের রব যা হারাম করেছেন, তা তিলাওয়াত করি যে, তোমরা তার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না এবং মা-বাবার প্রতি ইহসান করবে আর দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমিই তোমাদের রিজিক দিই এবং তাদেরও। আর অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না- তা থেকে যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে। আর বৈধ কারণ ছাড়া তোমরা সেই প্রাণকে হত্যা করো না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন। এগুলো আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।' (সূরা আনআম-৬ : ১৫১)

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৩. 'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশটি করে বেত্রাঘাত করো। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাকো

তবে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের পেয়ে না বসে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের আজাব প্রত্যক্ষ করে।' (সূরা নুর-২৪ : ২)

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَاۤ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ○

৪. 'ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণী কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের ওপর এটা হারাম করা হয়েছে।' (সূরা নুর-২৪ : ৩)

وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّ لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৫. 'আর যারা সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসে না, তবে তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসিক।' (সূরা নুর-২৪ : ৪)

আল হাদিস

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ : بَايِعُوْنِيْ عَلٰى أَنْ لَّا تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا وَقَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ كُلَّهَا. فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِه فَهُوَ كَفَّارَتُه وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَه وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ (الْبُخَارِيُّ : اَلْحُدُوْدُ كَفَّارَةٌ)

১. হজরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরা নবি (সা.) এর নিকট এক মজলিসে বসা ছিলাম। অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন, তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বাইয়াত করো যে, আল্লাহর সাথে কিছু শিরক করবে না, তোমরা চুরি করবে না, তোমরা জেনা করবে না।

অতঃপর তিনি এই আয়াত পুরোটা পাঠ করলেন, অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেহ (এ সকল অঙ্গীকার) পূর্ণ করবে তার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোনো একটিতে লিপ্ত হবে, সে এর জন্য দুনিয়াতে শাস্তি ভোগ করবে এবং এই শাস্তি হবে তার কাফফারা। আর যে ব্যক্তি এর কোনো একটিতে লিপ্ত হবে, অতঃপর আল্লাহ তার বিষয়টি গোপন রাখলেন, ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন।' (বুখারি : বাবু আল হুদুদু কাফফারাতুন, ইফা-৬৩২৭)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ اَلشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ (البُخَارِيّ : بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالى إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا، مُسْلِمٌ : بَابُ بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا)

২. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মকমূলক কাজ থেকে বিরত থাকো। সাহাবায়ে কেরামগণ (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) সেগুলো কী কী? তিনি (সা.) বললেন, ১. আল্লাহর সাথে শিরক করা ২. জাদুটোনা করা ৩. আল্লাহ যে প্রাণকে হত্যা করা হারাম করেছেন অন্যায়ভাবে তা হত্যা করা ৪. সুদ খাওয়া ৫. ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা ৭. সতী সাধ্বী, সহজ সরলা মুমিন নারীর ব্যাপারে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।' (বুখারি : বাবু কাওলিল্লাহি তাআলা 'ইন্নাল্লাজিনা ইয়াকুলুনা আমওয়ালাল ইয়াতামা জুলমান.....' ইফা-২৫৭৮; মুসলিম: বাবু বায়ানিল কাবাইরি ওয়া আকবারিহা, ইফা-১৬৪)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَنِكْتَهَا. لَا يَكْنِيْ قَالَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ (البُخَارِيّ: بَابُ هَلْ يَقُوْلُ الْإِمَامُ لِلْمُقِرِّ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ اَوْ غَمَزْتَ)

৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যখন মায়েজ ইবনে মালেক (রা.) নবি কারিম (সা.) এর নিকট (জেনার আত্মস্বীকৃতি নিয়ে) এলেন, রাসূল (সা.) তাকে বললেন, সম্ভবত তুমি চুম্বন করেছ, অথবা আঁচড় কেটেছ অর্থাৎ স্পর্শ করেছ, অথবা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছ। তিনি বললেন, না ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)। রাসূল (সা.) বলেছেন, তাহলে তুমি কি তার সাথে সহবাস করেছ? রাসূল (সা.) এটা কোনো ইঙ্গিত ছাড়াই জিজ্ঞেস করেছেন। অতঃপর তাকে পাথর মারার আদেশ দিলেন।’ (বুখারি : বাবু হাল ইয়াকুল ইমামু লিল মুকিররি লাআল্লাকা লামাছতা, আও গামাজতা, ইফা-৬৩৬৬)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلٰى مِنَ الزِّنٰى فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَلِيَّهَا قَالَ أَحْسِنْ اِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِيْ بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَه عُمَرُ تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ تَعَالٰى (مُسْلِمٌ : بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلٰى نَفْسِهِ بِالزِّنٰى)

৪. হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.) বর্ণনা করেন, জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা নবি কারিম (সা.)-এর নিকট এমন অবস্থায় আসল যে, সে ব্যভিচারের মাধ্যমে গর্ভধারণ করেছে। অতঃপর সে বলল, হে আল্লাহর নবি (সা.); আমি হদের (জেনার শাস্তির) উপযোগী হয়েছি, সুতরাং আপনি

আমার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করুন। অতঃপর নবি (সা.) মহিলার অভিভাবককে ডেকে বললেন, তার সাথে ভালো ব্যবহার করো। আর যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ করবে তখন তাকে (মহিলাকে) আমার কাছে নিয়ে আসবে। অভিভাবক এমনই করল। অতঃপর নবি কারিম (সা.) আদেশ করলেন, অতঃপর তার ওপর তার কাপড়কে বেঁধে দেওয়া হলো, তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হলো। (সে মারা গেলে) অতঃপর রাসূল (সা.) তার জানাযার নামাজ পড়ালেন। ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর নবি! আপনি এমন ব্যক্তির জানাজা পড়লেন? অথচ সে জেনা করেছে! রাসূল (সা.) বললেন, এই মহিলা এমন তাওবা করেছে, যদি তা মদিনার সত্তরটি পরিবারের মধ্যেও বন্টন করে দেওয়া হয় তবুও তা তাদের তাওবার জন্য যথেষ্ট হবে। আর তুমি কি এর চাইতে উত্তম কোনো তাওবা পাবে; যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে শেষ করে দিয়েছে।' (মুসলিম : বার মান ইতিরাফা আলা নাফসিহি বিজ জেনা, ইফা-৪২৮৪)

৬৩. জন্মনিয়ন্ত্রণ : ضَبْطُ الْوِلَادَةِ

আল কুরআন

وَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ○

১. 'আর জমিনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহরই এবং তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল ও সমাধিস্থল। সবকিছু আছে স্পষ্ট কিতাবে।' (সূরা হুদ-১১ : ৬)

وَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا○

২. 'অভাব-অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তাদের রিজিক দিই এবং তোমাদেরও। নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা মহাপাপ।' (সূরা বনি ইসরাইল-১৭ : ৩১)

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِيْنَ○ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُه وَمَا نُنَزِّلُه إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوْمٍ○

৩. 'আর তাতে তোমাদের জন্য এবং তোমরা যার রিজিকদাতা নও তাদের জন্য রেখেছি জীবনোপকরণ। আর প্রতিটি বস্তুরই ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে আমার কাছে এবং আমি তা অবতীর্ণ করি কেবল নির্দিষ্ট পরিমাণে।' (সূরা হিজর-১৫ : ২০-২১)

وَ كَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَ اِيَّاكُمْ ۖ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ○

৪. 'আর এমন কত জীব–জন্তু রয়েছে, যারা নিজেদের রিজিক নিজেরা সঞ্চয় করে না, আল্লাহই তাদের রিজিক দেন এবং তোমাদেরও। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।' (সূরা আনকাবুত-২৯ : ৬০)

وَ اِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۝

৫. ‘আর যখন সে ফিরে যায়, তখন জমিনে প্রচেষ্টা চালায় তাতে ফাসাদ করতে এবং ধ্বংস করতে শস্য ও প্রাণী। আর আল্লাহ ফাসাদ ভালোবাসেন না।’ (সূরা বাকারা-২ : ২০৫)

وَّ لَاُضِلَّنَّهُمْ وَ لَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا۝ؕ

৬. ‘(শয়তান আল্লাহর সাথে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিল) আর অবশ্যই আমি তাদের পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দেবো এবং অবশ্যই তাদের আদেশ দেবো, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদের আদেশ করব, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে। আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হলো।’ (সূরা নিসা-৪ : ১১৯)

আল হাদিস

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ فَسَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ ﷺ فَقَالَ أَوَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ؟ قَالَهَا ثَلَاثًا. مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ (الْبُخَارِيّ : بَابُ الْعَزْلِ)

১. হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আমাদের হাতে কিছু সংখ্যক দাসী এলো আর আমরা আজল করতাম। আমরা এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, তোমরা কি এরূপ করো? এ কথা তিনি তিনবার বললেন। (জেনে রাখো) কিয়ামত পর্যন্ত যেসব

শিশুর জন্ম নির্ধারিত আছে, তারা তো জন্মগ্রহণ করবেই।' (বুখারি : বাবুল আজলি, ইফা-৪৮৩০)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ : مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُوْنُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ (مُسْلِمٌ : بَابُ حُكْمِ الْعَزْلِ)

২. হজরত আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.)-কে আজল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সবটুকু পানিতে (বীর্য) সন্তান সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ তাআলা যখন কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন কোনো কিছুই উহা রোধ করতে পারে না।' (মুসলিম : বাবু হুকমিল আলি, ইফা-৩৪২৩)

৬৪. আত্মশুদ্ধি : تَزْكِيَةُ النَّفْسِ

আল কুরআন

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝

১. ‘সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে পবিত্রতা লাভ করেছে ও আপন রবের নাম স্মরণ করেছে এবং তারপর নামাজ পড়েছে।’ (সূরা আ’লা-৮৭ : ১৪-১৫)

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝

২. ‘অবশ্যই সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে তার (নাফসকে) পরিশুদ্ধ করেছে। আর সে-ই বিফল হয়েছে, যে তাকে দাবিয়ে দিয়েছে।’ (সূরা শামস-৯১ : ৯-১০)

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّ نَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ۝

৩. ‘আপনি বলুন, আল্লাহর রং ধারণ করো। তাঁর রং থেকে আর কার রং বেশি সুন্দর হতে পারে? আমরা তাঁরই দাসত্ব করে চলেছি।’ (সূরা বাকারা-২ : ১৩৮)

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

৪. ‘তাদের সম্পদ থেকে সদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদের তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দুআ করো, নিশ্চয়ই তোমার দুআ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’ (সূরা তাওবা-৯ : ১০৩)

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

৫. ‘তিনিই উম্মিদের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তেলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র করে এবং

তাদের শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহিতে ছিল।' (সূরা জুমুআ-৬২ : ২)

اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۝ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝

৬. 'নিশ্চয়ই রাত-জাগরণ আত্মসংযমের জন্য অধিকতর প্রবল এবং স্পষ্ট বলার জন্য অধিকতর উপযোগী। নিশ্চয়ই তোমার জন্য দিনের বেলায় রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। আর তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ করো এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি নিমগ্ন হও।' (সূরা মুজ্জাম্মিল-৭৩ : ৬-৮)

আল হাদিস

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اِسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِه مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّه وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (البُخَارِيّ : بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهٖ. مُسْلِمٌ : بَابُ أَخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ)

১. হজরত নুমান ইবনে বশির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দুয়ের মাঝে রয়েছে অস্পষ্ট বিষয়গুলো। অনেকেই সেগুলো জানে না। কাজেই যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকে, সে নিজের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সে এমন রাখালের মতো হয়ে যায় যে, সে তার পশু সংরক্ষিত এলাকার আশপাশে চরায়। ফলে তা সেখানে প্রবেশ করার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। শোনো, প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত এলাকা থাকে, আরও শোনো আল্লাহর জমিনে তার সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে, তার নিষিদ্ধ বিষয়গুলো। এ কথাও শোনো, মানবদেহে একটি মাংসখণ্ড আছে। তা ভালো থাকলে গোটা শরীর ভালো থাকে। আর তা খারাপ

হয়ে গেলে গোটা শরীরটাই খারাপ হয়ে যাবে। জেনে রাখো সেটা হচ্ছে অন্তর। (বুখারি : বাবু ফাদলি মানিস তাবরায়া লি-দ্বীনিহি, ইফা-৫০। মুসলিম : বাবু আখযিল হালালি ওয়া তারকিশ শুবহাতি, ইফা-৩৯৪৯)

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اِتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَ أَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَ خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ (التِرْمِذِيّ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مُعَاشَرَةِ النَّاسِ)

২. হজরত আবু জর গিফারি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেছেন, 'তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো, আর মন্দ কাজ করলে তার পরপরই সৎ কাজ করো। তাহলে ভালো কাজ মন্দ কাজকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আর মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করো।' (তিরমিজি : বাবু মা জাআ ফি মুয়াশারাতি নাসি, ইফা-১৯৯৩)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِيْ أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ (البُخَارِيّ : بَابُ مَا يُتَّقٰى مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ)

৩. হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'তোমরা (বর্তমানে) এমন অনেক কাজ করে থাকো সেগুলো তোমাদের দৃষ্টিতে চুল থেকেও বেশি হালকা। কিন্তু নবি (সা.) এর সময়ে আমরা সেগুলোও ধ্বংসাত্মক মনে করতাম।' (বুখারি : বাবু মা ইউত্তাক্বা মিন মুহাক্কিরাতিয জুনুবি, ইফা-৬০৪৮)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُه مَا لَا يَعْنِيْهِ (التِرْمِذِيُّ : بَابُ فِيْمَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ يُضْحِكُ بِهَا النَاسَ)

৪. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'অশোভনীয় (অনর্থক) কাজ মানুষের পরিহার করা ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।' (তিরমিজি : বাবু ফিমান তাকাল্লামা বিকালিমাতিন ইউদহিকু বিহান্নাসা, ইফা-২৩২০)

৬৫. ইসলামে নির্বাচন : اَلْاِنْتِخَابُ فِي الْاِسْلَامِ

আল কুরআন

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ○

১. ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কতই না সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।’ (সূরা নিসা-৪ : ৫৮)

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ○

২. ‘সে বলল, আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব দিন, নিশ্চয়ই আমি যথাযথ হেফাজতকারী, সুবিজ্ঞ।’ (সূরা ইউসুফ-১২ : ৫৫)

আল হাদিস

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ وَحَتّٰى تُقَاتِلُوْا التُّرْكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوْهِ ذُلْفَ الْأُنُوْفِ كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَتَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهٰذَا الأَمْرِ حَتّٰى يَقَعَ فِيْهِ وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ وَلَيَأْتِيَنَّ عَلٰى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنْ يَرَانِيْ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ (البُخَارِيُّ : بَابُ عَلَامَتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ)

১. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবি (সা.) বলেছেন, ‘যেসব লোক চুলের জুতা পরিধান করবে যে পর্যন্ত তোমরা তাদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে এবং যে পর্যন্ত তোমরা তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, যাদের চোখগুলো হবে ক্ষুদ্র, মুখমণ্ডল লাল, নাকগুলো চেপ্টা আর চেহারাটা হবে পেটা ঢালের ন্যায়, সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তোমরা উত্তম ব্যক্তিদের নেতৃত্ব ও শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বাধিক অনীহা পোষণকারী দেখতে পাবে, যতক্ষণ না সে তাতে জড়িত হয়ে পড়ে। মানবজাতি খনিরাজির ন্যায়। জাহেলি যুগে যারা উত্তম ছিলেন, ইসলামী যুগেও তারা উত্তম। আর তোমাদের কারও কারও কাছে এমনও সময় আসবে, যখন লোকজন ও ধন-সম্পদ অপেক্ষা একটিবার আমার দর্শন লাভই তার নিকট অধিকতর প্রিয় হবে।' (বুখারি : বাবু আলামাতিন নুবুয়্যাতি ফিল ইসলাম, ইফা-৩৩৩৪)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِ وَأْتِ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ (الْبُخَارِيّ : بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالٰى لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ، مُسْلِمْ : بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِيْنًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا)

২. হজরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি কারিম (সা.) বলেছেন, 'হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা! নেতৃত্ব প্রার্থী হয়ো না। কারণ প্রার্থী হয়ে নেতৃত্ব লাভ করলে তোমার ওপর যাবতীয় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে প্রার্থী না হয়ে নেতৃত্ব প্রাপ্ত হলে তুমি এ ব্যাপারে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। আর তুমি কোনো বিষয়ে শপথ করার পর তার বিপরীতে কল্যাণ লক্ষ করলে তখন যেটা ভালো সেটা করবে, তবে শপথের কাফফারা আদায় করবে।' (বুখারি : বাবু কাওলিল্লাহি তাআলা লা ইউআখিযুকুল্লাহু বিল লাগয়ি ফি আইমানিকুম, বা. হা-৭১৪৬, ৬৬২২, মুসলিম : ইফা-৪১৩৫)

৬৬. জুলুম : اَلظُّلْمُ

আল কুরআন

وَ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ ذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ انْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَ سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَیَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ۝

১. ‘তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আর আল্লাহকে অনেক স্মরণ করেছে। আর তারা নির্যাতিত হওয়ার পর প্রতিশোধ নেয়। আর জালিমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কোন প্রত্যাবর্তন স্থলে তারা প্রত্যাবর্তন করবে।’ (সূরা শুআরা-২৬ : ২২৭)

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

২. ‘কেবল তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের ওপর জুলুম করে এবং জমিনে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।’ (সূরা শুরা-৪২ : ৪২)

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَ سَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَاۤ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ؕ۬ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْیٌ وَّ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

৩. ‘আর তার চেয়ে অধিক জালিম কে, যে আল্লাহর মাসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করা থেকে বাধা প্রদান করে এবং তা বিরান করতে চেষ্টা করে? তাদের তো উচিত ছিল ভীত হয়ে তাতে প্রবেশ করা। তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহা আজাব।’ (সূরা বাকারা-২ : ১১৪)

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَ لَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِیَ بَيْنَهُمْ ؕ وَ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৪. 'তাদের জন্য কি এমন কিছু শরিক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। আর নিশ্চয়ই জালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।' (সূরা শুরা-৪২ : ২১)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝

৫. 'আর সে ব্যক্তির চেয়ে জালিম আর কে, যে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তার নিকট সত্য আসার পর তা অস্বীকার করে? জাহান্নামের মধ্যেই কি কাফিরদের আবাস নয়?' (সূরা আনকাবুত-২৯ : ৬৮)

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

৬. 'নাকি তোমরা বলছ, নিশ্চয়ই ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের সন্তানেরা ছিল ইয়াহুদি কিংবা নাসারা? বলো, তোমরা অধিক জ্ঞাত নাকি আল্লাহ? আর তার চেয়ে অধিক জালিম কে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে যে সাক্ষ্য রয়েছে তা গোপন করে? আর তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।' (সূরা বাকারা-২ : ১৪০)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰۤوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۝

৭. 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা মুমিন হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তাওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের জুলুম করা হবে না।' (সূরা বাকারা-২ : ২৭৮-২৭৯)

আল হাদিস

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ (الْبُخَارِيّ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ)

১. হজরত সাঈদ ইবনে জায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে জুলুম করে অপরের এক বিঘত জমি আত্মসাৎ করবে, কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক জমি ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। (বুখারি : বাবু মাজা আ ফি সাবয়ি আরদিনা, ইফা-২৯৭১)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ (الْبُخَارِيّ : بَابُ يَمِيْنِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ)

২। হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমার ভাই জালিম হোক কিংবা মজলুম হোক তাকে সাহায্য করবে। অতঃপর এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! যখন সে মাজলুম হবে তখন তো আমি তাকে সাহায্য করতে পারব। কিন্তু আপনি কী মনে করেন? যখন সে জালিম হবে তখন আমি তাকে কিভাবে সাহায্য করব? রাসূল (সা.) বললেন, তুমি তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে, আর এটাই হবে তার জন্য সাহায্য।' (বুখারি : বাবু ইয়ামিনির রাজুলি লি সাহিবিহি, ইফা-৬৪৮২)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِيْ الْقَاتِلُ فِيْ أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ وَلَا يَدْرِيْ الْمَقْتُوْلُ عَلٰى أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ (مُسْلِمٌ : بَابُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ)

৩. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি (সা.) বলেছেন, 'আমার প্রাণ যার হাতে, সে সত্তার কসম করে বলছি! অবশ্যই মানুষের মাঝে এমন একটি যুগ আসবে, (জুলুমের মাত্রা এত বেশি হবে) যখন হত্যাকারী জানবে না সে কী জন্য হত্যা করল, আর নিহত ব্যক্তিও জানবে না তাকে কেন হত্যা করা হলো?' (মুসলিম : বাবু লা তাকুমুস সা-আতু হাত্তা ইয়ামুররার রাজুলু, ইফা-৭০৩৯)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : اِتَّقُوْا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوْا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى أَنْ سَفَكُوْا دِمَائَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ (مُسْلِمٌ : بَابُ تَحْرِيْمِ الظُّلْمِ)

৪. হজরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা জুলুম করা থেকে বিরত থাকো। কেননা জুলুম কেয়ামতের দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোঁয়ায় পরিণত হবে। তোমরা কৃপণতার কলুষতা থেকেও দূরে থাকো। কেননা কৃপণতাই তোমাদের পূর্বের অনেক লোককে ধ্বংস করেছে। কৃপণতা তাদের রক্তপাত ও মারামারি করতে প্ররোচিত করেছে এবং হারামকে হালাল করতে উসকানি দিয়েছে।' (মুসলিম : বাবু তাহরিমিজ জুলমি, ইফা-৬৩৪০)

عَنْ أَبِي مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنَّ اللهَ لَيُمْلِيْ لِلظَّالِمِ حَتّٰى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ [وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ إِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ اَخْذَهُ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ]. (الْبُخَارِيّ : بَابُ قَوْلِهِ : وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ إِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ)

৫. হজরত আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি তাকে গ্রেফতার করেন, তখন আর ছাড়েন না। অতঃপর নবি (সা.) এ আয়াত পাঠ করলেন, আর তোমার রব যখন কোনো জালিম জনবসতিকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনই হয়ে থাকে। তার পাকড়াও বড়োই কঠিন, নির্মম ও পীড়াদায়ক।' (বুখারি : বাবু কাওলিহি ওয়া কাযালিকা আয় রাব্বিকা .... , ইফা-৪৩২৯)

৬৭. মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক : اَلْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

আল কুরআন

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۝

১. 'নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।' (সূরা হুজুরাত-৪৯ : ১০)

وَ اِنْ يُّرِيْدُوْۤا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِيْۤ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ۝ وَ اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ؕ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّاۤ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ۝

২. 'আর যদি তারা তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তাহলে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা। আর তিনি তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করেছেন। যদি তুমি জমিনে যা আছে, তার সবকিছু ব্যয় করতে, তবুও তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।' (সূরা আনফাল-৮ : ৬২-৬৩)

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَ كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ۝

৩. 'আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে

গেল। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদের তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বয়ান করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১০৩)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۠ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝

৪. 'অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদের ক্ষমা করো এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ করো। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৫৯)

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚۖ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚ۟ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

৫. 'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদের রুকুকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজিলে তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মতো, যে তার কচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে,

অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কাণ্ডের ওপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষিকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদের ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।' (সূরা ফাতহ-৪৮ : ২৯)

اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَىِٕذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ۠ يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ لَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ

৬. 'সেদিন বন্ধুরা একে অন্যের শত্রু হবে, মুত্তাকিরা ছাড়া। হে আমার বান্দাগণ, আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবে না।' (সূরা যুখরুফ-৪৩ : ৬৭-৬৮)

وَ الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَ الْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّاۤ اُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ؕ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

৭. 'আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদিনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের জন্যও এ সম্পদে অংশ রয়েছে), আর যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তাদের ভালোবাসে। আর মুহাজরিদের যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোনো ঈর্ষা অনুভব করে না। এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদের অগ্রাধিকার দেয়। যাদের মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।' (সূরা হাশর-৫৯ : ৯)

আল হাদিস

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : اَلْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (البُخَارِيّ : بَابُ لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ، مُسْلِمٌ : بَابُ تَحْرِيْمِ الظُّلْمِ)

১. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে না তার ওপর জুলুম করবে আর না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করবে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের কোনো অসুবিধা বা বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তার কষ্ট ও বিপদের অংশবিশেষ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন। (বুখারি : বাবু লা ইয়াজলিমুল মুসলিমুল মুসলিমা ওয়ালা ইউসলিমুহু, ইফা-২০৮০, মুসলিম : ইফা-৬৩৪২)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكٰى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى (مُسْلِمٌ : بَابُ تَرَاحُمِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاضُدِهِمْ)

২. হজরত নুমান ইবনে বশির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া-অনুগ্রহ ও মায়া-মমতার দৃষ্টিকোণ থেকে মুমিনগণ একটি দেহের সমতুল্য। যদি দেহের কোনো অংশ অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা অনুভব করে বিনিদ্রা ও জ্বরের মাধ্যমে।' (মুসলিম : বাবু তারাহুমিল মুমিনিনা ওয়া তায়াতুফিহিম ওয়া তায়াদুদিহিম, ইফা-৬৩৫০)

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ (البُخَارِيّ : بَابُ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ

৩. হজরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন না, যে

মানুষের প্রতি দয়া করে না।’ (বুখারি : বাবু কাওলিল্লাহি তাআলা কুলিদ উল্লাহা আয়িদ উররাহমানা, ইফা-৬৮৭২)

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (الْبُخَارِيّ : بَابُ مِنَ الْإِيْمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبَّ لِنَفْسِهِ، مُسْلِمٌ : بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الْإِيْمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيْهُ)

৪. হজরত আনাস (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (সা.) বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্য থেকে কেহ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।’ (বুখারি : বাবু মিনাল ঈমানি আনইয়ুহিব্ব লি আখিহি মা ইউহিব্বু লি নাফসিহি, ইফা-১২, মুসলিম : বাবুদ দলিলি আলা আন্না খিসালিল ঈমানি আন ইউহিব্বা লি আখিহি, ইফা-৬৪)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ (التِرْمِذِيّ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَحْمَةِ الصِّبْيَانِ)

৫. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যে ছোটোদের প্রতি দয়া দেখায় না, বড়োদের প্রতি সম্মান করে না, সৎ কাজের আদেশ করে না এবং অসৎ কাজের নিষেধ কওে না সে আমাদের দলভুক্ত (উম্মত) নয়।’ (তিরমিজি : বাবু মা জাআ ফি রাহমাতিস সিবইয়ানি, ইফা-১৯২৭)

৬৮. দায়িত্বশীলের গুণাবলি : صِفَاتُ أُوْلِي الْأَمْرِ

আল কুরআন

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

১. ‘এটা আল্লাহর অনুগ্রহ মাত্র যে আপনি কোমল হৃদয়সম্পন্ন, যদি আপনি কঠোরভাষী ও তিক্ত মেজাজসম্পন্ন হতেন, তাহলে এরা আপনার চার পাশ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। কাজেই এদের ত্রুটিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখুন, এদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করুন এবং বিভিন্ন বিষয়ে এদের সাথে পরামর্শ করুন, অতঃপর পরামর্শের পর যখন কোনো বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প হয়ে যান, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাঁর ওপর) ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।’ (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১৫৯)

وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْۤا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَ زَادَهٗ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ؕ وَ اللهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

২. ‘আর তাদের নবি বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে রাজারূপে পাঠিয়েছেন। তারা বলল, আমাদের ওপর কিভাবে তার রাজত্ব হবে, অথচ আমরা তার চেয়ে রাজত্বের অধিক হকদার? আর তাকে সম্পদের প্রাচুর্যও দেওয়া হয়নি। সে বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে তোমাদের ওপর

মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞানে ও দেহে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ যাকে চান, তাকে তাঁর রাজত্ব দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।' (সূরা বাকারা-২ : ২৪৭)

وَ اَخِیۡ هٰرُوۡنُ هُوَ اَفۡصَحُ مِنِّیۡ لِسَانًا فَاَرۡسِلۡهُ مَعِیَ رِدۡاً یُّصَدِّقُنِیۡۤ ۫ اِنِّیۡۤ اَخَافُ اَنۡ یُّكَذِّبُوۡنِ○

৩. 'আর আমার ভাই হারুন, সে আমার চেয়ে স্পষ্টভাষী তাই তাকে আমার সাথে সাহায্যকারী হিসেবে প্রেরণ করুন সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশঙ্কা করছি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।' (সূরা কাসাস-২৮ : ৩৪)

৬৯. অনাড়ম্বর জীবনযাপন : اَلْمَعِيْشَةُ الْبَسِيْطَةُ

আল কুরআন

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۗ وَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝

১. 'হে মানুষ, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য; অতএব দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই প্রতারিত না করে; আর বড়ো প্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদের আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারণা না করে।' (সূরা ফাতির-৩৫ : ৫)

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝

২. 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের ভুলিয়ে রেখেছে। যতক্ষণ না তোমরা কবরের সাক্ষাৎ করবে। কখনো নয়, শিগগিরই তোমরা জানবে, তারপর কখনো নয়, তোমরা শিগগিরই জানতে পারবে। কখনো নয়, তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানে জানতে?' (সূরা তাকাসুর-১০২ : ১-৫)

وَ مَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌ ؕ وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

৩. 'আর এ দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং নিশ্চয়ই আখিরাতের নিবাসই হলো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত।' (সূরা আনকাবুত-২৯ : ৬৪)

আল হাদিস

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا واتَّقُوْا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنِةِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ (مُسْلِمٌ : بَابُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْفُقَرَاءُ)

১. হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) নবি কারিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'দুনিয়া একটা সবুজ-শ্যামল সুমিষ্ট বস্তু। আল্লাহ এখানে তোমাদের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন এবং তোমরা কী করছো তা দেখছেন। সুতরাং এ দুনিয়ায় (লোভ লালসা থেকে) আত্মরক্ষা করো এবং নারীদের (ফিতনা) সম্পর্কেও সতর্ক থাকো। কেননা বনি ইসরাইলদের মাঝে প্রথম ফিতনা নারীদের থেকেই শুরু হয়েছে। (মুসলিম : বাবু আকছারি আহলিল জান্নাতি আল ফুকারা...., ইফা-৬৬৯৭)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ لَا وَاللهِ يَارَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُوْلُ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِيْ بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ

(مُسْلِمٌ : بَابُ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِه)

২. হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন জাহান্নামিদের মধ্য থেকে দুনিয়াতে সর্বাধিক প্রাচুর্য প্রাপ্ত ব্যক্তিকে হাজির করা হবে। তারপর তাকে (জাহান্নামের) আগুনে ডুবিয়ে তুলে এনে বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কোনো কল্যাণ দেখেছ, তুমি কি কখনো প্রাচুর্যে দিন যাপন করেছ? সে বলবে, না, আল্লাহর শপথ! হে আমার রব। আবার জান্নাতিদের মধ্য থেকেও এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, যে দুনিয়াতে সবচাইতে দুর্দশা ও অভাবগ্রস্ত ছিল। তারপর তাকে জান্নাতে একবার অবগাহন করিয়া জিজ্ঞেস

করা হবে, তুমি কি কখনো কোনো অভাব দেখেছ? তুমি কি কখনো দুর্দশা ও অনটনের মধ্যে দিন যাপন করেছ? সে বলবে, আল্লাহর শপথ! আমার ওপর দিয়ে তেমন কোনো দুর্দশাও অতিবাহিত হয়নি এবং আমি কখনো অভাব অনটন দেখিনি।' (মুসলিম : ইফা-৬৮২৯)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَوْ كَانَ لِيْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِيْ أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِيْ مِنْهُ شَيْئٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ (البُخَارِيّ : بَابُ أَدَاءِ الدُّيُوْنِ)

৩. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে এবং আমার ঋণ পরিশোধের সমপরিমাণ ব্যতীত তিন দিন যেতে না যেতেই আমার কাছে এর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে এতেই আমি আনন্দিত হব।' (বুখারি : ইফা-২২১৪)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيْفَةِ وَالْخَمِيْصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ (البُخَارِيّ : بَابُ مَا يُتَّقٰى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ)

৪. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'দিনার, দিরহাম, কালো চাদর ও চওড়া পাড় পশমি চাদরের গোলামেরা ধ্বংস হোক। কেননা তাকে যদি দেওয়া হয় খুশি হয়, কিন্তু না দেওয়া হলেই বেজার হয়ে যায়।' (বুখারি : বাবু মা ইউত্তাকা মিন ফিতনাতিল মালি, ইফা-৫৯৯২)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوْا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرٰى عَوْرَتُهُ (البُخَارِيّ : بَابُ نَوْمِ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ)

৫. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি সত্তরজন আসহাবে সুফফাকে দেখেছি যাদের কারও কোনো চাদর ছিল না। কারও হয়তো একটি লুঙ্গি এবং কারও একটি কম্বল ছিল। তারা এটাকে নিজেদের গলায় বেঁধে রাখতেন। কারওরটা হয়তো তার পায়ের গোছার অধিকাংশ পর্যন্ত পৌঁছাত; কারওরটা হাঁটু পর্যন্ত। লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হওয়ার ভয়ে তারা হাত দিয়ে তা ধরে রাখতেন।' (বুখারি : বাবু নাওমির রিজালি ফিল মাসজিদি, ইফা-৪২৯)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

(مُسْلِمٌ : كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ)

৬. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দুনিয়া হলো মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত।' (মুসলিম : কিতাবুয যুহদি ওয়ার রাক্কায়িকি, ইফা-৭১৪৯)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبِيْ فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ (الْبُخَارِيُّ : بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ)

৭. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার কাঁধ ধরে বললেন, 'দুনিয়াতে তুমি এমনভাবে অবস্থান করো, যেন তুমি মুসাফির কিংবা পথচারী।' (বুখারি : বাবু কাওলিন নাবিয়্যি কুন ফিদ দুনিয়া কাআন্নাকা গারিবুন আও আবিরু সাবিলিন, ইফা-৫৯৭৪)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ دُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِيَ اللهُ وَأَحَبَّنِيَ النَّاسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِزْهَدْ فِي

الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيمَا فِيْ أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوْكَ (اِبْنُ مَاجَةَ : بَابُ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا)

৮. হজরত সাহল ইবনে সাদ সায়েদি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবি কারিম (সা.) এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কোনো কাজ বলে দিন, যা করলে আমাকে আল্লাহও ভালোবাসবেন এবং মানুষেও ভালোবাসবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, দুনিয়ার প্রতি তুমি অনাসক্ত হও তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর মানুষের হাতে যা রয়েছে, তার প্রতিও অনাসক্ত হও, তাহলে মানুষও তোমাকে ভালোবাসবে।' (ইবনে মাজাহ : বাবুজ জুহদি ফিদ দুনিয়া, মা.শা-৪০৯২)

৭০. শিরক : اَلشِّرْكُ

আল কুরআন

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○

১. ‘আর স্মরণ করো, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, ‘প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শিরক করো না; নিশ্চয়ই শিরক হলো বড়ো জুলুম।’ (সূরা লুকমান-৩১ : ১৩)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا ○

২. ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান। আর যে আল্লাহর সাথে শরিক করে সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে।’ (সূরা নিসা-৪ : ৪৮)

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৩. ‘আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সাথে অন্য কোনো ইলাহও নেই। (যদি থাকত) তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করত; তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আল্লাহ কত পবিত্র! তিনি গায়েব ও উপস্থিতের জ্ঞানী, তারা যা শরিক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।’ (সূরা মুমিনুন-২৩ : ৯১-৯২)

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰهَاۤ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَ

لَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗۤ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۠

৪. 'হে কিতাবিগণ, তোমরা তোমাদের দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর ওপর সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলো না। মারইয়ামের পুত্র মাসাহ ঈসা কেবল আল্লাহর রাসূল ও তাঁর কালিমা, যা তিনি প্রেরণ করেছিলেন মারইয়ামের প্রতি এবং তাঁর পক্ষ থেকে রুহ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন এবং বলো না তিন। তোমরা বিরত হও, তা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহই কেবল এক ইলাহ, তিনি পবিত্র মহান এ থেকে যে, তাঁর কোনো সন্তান হবে। আসমানসমূহে যা রয়েছে এবং যা রয়েছে জমিনে, তা আল্লাহরই। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।' (সূরা নিসা-৪ : ১৭১)

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

৫. 'আর যে আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে, যে বিষয়ে তার কাছে প্রমাণ নেই; তার হিসাব কেবল তার রবের কাছে। নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হবে না।' (সূরা মুমিনুন-২৩ : ১১৭)

وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ؕ

৬. 'আর তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে। নিশ্চয়ই মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।' (সূরা জুখরুখ-৪৩ : ১৫)

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

৭. 'তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা। কিভাবে তাঁর সন্তান হবে অথচ তাঁর কোনো সঙ্গিনী নেই! আর তিনি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ।' (সূরা আনআম-৬ : ১০১)

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۝

৮. ‘হে নবি! আপনি বলুন আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার নিকট অহি এসেছে, তোমাদের মাবুদ একজনই। এখন যে কেউ তার রবের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন নেক আমল করে এবং দাসত্ব ও বন্দেগি করার ব্যাপারে যেন রবের সাথে আর কাউকে শরিক না করে।’ (সূরা কাহাফ-১৮ : ১১০)

قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ۝ قُلْ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ۝

৯. ‘বলো, নিশ্চয়ই আমি আমার রবকে ডাকি এবং তার সাথে কাউকে শরিক করি না। বলো, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য না কোনো অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখি এবং না কোনো কল্যাণ করার।’ (সূরা জিন-৭২ : ২০-২১)

আল হাদিস

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ (مُسْلِمٌ : بَابُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا)

১. হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, ‘যে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করল যে সে তার সাথে কাউকে শরিক করেনি, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সাথে কাউকে শরিক করে সাক্ষাৎ করল, তাহলে সে জাহান্নামে যাবে।’ (মুসলিম : বার মান মাতা লা ইউশরিকু বিল্লাহি শাইয়ান, ইফা-১৭২)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ : اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ (الْبُخَارِيُّ : بَابُ مَا قِيْلَ فِيْ شَهَادَةِ الزُّوْرِ)

২. হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি (সা.) কে কবিরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহর সাথে শরিক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, প্রাণ হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। (বুখারি : বাবু মা কিলা ফি শাহাদাতিজ জুরি, ইফা-২৪৭৭)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ : اَلشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ (البُخَارِيّ : بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالٰى إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا، مُسْلِمٌ : بَابُ بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا)

৩. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকো। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সেগুলো কী কী? তিনি বললেন, ১. আল্লাহর সাথে শিরক করা ২. জাদুটোনা করা ৩. আল্লাহ যে প্রাণকে হত্যা করা হারাম করেছেন অন্যায়ভাবে তা হত্যা করা ৪. সুদ খাওয়া ৫. ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা ৭. সতী সাধ্বী, সহজ সরলা মুমিন নারীর ব্যাপারে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।' (বুখারি : বাবু কাওলিল্লাহি তাআলা ইন্নাল্লাজিনা ইয়াকুলুনা আমওয়ালাল ইয়াতামা জুলমান....... ইফা-২৫৭৮, মুসলিম : ইফা-১৬৪)

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِيْ حَقَّ اللهِ عَلٰى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟ قُلْتُ اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ لَا

تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا (البُخَارِيّ : بَابُ اِسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ، مُسْلِمٌ : بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيْدِ)

৪. হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘একদা আমি উফাইর নামক গাধার উপরে রাসূল (সা.)-এর পেছনে বসা ছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, হে মুয়াজ তুমি কি জানো, আল্লাহর কী হক রয়েছে তার বান্দাদের ওপর আর বান্দারই বা কী হক রয়েছে আল্লাহর ওপর? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেই ভালো জানেন। রাসূল (সা.) বললেন, বান্দার ওপর আল্লাহর হক হলো, সে তার ইবাদত করবে আর তার সাথে কোনো কিছুকেই শরিক করবে না। আর আল্লাহর ওপর বান্দার হক হলো, যে বান্দাহ তার সাথে কাউকে শরিক করেনি, তিনি (আল্লাহ) তাকে শাস্তি দেবেন না। অতঃপর বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমি কি মানুষকে এই শুভ সংবাদ জানিয়ে দেবো না? রাসূল (সা.) বললেন, না তাদের এই সু-সংবাদ দেবে না, তাহলে তারা এর উপরেই ভরসা করে থাকবে।’ (বুখারি : বাবু ইছমুল করছি ওয়াল হিমারি, ইফা-২৬৫৯, মুসলিম : ইফা-৫১)

৭১. বিদআত : اَلْبِدْعَةُ

আল কুরআন

وَ اِذَاۤ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِیْۤ اٰیَاتِنَا ؕ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ؕ اِنَّ رُسُلَنَا یَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ۝

১. ‘আর যখন আমি মানুষকে দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। বলো, আল্লাহ কৌশলকারী হিসেবে অধিক দ্রুত। নিশ্চয়ই আমার ফেরেশতারা তোমাদের কূটকৌশল লিখে রাখে।’ (সূরা ইউনুস-১০ : ২১)

وَ قَالُوْا لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَیْهِ مَلَكٌ ؕ وَ لَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِیَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا یُنْظَرُوْنَ۝

২. ‘আর তারা বলে, কেন তার ওপর কোনো ফেরেশতা নাজিল করা হয়নি? যদি আমি ফেরেশতা নাজিল করতাম তাহলে বিষয়টি ফয়সালা হয়ে যেত, তারপর তাদের সুযোগ দেওয়া হতো না।’ (সূরা আনআম-৬ : ৮)

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِیْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِیْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِی الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِیْ شَیْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَی اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَیْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِیْلًا۠۝

৩. ‘হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর ও আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ করাও– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখো। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।’ (সূরা নিসা-৪ : ৫৯)

وَ أَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ○

৪. 'আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তারও অনুসরণ করো এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।' (সূরা আনআম-৬ : ১৫৩)

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○

৫. 'বলো, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা আলে ইমরান-৩ : ৩১)

আল হাদিস

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ (البُخَارِيُّ : بَابُ إِذَا اصْطَلَحُوْا عَلٰى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُوْدٌ، مُسْلِمٌ : بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ)

১. হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন কিছু প্রবর্তন করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।' (বুখারি : বাবু ইজাসতালাহু আলা সুলহি জাওরিন ফাস সুলহু মারদুদ, ইফা-২৫১৭, মুসলিম : বাবু নাকজিল আহকামিল বাতিলাতি ওয়া রাদ্দি মুহদাসাতিল উমুরি : ৪৩৪৩)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتّٰى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُوْلُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ اَلسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَيَقُوْلُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا أَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِه وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ (مُسْلِمٌ : بَابُ تَخْفِيْفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ)

২. হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূল (সা.) যখন বক্তৃতা দিতেন তখন তার চোখ দুটি লাল হয়ে যেত, তার কণ্ঠস্বর বড়ো হয়ে যেত এবং তার রাগ বৃদ্ধি পেত, যেন তিনি কোন সেনাবাহিনীকে সতর্ক করছেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ তোমাদের সকাল-সন্ধ্যায় ভালো রাখুন। তিনি আরও বলতেন, আমাকে কিয়ামতসহ এভাবে পাঠানো হয়েছে। এ কথা বলে তিনি তার মধ্যমা ও তর্জনী অঙ্গুলি মেশালেন। তিনি আরও বলতেন, অতঃপর সবচেয়ে ভালো কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং সবচেয়ে ভালো পথ হচ্ছে মুহাম্মদ (সা.) এর পথ। দ্বীনের ব্যাপারে নতুন বিষয়গুলো (বিদয়াত) হলো সবচেয়ে খারাপ। সব বিদয়াতই হলো ভ্রান্তি। তারপর তিনি বলতেন, আমি প্রত্যেক মুমিনের জন্য তার নিজের চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি কোনো সম্পদ রেখে মারা যায়, তা তার পরিবারবর্গের জন্য। আর যে ব্যক্তি কোনো ঋণ বা অসহায় সন্তান রেখে যায়, তবে তার দায়িত্ব আমারই ওপর।' (মুসলিম : বাবু তাখফিফিস সালাতি ওয়াল খুতবাতি, ইফা-১৮৭৮)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَنْ دَعَا إِلٰى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ

مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا (مُسْلِمٌ : بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً اَوْ سَيِّئَةً)

৩. হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে ডাকে তার জন্য এ পথের অনুসারীদের বিনিময়ের সমান বিনিময় রয়েছে। এতে তাদের বিনিময় বিন্দু মাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথের দিকে ডাকে, তার উক্ত পথের অনুসারীদের সমান গুনাহ হবে। এতে তাদের গুনাহ কিছুমাত্র কম হবে না।' (মুসলিম : বাবু মান ছান্না সুন্নাতান হাসানাতান আও সাইয়িআতান ...., ইফা-৬৫৬০)

৭২. ইসলামে হালাল-হারাম : اَلْحَلَالُ وَالْحَرَامُ فِي الْإِسْلَامِ

আল কুরআন

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

১. ‘হে মানুষ, জমিনে যা রয়েছে, তা থেকে হালাল পবিত্র বস্তু আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট শত্রু।’ (সূরা বাকারা-২ : ১৬৮)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝

২. ‘হে মুমিনগণ, আহার করো আমি তোমাদের যে হালাল রিজিক দিয়েছি তা থেকে এবং আল্লাহর জন্য শোকর করো, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো। (সূরা বাকারা-২ : ১৭২)

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ۝ وَ مَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَ اِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ۝

৩. ‘সুতরাং তোমরা আহার করো তা থেকে, যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, যদি তোমরা তাঁর আয়াতসমূহের ব্যাপারে বিশ্বাসী হও। আর তোমাদের কী হলো যে তোমরা তা থেকে আহার করো না, যার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে! অথচ তিনি তোমাদের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, যা তোমাদের ওপর হারাম করেছেন। তবে যার প্রতি তোমরা বাধ্য হয়েছ এবং নিশ্চয়ই অনেকে না জেনে তাদের খেয়াল-খুশি

দ্বারা পথভ্রষ্ট করে। নিশ্চয়ই তোমার রব সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।' (সূরা আনআম-৬ : ১১৮-১১৯)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

৪. 'হে নবি, আল্লাহ তোমার জন্য হালাল যা করেছেন তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনায় তুমি কেন তা হারাম করছ? আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য শপথ হতে মুক্তির বিধান দিয়েছেন; আর আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান।' (সূরা তাহরিম-৬৬ : ১-২)

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৫. 'বলো, আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ– যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের শরিক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর ওপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জানো না।' (সূরা আরাফ-৭ : ৩৩)

وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ؕ○

৬. 'এই যে তোমাদের মুখ মিথ্যা হুকুম জারি করে যে, এ জিনিস হালাল ও ওই জিনিস হারাম এভাবে তোমরা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করো না। যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা বানিয়ে বলে তারা কখনো সফল হতে পারে না।' (সূরা নাহল-১৬ : ১১৬)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَآ أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৭. 'নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা গায়রুল্লার নামে জবেহ করা হয়েছে। সুতরাং যে বাধ্য হবে, অবাধ্য বা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে, তাহলে তার কোনো পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা বাকারা-২ : ১৭৩)

আল হাদিস

عَنِ الْمِقْدَادِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ وَإِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوٗدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ (الْبُخَارِيّ: بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهٖ بِيَدِهٖ)

১. হজরত মিকদাদ (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন মানুষের খাদ্যের মধ্যে সে খাদ্যই সবচেয়ে উত্তম, যে খাদ্যের ব্যবস্থা সে নিজ হাতের উপার্জিত সম্পদ দ্বারা করে। আর আল্লাহর প্রিয় নবি দাউদ (আ.) আপন হাতের কামাই হতে খাদ্য গ্রহণ করতেন।' (বুখারি : বাবু কাসবির রাজুলি ওয়া আমালিহি বিয়াদিহি, ইফা-১৯৪২)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَا يَكْتَسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ فَيُنْفِقُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيْهِ، وَلَا يَتَصَدَّقُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهٖ إِلَّا كَانَ زَادَهٗ إِلَى النَّارِ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمْحُوا السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلَا يَمْحُو السَّيِّئَ إِلَّا بِالْحَسَنِ إِنَّ الْخَبِيْثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيْثَ (الْبَيْهَقِيُّ : شُعَبُ الْإِيْمَانِ)

২. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'হারাম পথে উপার্জন করে বান্দা যদি প্রয়োজন পূরণের জন্য তা ব্যয় করে, তাতে কোনো বরকত দেওয়া হয় না। আর তা থেকে দান করলে তাও গ্রহণ করা হয় না। আর যদি এ সম্পদ রেখে মারাও

যায় সে সম্পদ জাহান্নামের সফরে তার পাথেয় হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অন্যায় দ্বারা অন্যায়কে মিটান না। আর তিনি অন্যায়কে ভালো দ্বারাই মিটিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই মন্দ মন্দকে দূর করতে পারে না।' (বায়হাকি : শুয়াবুল ইমান, মা.শা-৫২৮৩, আল্লামা আলবানি হাদিসটিকে জয়ীফ বলেছেন)

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (التِرْمِذِيُّ : بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ)

৩. হজরত কাসির ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আওফ আল মুজানি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মুসলমানগণের মাঝে পরস্পর সন্ধি চুক্তি বৈধ। তবে যে সন্ধি হালালকে হারাম করে দেয় অথবা হারামকে হালাল করে দেয় তা বৈধ নয়। মুসলমানগণ তাদের শর্ত পালন করবে, তবে এমন কোনো শর্ত মানা যাবে না যা হালালকে হারাম করে দেয় অথবা হারামকে করে দেয় হালাল।' (তিরমিজি : বার মা জুকিরা আন রাসূলিল্লাহি (সা.) ফিস সুলহি বাইনান্নাসি, ইফা-১৩৫৬)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اِسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (اَلْبُخَارِيّ: بَابُ فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهٖ. مُسْلِمٌ : بَابُ أَخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ)

৪. হজরত নুমান ইবনে বশির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দুয়ের মাঝে রয়েছে অস্পষ্ট বিষয়গুলো। অনেকেই সেগুলো জানে না। কাজেই যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকে, সে নিজের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সে এমন রাখালের মতো হয়ে যায় যে, সে তার পশু সংরক্ষিত এলাকার আশপাশে চরায়। ফলে তা সেখানে প্রবেশ করার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। শোনো, প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত এলাকা থাকে, আরও শোনো আল্লাহর জমিনে তার সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে, তার নিষিদ্ধ বিষয়গুলো। এ কথাও শোনো, মানবদেহে একটি মাংসখণ্ড আছে। তা ভালো থাকলে গোটা শরীর ভালো থাকে। আর তা খারাপ হয়ে গেলে গোটা শরীরটাই খারাপ হয়ে যাবে। জেনে রাখো সেটা হচ্ছে অন্তর।' (বুখারি : বাবু ফাদলি মানিস তাবরায়া লি-দ্বীনিহি, ইফা-৫০। মুসলিম : বাবু আখজিল হালালি ওয়া তারকিশ শুবহাতি, ইফা-৩৯৪৯)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْئٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ أَتَدْرِي مَا هٰذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ؟ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ إِلَّا إِنِّي خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذٰلِكَ فَهٰذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْئٍ فِي بَطْنِهِ (الْبُخَارِيّ : بَابُ أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ)

৫. হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর এক গোলাম ছিল, সে আয় করে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তাঁকে প্রদান করত এবং আবু বকর (রা.) তা কাজে লাগাতেন। একদিন সে কোনো এক জিনিস এনে তাঁকে দেয় এবং তিনি তা খান। গোলামটি জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি জানেন, এটা কি (যা আপনি খেলেন)? আবু বকর (রা.) বললেন কোত্থেকে এনেছ? সে বলে, ইসলাম কবুল করার পূর্বে আমি এক

ব্যক্তির ভবিষ্যৎ বলে দিয়েছিলাম। আমি ওই বিদ্যা জানতাম না। আমি তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। এখন তার সাথে দেখা হয়েছে এবং সে আমাকে এর পারিশ্রমিক দান করেছে যা আপনি খেয়েছেন। এ কথা শুনে আবু বকর (রা.) তার পেটে যা গিয়েছিল তা গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে ফেলে দেন।' (বুখারি : বাবু আইয়ামিল জাহিলিয়্যাতি, ইফা-৩৫৬৪)

কুরআনে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ

উহুদ যুদ্ধ : জয়-পরাজয়ের সন্ধিক্ষণ

ইসলামের ইতিহাসে মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের দ্বিতীয় যুদ্ধ, যা উহুদ যুদ্ধ নামে পরিচিত। দ্বিতীয় হিজরিতে মক্কার মুশরিকরা বদর প্রান্তরে মুসলমানদের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে মদিনায় আক্রমণের জন্য রওয়ানা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিগণের সাথে পরামর্শক্রমে মুশরিকদের হামলা প্রতিহত করার জন্য মদিনার অনতিদূরে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান করেন। ১০০০ সৈন্য নিয়ে তিনি বের হলেও পথিমধ্যে মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নেতৃত্বে ৩০০ সৈন্য পালিয়ে যায়। উহুদের গিরিপথে আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) এর নেতৃত্বে ৫০ জন তিরন্দাজকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। জয়-পরাজয় সর্বাবস্থায় তাদের সেখানে অবস্থানের জন্য রাসূল (সা.) নির্দেশ দেন।

যুদ্ধে মুশরিক বাহিনী চরমভাবে পরাস্ত হয়ে ময়দান থেকে পালিয়ে যায়। সাহাবিগণ অস্ত্র রেখে গনিমতের মাল সংগ্রহ করতে লাগলেন। যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে মনে করে গিরিপথের দায়িত্বপ্রাপ্তদের অনেকে গনিমতের মাল সংগ্রহে অংশগ্রহণ করেন। এদিকে মুশরিক বাহিনীর প্রধান আবু সুফিয়ান (পরবর্তী সময়ে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন) গিরিপথ ফাঁকা দেখে পেছন থেকে মুসলিমদের ওপর হামলা করলে সাহাবিগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। স্বয়ং রাসূল (সা.)-এর মাথায় আঘাত লাগলে তিনি রক্তাক্ত হয়ে পড়েন। প্রায় ৭০ জন সাহাবি এতে শাহাদাতবরণ করেন। অবশেষে সাহাবিগণ সম্মিলিতভাবে মুশরিকদের মোকাবিলা করে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহানবির নির্দেশ যথাযথভাবে পালন না করার কারণে নিশ্চিত বিজয়ের পরও অনেক মাশুল দিতে হয় মুসলিম সেনাদের। অতএব এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়- সাফল্য অর্জনে প্রয়োজন শৃঙ্খলা বিধান ও নেতৃত্বের যথাযথ আনুগত্য।

(বিস্তারিত জানতে দেখুন : সূরা আলে ইমরান : ১২১, ১৫২-১৫৪)

ইবরাহিম (আ.)-কে আগুনে নিক্ষেপ

মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহিম (আ.)। অনেক সাধনার মাধ্যমে তিনি মহান আল্লাহর পরিচয় লাভ করেন। সত্য দ্বীনের প্রচার করতে গিয়ে তিনি অনেকগুলো কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। তিনি সকল পরীক্ষায় সম্মানজনকভাবে উত্তীর্ণ হন। তাঁর পিতা ছিলেন মুশরিক, যার নিকট সবসময় আজর নামক একটি মূর্তি থাকত বিধায় তাকে আজর নামেই ডাকা হতো। তৎকালীন মুশরিকদের সরদার ক্ষমতাধর নমরুদের আধিপত্যকে উপেক্ষা করে ইবরাহিম (আ.) তাওহিদের দাওয়াত দিতে থাকেন। একদিন মুশরিকরা সকলে মেলায় সমবেত হয়। কিন্তু ইবরাহিম (আ.) তাতে অংশগ্রহণ করেননি। ইতোমধ্যে নমরুদের রাজপ্রাসাদ ফাঁকা পেয়ে ইবরাহিম (আ.) সেখানে গিয়ে একটি কুঠার দিয়ে সবগুলো মূর্তি ভেঙে ফেলেন এবং বড়ো মূর্তিটির নাক কান কেটে তার গলায় কুঠারটি ঝুলিয়ে দিলেন।

প্রাসাদে ফিরে এলে তারা এ অবস্থা দেখার পর ইবরাহিম (আ.)-কে এর জন্য দায়ী করে। তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিলেন কুঠার নিয়ে দাঁড়ানো তোমাদের বড়ো প্রভুকে জিজ্ঞেস করো কেনো সে অন্যদেরকে ভেঙে ফেলল। তারা আশ্চর্য হয়ে বলল, মূর্তি কি কথা বলতে পারে? জবাবে তিনি বললেন, যারা কথা বলতে পারে না, নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, তারা কীভাবে তোমাদের প্রভু হতে পারে? ইবরাহিম (আ.)-এর অপ্রতিরোধ্য দাওয়াতি তৎপরতা চিরতরে নির্মূলের লক্ষ্যে নমরুদ তার সভাসদকে নিয়ে বসে সিদ্ধান্ত নিল যে, হজরত ইবরাহিম (আ.) এই কাজ হতে নিবৃত্ত না হলে তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। অনড়, অটল, সিংহসার্দুল ইবরাহিম (আ.) বাতিলের কাছে মাথানত না করে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকেই বেছে নিলেন। পিতা আজরও ইবরাহিম (আ.)-এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নমরুদকে সহযোগিতা করে। তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলে মহান আল্লাহর নির্দেশে আগুন শীতল ও সহনীয় হয়ে গেল। আর অগ্নিকুণ্ড পরিণত হলো ফুলবাগানে। এভাবে মুশরিকদের চোখে তাক লাগিয়ে মহান আল্লাহ তার নবিকে রক্ষা করেন। যারা পরকালীন জীবনের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিকিয়ে দেয়, আল্লাহর সন্তোষ লাভের আশায় তাঁর রাহে নিজেদের উৎসর্গ

করে তাদেরকে মহান আল্লাহ সহযোগিতা করেন যেমনটি করেছিলেন ইবরাহিম (আ.)-কে।

(বিস্তারিত জানতে দেখুন : সূরা সাফফাত : ৯১-৯৩, সূরা আনআম : ৭৪-৮৩, সূরা মুমতাহিন-৫, সূরা বাকারা : ২৮৫, সূরা আনকাবুত : ২৪)

ঈসা (আ.)-কে আকাশে উত্তোলন

মহনবি হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সবচেয়ে নিকটতম নবি হলেন হজরত ঈসা (আ.)। তিনি বনি ইসরাইলের সর্বশেষ নবি। বনি ইসরাইলের লোকেরা যখন মুসা (আ.) প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল, তাওহিদের পথ ছেড়ে শিরকের দিকে ধাবিত হতে লাগল তখন আল্লাহ তাআলার হুকুমে হজরত মারইয়াম (আ.)-এর গর্ভে তার জন্ম হয়। এজন্য হজরত মারইয়ামের সতীত্ব নিয়ে লোকেরা সন্দেহ পোষণ করলে মহান আল্লাহ শিশুপুত্র ঈসা (আ.)-এর জবান খুলে দেন। মাতৃক্রোড়ে থেকেই ঈসা (আ.) তাঁর মায়ের সতীত্বের স্বীকৃতি দেন। মহান আল্লাহ আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন পিতা-মাতা ছাড়াই, অনুরূপভাবে ঈসা (আ.)-কে পিতা ছাড়াই তিনি সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন 'নিশ্চয়ই ঈসা এর উপমা আল্লাহর নিকট আদম (আ.)-এর ন্যায় যাকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর বলেছেন, হয়ে যাও। তখন তা পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়।' (সূরা আলে ইমরান : ৫৯)

ঈসা (আ.)-এর নিকট অহি আসার পর যখন তিনি তাওহিদের প্রচার কাজে আত্মনিয়োগ করেন তখন বনি ইসরাইলের কিছু সংখ্যক লোক তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাওহিদের পতাকাতলে শামিল হয়। ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব চিরন্তন, যার অনিবার্য বাস্তবতা হলো সত্যবিমুখ ও শিরকপন্থী বনি ইসরাইলের লোকেরা হজরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সশস্ত্র অবস্থায় ষড়যন্ত্রকারীদের কয়েকজন ঈসা (আ.)-এর কক্ষে প্রবেশ করে। ইতোমধ্যে মহান আল্লাহ ঈসা (আ.)-কে আকাশে তুলে নেন এবং হামলাকারীদের একজনের চেহারাকে ঈসা (আ.)-এর চেহারার অনুরূপ করে দেন। তারা ঈসা (আ.) মনে করে তাকে আটক করে নিয়ে যায় এবং তাকে জনসম্মুখে শূলিতে চড়িয়ে হত্যা করে। ষড়যন্ত্রকারীরা পরবর্তী সময়ে নিজেদেরই এই নেতাকে খুঁজে না

পেয়ে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। ফলে তারা কাকে হত্যা করেছে এ নিয়ে সংশয়ের মধ্যেই পড়ে গেল।

(বিস্তারিত জানতে দেখুন : সূরা নিসা : ১৫৭-১৫৮, আলে ইমরান : ৫৯)

হাবিল-কাবিলের ঘটনা

হাবিল কাবিল দুজনই আদি পিতা হজরত আদম (আ.)-এর পুত্র। তৎকালীন নিয়ম ছিল সন্তান জন্মগ্রহণ করত জোড়ায় জোড়ায়। তন্মধ্যে একজন পুত্রসন্তান, অন্যজন কন্যাসন্তান। তখন আল্লাহর বিধান ছিল এক যমজের বোনকে অপর যমজের ভাইয়ের সাথে বিবাহ দেওয়া । হাবিল-কাবিল অপেক্ষায় বয়সে বড়ো। উভয়ে বিয়ের বয়সে উপনীত হলে নিয়ম অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত সুন্দরী মেয়ের সাথে হাবিলের বিয়ে নির্ধারিত হয়। কিন্তু কাবিল এ নিয়মটি মানতে রাজি না হওয়ায় হজরত আদম (আ.) উভয়কে মহান আল্লাহর উদ্দেশে কুরবানি করার আদেশ দেন। সে সময় নিয়ম ছিল যে কোন কিছু কুরবানি করে মাঠে রেখে আসা। আল্লাহ তা কবুল করলে আকাশ হতে একখণ্ড আগুন এসে তা পুড়িয়ে দিত, অন্যথা মাঠে থেকে যেত।

সিদ্ধান্ত অনুসারে হাবিল একটি উৎকৃষ্ট পশু কুরবানির জন্য পেশ করল আর কাবিল নিম্নমানের কিছু শস্যভাণ্ডার পেশ করল। আকাশ হতে একখণ্ড আগুন এসে হাবিলের কুরবানিকৃত পশু পুড়িয়ে দিল কিন্তু কাবিলের কুরবানিকৃত শস্য মাঠে রয়ে গেল। ফলে প্রমাণিত হলো হাবিলের কুরবানি মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। কুরবানির পরীক্ষায় পরাজিত হওয়ার পরও কাবিল সুন্দরী মেয়েটিকে বিয়ে করার লক্ষ্যে আপন ভাই হাবিলকে হত্যা করে। যা মানব ইতিহাসে প্রথম হত্যাকাণ্ড। তাই পৃথিবীতে যত মানুষ নিহত হবে, তার পাপের অংশ সমহারে কাবিলের ওপর বর্তাবে।

(বিস্তারিত জানতে দেখুন : সূরা মায়েদা : ২৭-৩১)

কওমে লুতের ঘটনা

হজরত লুত (আ.) ছিলেন হজরত ইবরাহিম (আ.) এর ভাতিজা। প্রথমে তিনি ইবরাহিম (আ.) কর্তৃক আনীত বিধানের প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। পরবর্তী কালে মহান আল্লাহ তাকে নবি হিসেবে মনোনীত করেন এবং তার নিকট অহি প্রেরণ করেন। হজরত লুত (আ.)-এর কওমের লোকেরা ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্বভাব ও খারাপ চরিত্রের। তারা নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে পুরুষে পুরুষে যৌন প্রয়োজন মেটাতো এবং তাদের নারী পুরুষেরা অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হতো। হজরত লুত (আ.) তাদের অসংখ্যবার এ ধরনের অপকর্ম থেকে বিরত থেকে নারী পুরুষের স্বাভাবিক বৈবাহিক পন্থা অবলম্বন করার আহবান জানান এবং তাদের অপকর্ম সম্পর্কে বারবার সতর্ক করেন ও ভীতি প্রদর্শন করেন। কিন্তু তারা নবির কথাকে উপেক্ষা করে নিজেদের এহেন অপকর্ম চালিয়ে যায়। তারা নবির সতর্কবার্তাকে কটাক্ষ করে বলতে থাকে তুমি এসব কথা বলা বন্ধ না করলে তোমাকে এ এলাকা থেকে বের করে দেওয়া হবে। হজরত লুত (আ.) তাদের এসব অপকর্ম থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইলেন।

অবশেষে আল্লাহ তাআলা কয়েকজন ফেরেশতাকে পাঠালেন। তারা প্রথমে হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে জানালেন আমরা লুত (আ.)-এর কওমকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছি। এরপর ফেরেশতাগণ সুশ্রী ছেলেদের আকৃতিতে হজরত লুতের নিকট আসেন। সুশ্রী ছেলেদের দেখে এ সম্প্রদায়ের অসভ্য লোকগুলো নিজেদের অপকর্ম চরিতার্থ করতে হজরত লুতকে চাপ দিতে থাকে। নবি পেরেশান হয়ে বলতে থাকেন এরা আমার মেহমান, তোমরা তাদের অপমানিত করোনা। তখন ফেরেশতাগণ নবির কাছে নিজেদের পরিচয় পেশ করে বলেন এদের বিষয়টি আমরা দেখছি। আপনি সকাল হওয়ার আগেই আপনার পরিবারের লোকদের নিয়ে এ এলাকা ছেড়ে চলে যাবেন। তবে আপনার স্ত্রীকে সাথে নিবেন না। কারণ সেও এসব অপকর্মের পক্ষে। চলে যাবার সময় পরামর্শ দেওয়া হলো কেউ যেন পিছনে না তাকায়। সকাল হতে না হতেই মহান আল্লাহর নির্দেশে সে এলাকাকে উল্টিয়ে দেওয়া হলো এবং আকাশ থেকে প্রবলভাবে পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করে পাপাচারী এ সম্প্রদায়কে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হলো। বর্তমানে যে এলাকাটিকে ট্রান্স জর্ডান বলা হয়। সেখানেই ছিল এ জাতিটির

বসবাস। হেজাজ থেকে সিরিয়া এবং ইরাক থেকে মিসর যাওয়ার পথে এ ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকাটি পড়ে। এটি মৃত সাগর তথা লুত সাগরের পূর্ব ও দক্ষিণে।

(বিস্তারিত জানতে দেখুন : সূরা হজ : ৪৩, সূরা আরাফ : ৮০-৮৪, সূরা হুদ :৭০-৭৪, সূরা হিজর : ৫৮-৭৬, সূরা আম্বিয়া :৭১-৭৪, সূরা শুয়ারা ১৬০-১৭৫, সূরা নামল : ৫৪-৫৮, সূরা আনকাবুত : ২৬-৩৫, সূরা সাফফাত : ১৩৩-১৩৮)

আসহাবুল উখদুদ (গর্তওয়ালাদের ইতিহাস)

গর্তে আগুন জ্বালিয়ে ঈমানদারদের তার মধ্যে নিক্ষেপ করার একাধিক ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। এ থেকে জানা যায় এ ধরনের ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। হযরত সুহাইব রুমি (রা:) রাসূল (সা:) থেকে বর্ণনা করেছেন, এক বাদশার নিকট একজন জাদুকর ছিল। বৃদ্ধবয়সে সে বাদশাহকে বলল একজন যুবককে আমার কাছে নিয়োগ করো। সে আমার কাছ থেকে জাদু শিখে নেবে। কথামত বাদশাহ এক যুবককে নিয়োগ করল। যুবকটি জাদুকরের নিকট আসা যাওয়ার পথে একজন পাদ্রির (সম্ভবত হজরত ঈসা আ. এর অনুসারী) সাথে পরিচিত হলো। পাদ্রির কথায় প্রভাবিত হয়ে সে ঈমান আনল। এমনকি তাঁর শিক্ষায় সে অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে এবং কুষ্ঠরোগ নিরাময় করতে লাগলো। যুবকটি তাওহিদের প্রতি ঈমান এনেছে শুনে বাদশাহ প্রথমে পাদ্রিকে হত্যা করল। তারপর যুবকটিকে হত্যার জন্য বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহার করেও তাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হল। শেষে যুবকটি বলল তুমি আমাকে হত্যা করতে হলে জনসমাবেশে বিইসমি রাব্বিল গোলামি (যুবকটির রবের নামে) বাক্য উচ্চারণ করে আমাকে তীর মারো তাতেই আমি মারা যাবো। বাদশাহ তাই করলো। ফলে যুবকটি মারা গেল। ঘটনা দেখে উপস্থিত লোকেরা চিৎকার করে বলে উঠলো আমরা এ ছেলেটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম। বাদশাহ এতে ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তার পাশে গর্ত করে তাতে আগুন জ্বালালো। তারা ঈমান ত্যাগ করতে রাজি হয়নি তাদের সকলকে এই গর্তে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হলো।

(মুসনাদে আহমদ, মুসলিম, নাসাঈ ও তিরমিজি)

হজরত আলি (রা.) থেকে অন্য একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ইরানের এক বাদশাহ শরাব পান করে নিজের বোনের সাথে ব্যভিচার করে এবং উভয়ের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। কথাটি প্রকাশ হয়ে গেলে বাদশাহ জনসমক্ষে ঘোষণা করে দেয় যে, আল্লাহ বোনের সাথে বিবাহ হালাল করে দিয়েছেন। লোকেরা তার একথা মানতে রাজি হয়নি। ফলে সে নানান ধরনের শাস্তি দিয়ে লোকদের একথা মানতে বাধ্য করতে থাকে। এমনকি সে অগ্নিকণ্ড জ্বালিয়ে যে ব্যক্তি একথা মানতে প্রস্তুত হয়নি তাকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকে। হজরত আলি (রা.) বলেন, তখন থেকেই অগ্নি উপাসকদের মধ্যে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়কে বিয়ে করার পদ্ধতি প্রচলিত হয়। (ইবনে জাবির)

নজরানের ঘটনাটি সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইবনে হিশাম, তাবারি, ইবনে খালদুন, মুজামুল বুলদান গ্রন্থপ্রণেতা প্রমুখ মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। এর সারকথা হচ্ছে হিময়ারের বাদশাহ তুবান আসয়াদ আবু কারি একবার ইয়াসরিবে যায়। সেখানে ইহুদিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে এবং বনু কোরায়জার দুজন ইহুদি আলেমকে সঙ্গে করে ইয়েমেনে নিয়ে যায়। সেখানে সে ব্যাপকভাবে ধর্মের প্রচার চালায়। তারপর তার ছেলে যুনাওয়াস তার উত্তরাধিকারী হয়। সে দক্ষিণ আরবে ঈসায়িদের কেন্দ্রস্থল নজরান আক্রমণ করে। সেখান থেকে ঈসায়ি ধর্মকে উৎখাত করা এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে জোরপূর্বক ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত করাই ছিল তার লক্ষ্য।

ইবনে হিশাম বলেন, নজরানবাসীরা তখন ঈসা (আ.)-এর আসল ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। নজরান পৌঁছে সে লোকদেরকে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করার আহবান জানায়। লোকেরা এতে অস্বীকৃতি জানালে সে ক্ষিপ্ত হয়ে অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে জ্বলন্ত আগুনে লোকদের নিক্ষেপ করতে থাকে। এভাবে প্রায় বিশ হাজার লোক নিহত হয়। মাউস জু-সালাবান নামক এক ব্যক্তি কোনোক্রমে প্রাণরক্ষা করে পালিয়ে যায়। এক বর্ণনামতে সে রোমের বাদশাহর নিকট অন্য বর্ণনামতে হাবশার (ইথিওপিয়া) বাদশাহ নাজ্জাসির নিকট এসে এ জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। অবশেষে হাবশার সত্তর হাজার সৈন্য আরইয়াত নামক একজন সেনাপতির অধীনে ইয়েমেন আক্রমণ করে। এতে

জু-নাওয়াস নিহত হয় এবং ইহুদি রাষ্ট্রের পতন ঘটে। এরপর ইয়ামেন হাবশার ঈসায়ি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(বিস্তারিত জানতে দেখুন : সূরা বুরুজ : ১৯)

ইয়াজুজ মাজুজ-এর পরিচয়

ইয়াজুজ মাজুজ এরা তুরস্কের বংশোদ্ভূত দু'টি জাতি। কুরআন মাজিদে এ জাতির বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হয়নি। হাদিস শরিফে বলা হয়েছে তাদের নাক চ্যাপটা, ছোট ছোট চোখবিশিষ্ট। এশিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চালে অবস্থিত এ জাতির লোকেরা প্রাচীনকাল হতেই সভ্য দেশসমূহের ওপর হামলা করে লুটতরাজ চালাত। মাঝে মাঝে এরা ইউরোপ ও এশিয়া উভয় দিকে সয়লাবের আকারে ধ্বংসের থাবা বিস্তার করতো। ইবনে কাসিরের বর্ণনামতে, ইয়াজুজ মাজুজ হচ্ছে নূহ (আ.)-এর পুত্র ইয়াফেস-এর বংশধর। রাশিয়া ও উত্তর চীনে এদের অবস্থান বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে অনুরূপ চরিত্রের কিছু উপজাতি রয়েছে যারা তাতার, মঙ্গল, হুন ও সেথিন নামে পরিচিত। তাছাড়া একথাও জানা যায় তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ককেসাসের দক্ষিণাঞ্চলে দরবন্দ ও দারিয়ালের মাঝখানে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। ইসরাইলি ঐতিহাসিক ইউসিফুল তাদেরকে সেথিন জাতি মনে করেন এবং তার ধারণা তাদের এলাকা কৃষ্ণসাগরের উত্তর ও পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। জিরোম-এর বর্ণনামতে মাজুজ জাতির বসতি ছিল ককেশিয়ার উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের সন্নিকটে।

ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসে জানা যায়, রাসূল (সা.)-এর স্ত্রী জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) বলেন, একদিন রাসূল (সা.) ঘুম থেকে জেগে ওঠেন এবং তার চেহারা রক্তিম দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন আরবদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। এক মহাবিপদ তাদের জন্য ঘনিয়ে এসেছে। আজ বাঁধের বন্ধন থেকে ইয়াজুজ মাজুজ এভাবে মুক্ত হয়েছে তিনি তার তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কড়ার ন্যায় বানিয়ে দেখালেন। আমি বললাম সৎ লোকগুলো আমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ যদি অনাচার বেড়ে যায়। রাসূল (সা.)-এর স্বপ্নটি সংঘটিত হয়। তার ওফাতের কয়েক যুগ পর। তাতার গোষ্ঠী আরবে ব্যাপকভাবে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। হালাকু খানের হিংস্র সেনাদলের আক্রমনে আব্বাসীয়

বংশের সর্বশেষ খলিফা আল মুতাসিম এর শাসনাধীন গোটা আরব সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। সম্ভবত এটাই রাসূল (সা.)-এর স্বপ্নের প্রতিফলন। সঠিক তথ্য একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন।

(বিস্তারিত জানতে দেখুন : সূরা কাহফ : ৯৩-৯৪, সূরা আম্বিয়া : ৯৬-৯৭)

আসহাবুল জান্নাত

ইয়েমেনের দাওরান দুর্গের অধিবাসীদেরকে পবিত্র কুরআনে আসহাবুল জান্নাত তথা বাগানের মালিক বলা হয়েছে। এখানে বনি হারেস গোত্র বসবাস করত। মূলত দাওরান একটি উঁচু পাহাড়ের নাম। এর নামানুসারে বনি হারেস গোত্রের দুর্গের নাম রাখা হয়। গোত্রের কয়েকজনের একত্রে ফসলের বাগান ছিল। সেখানে প্রচুর শস্যরাজি উৎপাদিত হতো। ফসল কাটার সময়ে গরিব-মিসকিন লোকেরা উপস্থিত হলে তাদেরকে ফসল থেকে মালিকেরা দান করতেন। একদিন তারা একত্রে শলা-পরামর্শ করল সকাল হওয়ার আগেই অন্ধকারে ফসল কেটে ঘরে নিয়ে আসবে যাতে কোন গরিব-মিসকিন টের না পায়। তাদের মধ্যে একজন বললো তোমরা আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হয়ো না। কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত না করে সকলে সিদ্ধান্ত নিল যে তারা খুব সকালে ফসল কেটে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তাআলা তাদের এ সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলেন এবং রাতেই তাদের ফসল ধ্বংস করে বিরান ভূমি বানিয়ে দিলেন। অতি প্রত্যুষে বাগানের মালিকরা গোপনে গোপনে বাগানের নিকট এসে বাগান না দেখে বলাবলি করতে লাগলো আমরা হয়ত পথ ভুল করেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা নিশ্চিত হয়ে গেল তাদের ফসল ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের বুঝতে বাকি ছিল না যে, তাদের এ হীন চিন্তা ও অকৃজ্ঞতার ফলশ্রুতিতে এরূপ হয়েছে। অবশেষে তারা সকলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলেন। ফলে মহান আল্লাহ তাদের ফসলে বরকত দান করেন।

(বিস্তারিত জানতে দেখুন : সূরা কলম : ১৭-৩৩)

আসহাবুল ফিল

আসহাবুল ফিল হলো ইয়েমেনের শাসনকর্তা আবরাহা ইবনে আশরাম হাবশির বাহিনী। খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী আবরাহা ইয়েমেনের প্রান্তরে একটি বিশাল গির্জা নির্মাণ করেন। আরব ঐতিহাসিকগণ একে 'আল কালিস' বা 'আল কুলিস' অথবা 'আল কুলাইস' নামে উল্লেখ করেন। এটি গ্রিক ইকলেসিয়া শব্দের আরবিকরণ। তার উদ্দেশ্য ছিল সারা দুনিয়ার লোক মক্কায় অবস্থিত কাবার পরিবর্তে তার নির্মিত এ গির্জায় এসে উপাসনা করবে। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, জনৈক আরব কোন প্রকারে তার গির্জার মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে মল ত্যাগ করে। ইবনে কাসির বলেন এ কাজটি করেছিল একজন কুরাইশি। অন্যদিকে মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের বর্ণনামতে কয়েকজন কুরাইশ যুবক গিয়ে সেই গির্জায় আগুন লাগিয়ে দেয়। কারও কারও ধারণা মক্কা আক্রমণের বাহানা হিসাবে আবরাহা গোপনে নিজের কোন লোক লাগিয়ে এ কাজ করিয়েছিল। যাই হোক ক্ষুব্ধ আবরাহা ৫৭০ মতান্তরে ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে ৬০ হাজার পদাতিক ও ১৩টি হাতি সহকারে কাবা শরিফ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

মক্কার কাছাকাছি এসে আবরাহা ও তার সেনাবাহিনী আরবদের উট, ছাগল, ভেড়াসহ অনেক সম্পদ লুট করে নেয়। এর মধ্যে রাসূল (সা.) এর দাদা আবদুল মুত্তালিবেরও দুটো উট ছিল। আবদুল মুত্তালিব আবরাহার সাথে সাক্ষাৎ করে তার উট দাবি করলে আবরাহা আশ্চর্য হয়ে বলল তুমি তোমার উট নিতে এসেছ? অথচ আমি তোমার ও তোমার বাপ দাদার পবিত্র ঘর কাবা ভাঙতে এসেছি এ ব্যাপারে কিছু বলছ না। তখন আবদুল মুত্তালিব বললেন, আমি তো কেবল উটের মালিক তাই উটের দাবি করছি। আর যিনি কাবার মালিক তিনি একে হেফাজত করবেন। আবরাহার ৬০ হাজার সৈন্যের এ বিশাল বাহিনীর মুকাবিলার সামর্থ্য না থাকায় আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদের পরিবার পরিজন নিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেয়ার পরামর্শ দেন। তারপর তিনি ও কুরাইশদের কয়েকজন সরদার কাবার নিকট গিয়ে কা'বার দরজার কড়া ধরে আল্লাহর কাছে এই বলে দুআ করতে থাকেন যে তিনি যেন তার ঘর ও তার খাদেমদের হেফাজত করেন। বাস্তবিক মহান আল্লাহ বাইতুল্লাহকে হেফাজত করেন এবং আবরাহার হস্তীবাহিনীকে ধ্বংস করে দেন। এ সময় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা ঠোঁটে পাথরকণা নিয়ে উড়ে এসে হস্তীবাহিনীর ওপর বর্ষণ করতে থাকে। ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে, যার ওপরই পাথরকণা পড়তো তার সারা গায়ে ভীষণ চুলকানি শুরু হতো এবং চুলকাতে চুলকাতে চামড়া ছিঁড়ে

গোশত ঝরে পড়তো। দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে করতে আগে পরে সকলেই মারা যায়। আবরাহার বাহিনী বাইতুল্লাহ ধ্বংস করতে এসে নিজেরাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

(বিস্তারিত জানতে দেখুন : সূরা ফিল : ১-৫, তাফহীমুল কুরআন : সূরা ফিলের ঐতিহাসিক পটভূমি, মূল বক্তব্য)

ইফকের ঘটনা

৮ম হিজরির শাবান মাসে বনু মুস্তালিক যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাসূল (সা.) হজরত আয়েশা (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে যান। তার নিয়ম ছিল তিনি প্রত্যেক সফরে একেক জন স্ত্রীকে লটারির মাধ্যমে বাছাই করে সঙ্গে নিতেন। এ সফরে হজরত আয়েশা (রা.) লটারির মাধ্যমে সফরসঙ্গিনী হিসেবে মনোনীত হন। যুদ্ধ শেষে ফিরে আসার সময় কাফেলা পথিমধ্যে যুদ্ধ বিরতি করে। বিরতির সময় আয়েশা (রা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে গেলে হঠাৎ তার গলার হার পড়ে যায়। তা খুঁজতে খুঁজতে দেরি হয়ে গেল। হজরত আয়েশা (রা.)-কে রেখেই কাফেলা সামনে অগ্রসর হতে থাকে। আয়েশা (রা.)-কে রেখে যাওয়ার কারণ ছিল এই যে, উটের ওপর বসানো পর্দাঘেরা এক বিশেষ বাহনের নাম ছিল 'হাওদা'। তিনি হাওদার ভেতরে অবস্থান করলে কয়েকজন মিলে হাওদাটি উটের ওপর তুলে দিতেন। মূল ব্যাপার হলো হজরত আয়েশা ওজনে এত হালকা ছিলেন যে, যারা হাওদাটি উটের ওপর তুলে দিলেন, তারা বুঝতেই পারেননি হজরত আয়েশা ভেতরে ছিলেন না। ইতোমধ্যে তিনি হার খুঁজে পেয়ে ফিরে এসে দেখেন, কাফেলার সবাই তাঁকে রেখেই চলে গেছেন। উপায়ান্তর না পেয়ে জমিনে চাদর বিছিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন, আশায় থাকলেন এই ভেবে যে, কাফেলার লোকেরা তাকে না পেয়ে খুঁজতে আসলে পেয়ে যাবে।

যাত্রা বিরতিতে কাফেলার কোনো মালামাল রয়ে গেল কিনা তা কুড়িয়ে আনার দায়িত্ব ছিল প্রখ্যাত বদরী সাহাবি হজরত সফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল (রা.)-এর ওপর। তিনি এসে হজরত আয়েশাকে দেখেই চিনতে পেরে বলে উঠলেন 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। উল্লেখ্য পর্দার বিধান ফরজ হওয়ার পূর্বে তিনি আয়েশা (রা.)-কে দেখেছিলেন, তাই দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথেই আয়েশা (রা.)-কে চিনে ফেললেন। তিনি উট বসিয়ে দিয়ে একটু দূরে অবস্থান করে হজরত আয়েশাকে উটের ওপর উঠতে বললেন। হজরত

আয়েশা (রা.) উটের ওপর অবস্থান করলে সফওয়ান (রা.) পায়ে হেঁটে লাগাম ধরে চললেন। ইতোমধ্যে মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার অনুসারীরা প্রচার করতে লাগলো হজরত আয়েশা (রা.) তাঁর সতীত্ব রক্ষা করতে পারেননি। তাদের অপপ্রচারের ফাঁদে পড়ে কয়েকজন দুর্বল মুসলিমও অপপ্রচার অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে রয়েছেন হাসসান বিন সাবিত, মিসতাহ বিন উসাসা, হামনা বিনতে জাহাশ। কোনরূপ তথ্য প্রমাণ ছাড়াই কেবল আন্দাজ ও অনুমানের ওপর ভিত্তি করে নবি পরিবারকে বিতর্কিত করার জন্য এ অপবাদ দেওয়া হয়। অপবাদের এ ঘটনাকেই ‘ইফকের ঘটনা’ বলা হয়। অবশেষে আল্লাহ তাআলা দীর্ঘ এক মাস পর ‘সূরা নূর’ নাজিল করার মাধ্যমে হজরত আয়েশার সতীত্বের ঘোষণা দেন। ফলে যারা সংশয়ের দোলাচলে দোল খাচ্ছিলেন তাদের সংশয়ের নিরসন হলো। সাথে সাথে মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়ল। (বিস্তারিত জানতে দেখুন : তাফহীমুল কুরআন সূরা নূর : ঐতিহাসিক পটভূমি)

হাদিসের নামে প্রচলিত কতিপয় বানোয়াট কথা

১. যে নিজেকে জানল, সে তার প্রভুকে জানল। (পৃ : ২২৩)

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ.

২. মুমিনের হৃদয় আল্লাহর আরশ। (পৃ : ২২৩)

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللهِ.

৩. আমি শেষ নবি, আমার পরে নবি নেই, তবে আল্লাহ যদি চান। (পৃ : ২৪৬)।

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللهُ.

৪. আপনি না হলে আমি আসমান জমিন সৃষ্টি করতাম না। (পৃ : ২৪৭)

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ.

৫. আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। (পৃ : ২৫৮)

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِيْ.

৬. আদম যখন পানি ও মাটির মধ্যে ছিলেন তখন আমি নবি ছিলাম। (পৃ : ২৬৮)

كُنْتُ نَبِيًّا وَّاٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ.

৭. রাসূল (সা.) জন্মলগ্ন থেকেই পুরো কুরআন জানতেন এবং পাঠ করতেন। (পৃ : ২৭৯)

كَانَ عَالِمًا بِالْقُرْاٰنِ بِتَمَامِهِ وَتَالِيًا لَهُ مِنْ حِيْنِ وِلَادَتِهِ.

৮. আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী তার দরজা। (পৃ : ৩০৬)

أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا.

৯. আমার সাহাবিগণ নক্ষত্রতুল্য, তাদের যে কাউকে অনুসরণ করলেই তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হবে। (পৃ : ৩০৯)

أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ.

১০. আমার উম্মতের ইখতিলাফ (মতবিরোধ) রহমতস্বরূপ। (পৃ : ৩১০)

اِخْتِلَافُ أُمَّتِيْ رَحْمَةٌ.

১১. ওলিগণের কেরামত সত্য। (পৃ : ৩১৭)

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ.

১২. শরিয়ত একটি বৃক্ষ, তরিকত তার শাখা-প্রশাখা, মারিফাত তার পাতা, এবং হাকিকত তার ফল। (পৃ : ৩২৫)

اَلشَّرِيْعَةُ شَجَرَةٌ وَالطَّرِيْقَةُ أَغْصَانُهَا وَالْمَعْرِفَةُ أَوْرَاقُهَا وَالْحَقِيْقَةُ ثَمَرُهَا.

১৩. শরিয়ত আমার কথাবার্তা, তরিকত আমার কাজকর্ম, হাকিকত আমার অবস্থা এবং মারিফাত আমার মূলধন। (পৃ : ৩২৫)

اَلشَّرِيْعَةُ أَقْوَالِيْ وَالطَّرِيْقَةُ أَفْعَالِيْ وَالْحَقِيْقَةُ حَالِيْ وَالْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِيْ.

১৪. সবচেয়ে কঠিন জিহাদ প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ। (পৃ : ৩২৬)

أَشَدُّ الْجِهَادِ جِهَادُ الْهَوٰى.

১৫. তোমরা আল্লাহর স্বভাব গ্রহণ করো বা আল্লাহর গুণাবলিতে গুণান্বিত হও। (পৃ : ৩২৭)

تَخَلَّقُوْا بِأَخْلَاقِ اللهِ.

১৬. জ্ঞানীর (কলমের) কালি শহিদের রক্তের চেয়ে উত্তম। (পৃ : ৩৩৭)

مِدَادُ الْعُلَمَاءِ أَفْضَلُ مِنْ دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ.

১৭. আমার উম্মতের আলেমগণ বনি ইসরাইলের নবিগণের মতো। (পৃ : ৩৩৭)

عُلَمَاءُ أُمَّتِيْ كَأَنْبِيَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ.

১৮. মূর্খের ইবাদাতের চেয়েআলেমের ঘুম উত্তম। (পৃ : ৩৩৯)

نَوْمُ الْعَالِمِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ.

১৯. চীন দেশে হলেও জ্ঞান সন্ধান করো। (পৃ : ৩৪০)

اُطْلُبُوْا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ.

২০. সকল মানুষ মৃত/ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত, শুধু আলিমগণ ছাড়া। আলিমগণ সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত শুধু আমলকারীগণ ছাড়া। আমলকারীগণ সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত/ডুবন্ত, শুধু মুখলিসগণ ছাড়া। মুখলিসগণ কঠিন ভয়ের মধ্যে। (পৃ : ৩৪১)

اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ مَوْتىٰ/هَلْكىٰ إِلَّا الْعَالِمُوْنَ وَالْعَالِمُوْنَ كُلُّهُمْ هَلْكىٰ إِلَّا الْعَامِلُوْنَ وَالْعَامِلُوْنَ كُلُّهُمْ غَرْقىٰ إِلَّا الْمُخْلِصُوْنَ وَالْمُخْلِصُوْنَ عَلىٰ خَطَرٍ عَظِيْمٍ.

২১. যদি কোনো ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করে, তবে তা তার পূর্ববর্তী পাপের জন্য ক্ষতিপূরণ হবে। (পৃ : ৩৪১)

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضٰى.

২২. দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। (পৃ : ৩৫৪)

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ.

২৩. যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবি কথা বলবে আল্লাহ তার চল্লিশ বছরের আমল বাতিল বা বরবাদ করে দেবেন । (পৃ : ৩৬৫)

مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلَامِ الدُّنْيَا فِي الْمَسْجِدِ أَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالَهُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً.

২৪. যে ব্যক্তি আজানের সময় কথা বলবে, তার ঈমান বিনষ্ট হওয়ার ভয় রয়েছে। (পৃ : ৩৭০)

مَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَ الْأَذَانِ خِيْفَ عَلَيْهِ زَوَالُ الْإِيْمَانِ.

২৫. নামাজ মুমিনদের মিরাজস্বরূপ। (পৃ : ৩৭১)

اَلصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

২৬. মহা সুসংবাদ তার জন্য যে শাবান মাসের মধ্যম রজনীতে নেক আমল করে। (পৃ : ৪২৬)

طُوْبٰى لِمَنْ يَعْمَلُ فِيْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ خَيْرًا.

২৭. আমি রাসূল (সা.)-এর মাথায় একটি লম্বা (উঁচু) পাঁচ ভাগে বিভক্ত টুপি দেখেছি। (পৃ : ৪৯৪)

رَأَيْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ قَلَنْسُوَةً خُمَاسِيَّةً طَوِيْلَةً.

২৮. তোমরা পাগড়ি পরবে, কারণ এটি ফিরিশতাদের চিহ্ন। আর পেছনের দিকে পাগড়ির প্রান্ত নামিয়ে দেবে। (পৃ : ৪৯৯)

عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَإِنَّهَا سِيْمَا الْمَلَائِكَةِ وَارْخُوْهَا خَلْفَ ظُهُوْرِكُمْ.

২৯. খাদ্য গ্রহণকারীকে সালাম দেওয়া হবে না । (পৃ: ৫০৫)

لَا سَلَامَ عَلٰى آكِلٍ.

৩০. তিনটি কারণে আরবদের ভালোবাসবে, আমি আরবি, কুরআনের ভাষা আরবি এবং জান্নাতিদের ভাষা আরবি। (পৃ : ৫১৩)

أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ لِأَنِّيْ عَرَبِيٌّ وَالْقُرْاٰنُ عَرَبِيٌّ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ.

৩১. দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র । (পৃ : ৫১৪)

اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ.

৩২. নেককার লোকদের নেক আমলসমূহ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকারীদের জন্য পাপ বলে গণ্য । (পৃ : ৫১৪)

حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ.

৩৩. তোমরা মৃত্যুর আগেই মৃত্যুবরণ করো। (পৃ : ৫১৫)

مُوْتُوْا قَبْلَ أَنْ تَمُوْتُوْا.

৩৪. যে ব্যক্তি তার চক্ষুদ্বয়কে ভালোবাসে সে যেন আসরের পরে না লেখে। (পৃ : ৩৪০)

مَنْ أَحَبَّ كَرِيْمَتَيْهِ فَلَا يَكْتُبَنَّ بَعْدَ الْعَصْرِ .

তথ্যসূত্র : ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদিসের নামে জালিয়াতি, ঝিনাইদহ : আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৬, পৃ: ২২৩-৫১৫।